NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে জয় দিয়ে বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু পাকিস্তানের

'সোনায় মোড়ানো' পারফরম্যান্সে অলিম্পিকের টিকিট হরমনপ্রীতদের ৮

কলকাতা ৭ অক্টোবর ২০২৩ ১৯ আশ্বিন ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ১১৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 07.10.2023, Vol.17, Issue No.118, 8 Pages, Price 3.00

রাজ্যপাল সময় দিলেন দার্জিলিংয়ে, আজ যাচ্ছেন তৃণমূলের তিন সদস্য

অভিষেক থাকছেন ধর্নাতেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের তরফে তৃণমূল কংগ্রেসকে সময় দেওয়া হল শনিবার। তবে কলকাতায় নয়, দার্জিলিঙের রাজভবনে। রাজভবনের তরফে সেই বার্তা পাওয়ার পরে ধর্নামঞ্চ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, শনিবার তৃণমূলের তিন জন সদস্য রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করবেন উত্তরবঙ্গে গিয়েই। কিন্তু মূল প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কলকাতায় ফিরে তাঁকে দেখা করতেই হবে। এবং তা যত দিন না হচ্ছে, তত দিন তিনি ধর্না থেকে উঠবেন বলেও জানিয়ে দিয়েছেন অভিষেক।

অভিষেক রাজ্যপালের উদ্দেশে ধর্নামঞ্চ থেকে শুক্রবার সন্ধ্যায় বলেন, 'আপনি যদি মনে করেন পুজো কাটিয়ে ফিরবেন, তা হলে তা-ই হবে। সপ্তমী, অষ্টমীতে আমি একা বসে থাকব। আপনারা শুধু পাশে থাকলেই হবে।' তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'যে ৫০ লক্ষ মানুষ চিঠি লিখেছেন, তা কলকাতাতেই আমরা রাজ্যপালের কাছে দেব।'

শনিবার তৃণমূলের তরফে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এবং দুই সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র। অভিষেক জানিয়েছেন, সকালের বিমানে কলকাতা থেকে বাগডোগরার উদ্দেশে রওনা দেবেন তিন জন। দেখা করেই তাঁরা ফিরে আসবেন।

অভিষেক শুক্রবার বলেন, 'সাংবাদিক সম্মেলন করতে বাংলায় আসছেন। দেখবেন হয়তো তিন ঘণ্টা পর বিমান ধরে আবার চলে যাবেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাও বাংলায় আসেন কয়েক ঘণ্টার জন্য, আবার রাজ্যপালও তাই। আর তৃণমূল মাটি কামড়ে মানুষের দাবি নিয়ে আন্দোলন করছে।'

শুক্রবার রাজভবনের সামনে ধর্না মঞ্চ থেকে হুঁশিয়ারির সুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'রাজ্যপালের কথা অনুযায়ী আগামী কাল ২-৩ জন প্রতিনিধিকে দার্জিলিঙে পাঠাব, দলের তরফে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু, তার মানে এটা নয় যে, দার্জিলিঙে আমাদের প্রতিনিধি দেখা করতে গেলেন। প্রতিনিধি তো আমার নেতৃত্বে যাবে। আপনাকে আমায় সময় দিতে হবে।' কলকাতার রাজভবনেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে বলে দাবি জানিয়েছেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'আপনি দার্জিলিঙে ২-৩ দিন থাকুন বা ২-৩ মাস থাকুন, কোনও অসুবিধা নেই। আমি এই জায়গা ছেড়ে উঠব না যতক্ষণ না পর্যন্ত এখানে এসে আমার প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করেন।'

আর কোনও অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করতে পারবেন না রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যপাল আর অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করতে পারবেন না। শুক্রবার এ কথা জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। শীর্ষ আদালতের ওই বেঞ্চ আরও জানিয়েছে, সম্প্রতি রাজ্যপাল যাঁদের অন্তর্বর্তী উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ করেছেন, তাঁরা কোনও সুযোগ-সুবিধা পাবেন না। তাঁরা নিতে পারবেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও।

শুক্রবারের শুনানিতে রাজ্যের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি। অন্য দিকে রাজ্যপালের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী দামা শেষাদ্রি নাইডু। বিচারপতিরা আরও জানান, অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যের যা যা আপত্তি রয়েছে, তা পরের শুনানিতে আদালতে জানাতে হবে। পাশাপাশি, সার্চ কমিটিতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি রাখা নিয়ে রাজ্য যে আবেদন করেছিল, তাতে এখনই সাড়া দিল না সুপ্রিম কোর্ট।

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে আচার্য সিভি আনন্দ বোসের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল রাজ্য। উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য সরকার ও বোসের মধ্যে সংঘাতের ফলে রাজ্যের ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও কোনও স্থায়ী উপাচার্য নেই। গত ২১ অগস্ট সুপ্রিম কোর্ট স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। এর পর গত ১৫ সেপ্টেম্বরের শুনানিতে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিজেই সার্চ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, রাজ্য সরকার, রাজ্যপাল এবং ইউজিসি (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন)-কে তিন থেকে পাঁচ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম সুপারিশ করতে হবে সার্চ কমিটির জন্য। একই সঙ্গে, রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্যকেও প্রশ্ন করা হয়েছিল, কেন আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও তিনি রাজ্য সরকারের সঙ্গে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে বৈঠকে বসেননি? ওই দিনই বিচারপতি সূর্যকান্ত জানিয়েছিলেন, তাঁরা রাজ্যপালের উত্তরের উপর নির্ভর করে বসে থাকবেন না।

সূত্রের খবর, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর সব পক্ষ নাম সুপারিশ করলেও সার্চ কমিটি এখনও তৈরি হয়নি। তা নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই গত ১ অক্টোবর রাজ্যের আরও ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে একক ভাবে অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করেছিলেন বোস। তাঁদের মধ্যে এক জন আবার অবসরপ্রাপ্ত এক আইপিএস অফিসার। সেই সময়েই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছিলেন, তাঁরা বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। এর পাশাপাশি, রাজ্যপালের প্রতিনিধি হিসাবে যে চার জনের নাম জমা পড়েছিল, তাঁদের দু'জনের বিষয়েও শীর্ষ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে বলে মিলেছিল রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর সূত্রে। তার পর সুপ্রিম কোর্টের শুক্রবারের শুনানিতে বড় ধাক্কা খেলেন রাজ্যপাল।

জানাল সুপ্রিম কোর্ট

বোসকে কটাক্ষ ব্রাত্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করতে পারবেন না রাজ্যপাল তথা রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য সিভি আনন্দ বোস। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের পরেই বোসের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শিক্ষামন্ত্রীর পরামর্শ, রাজ্যপালের উচিত, অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে বৈঠকে বসে সমাধানসূত্র খোঁজা। পাশাপাশি শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর কথা না শোনার জন্য তাঁর কাছে দুঃখপ্রকাশ করাও উচিত রাজ্যপালের।' শীর্ষ আদালতের নির্দেশ এবং ব্রাত্যের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে রাজভবনের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

কামদুনির রায়ে ফাঁসির আসামিকে মুক্তি দিল হাইকোর্ট

খালাস আমৃত্যু সাজাপ্রাপ্তও

নিজস্ব প্রতিবেদন: কামদুনি ধর্ষণ এবং হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করল কলকাতা হাইকোর্ট। ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত সইফুল আলি এবং আনসার আলির সাজা বদলে আমৃত্যু কারাদণ্ড ঘোষণা করেছে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ। নিম্ন আদালতে আর এক ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত আমিন আলি বেকসুর খালাস পেয়েছেন। অন্যদিকে, নিম্ন আদালতে আমৃত্যু জেলের সাজাপ্রাপ্ত ইমানুল ইসলাম, আমিনুর ইসলাম এবং ভোলানাথ নস্করও ১০ বছর জেল খাটার কারণে খালাস পেয়েছেন হাইকোর্ট থেকে।

২০১৩ সালের ৭ জুন কলেজ থেকে ফেরার পথে এক ছাত্রীকে উত্তর ২৪ পরগনার কামদুনিতে ধর্ষণ করে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছিল। সেই ঘটনা নিয়ে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা রাজ্য। দিল্লির নির্ভয়াকাণ্ডের মতো তার ঢেউ পৌঁছয় দেশের অন্যান্য প্রান্তেও। দোষীদের চরম সাজার দাবিতে শুরু হয় আন্দোলন। ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ডের পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কামদুনি সফরের সময় তাঁর সামনে প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা মৌসুমী ও টুম্পা কয়াল। শুক্রবার রায় ঘোষণার পরে মৌসুমী বলেন, 'আমরা এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানাব। নির্ভয়া-কাণ্ডের আইনজীবীর সাহায্য নেব।'

প্রাথমিক ভাবে পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও এর পরে ঘটনার তদন্তের ভার পায় সিআইডি। চার্জশিটে অভিযোগ আনা হয় ন'জনের বিরুদ্ধে। বিচারপ্রক্রিয়া চলাকালীন গোপাল নস্কর নামে এক অভিযুক্তের মৃত্যু হয়। ২০১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি কলকাতার নগর দায়রা আদালতের (ব্যাঙ্কশাল কোর্ট) বিচারক সঞ্চিতা সরকার দোষী ছ'জনের শাস্তি ঘোষণা করেন। এদের মধ্যে সইফুল আলি মোল্লা, আনসার আলি এবং আমিন আলিকে ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়। বাকি তিন অপরাধী শেখ ইমানুল ইসলাম, আমিনুর ইসলাম এবং ভোলানাথ নস্করের হয় আমৃত্যু জেলের সাজা। প্রমাণের অভাবে মুক্তি দেওয়া হয় অন্য দুই অভিযুক্ত রফিক গাজি এবং নুর আলিকে।

ব্যাঙ্কশাল আদালতে ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত সইফুল, আনসার এবং আমিনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৭৬-এ, ৩৭৬-ডি, ৩০২, ১২০ বি এবং ২০১ ধারায়। ওই ধারাগুলিতে ন্যূনতম সাজা ২০ বছরের কারাদণ্ড। মূল অভিযুক্ত সইফুলের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দু'টি ধারাও ছিল; ১০৯ এবং ৩৪২। অন্য দিকে, আমৃত্যু জেলের সাজাপ্রাপ্ত ইমানুল, আমিনুল এবং ভোলাকে ৩৭৬ ডি, ১২০ বি এবং ২০১ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন বিচারক সঞ্চিতা।

নতুন লড়াইয়ের শপথ মৌসুমী, টুম্পাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘটনার ১০ বছর পর কামদুনি গণধর্ষণ এবং হত্যা মামলার রায় দিল কলকাতা হাইকোর্ট। কিন্তু সেই রায়ে খুশি হতে পারেনি এক দশক ধরে কামদুনির নির্যাতিতার লড়াই লড়ে যাওয়া গ্রামবাসীরা। রায় শুনতে শুক্রবার সকাল সকাল আদালত চত্বরে হাজির হয়েছিলেন সেই আন্দোলনের একেবারে প্রথম সারিতে থাকা মৌসুমী কয়াল, টুম্পা কয়ালরা। রায় শুনে আদালত চত্বরেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন কামদুনির প্রতিনিধিরা।

এই রায়ে অখুশি মৌসুমী বলেন, 'এই রায় মানতে পারছি না। আমরা খুব তাড়াতাড়ি সুপ্রিম কোর্টে যাব। দরকারে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে দরবার করব। কিন্তু দোষীদের সাজা আদায় না হওয়া পর্যন্ত থামব না।' দিল্লিতে নির্ভয়াকাণ্ডে যে আইনজীবীদের সাহায্য নিয়েছিল নির্যাতিতার পরিবার তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথাও বলেন মৌসুমী।

মুম্বইয়ের বহুতলে বিধ্বংসী আগুনে মৃত অন্তত ৮, আহত ৪০

মুম্বই, ৬ অক্টোবর: মুম্বইয়ের একটি বহুতলে আগুন লেগে মৃত্যু হল অন্তত ৮ জনের। গুরুতর আহত আরও ৪০ জন। মৃতদের মধ্যে রয়েছে দুই শিশুও। আপাতত একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আহতরা। তাঁদের মধ্যে ৬ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে মুম্বই পুলিশ সূত্রে খবর। কীভাবে আগুন লাগল বহুতলে, তা এখনও জানা যায়নি।

সূত্রের খবর, শুক্রবার ভোররাত তিনটে নাগাদ আগুন লাগে গোরেগাঁওয়ের ৬ তলা বাড়িটিতে। সঙ্গে সঙ্গে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে দমকল। তবে আগুনের তীব্রতা খুব বেশি থাকায় প্রায় চার ঘণ্টা সময় লাগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে। আটটি ইঞ্জিন ব্যবহার করে আগুন নেভানো হয়। তারপরে বাড়ির ভিতরে আটকে পড়া সকলকে উদ্ধার করে আনেন দমকলকর্মীরা।

সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে জানা গিয়েছে, গোরেগাঁওয়ের বহুতল থেকে মৃত অবস্থায় ৬ জনের দেহ মেলে। পরে মৃত্যু হয় ২ আহত ব্যক্তির। মৃতদের মধ্যে দুই শিশু ছিল। এছাড়াও আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে আরও তিন মহিলার। আহতদের মধ্যেও রয়েছে এক শিশু। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পরে শোকপ্রকাশ করেছেন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিস।

নিউটাউনে উদ্ধার সুটকেসবন্দি, সেলোটেপ প্যাচানো নিট পড়ুয়ার দেহ

কাল হল বিলাসবহুল জীবনযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় কাল হয়ে গেল কলকাতায় পড়তে যাওয়া মালদার কালিয়াচকের নিট পড়ুয়া ছাত্রের। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কলকাতা নিউটাউন এলাকার ভাড়াবাড়ি থেকে সুটকেসবন্দি মালদার কালিয়াচকের ওই ছাত্রের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। অপহরণের পর ৩০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ না দেওয়াই ওই ছাত্রকে খুন করেছে দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ করেছেন মৃতের পরিবার। আর বিষয়টি জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কালিয়াচক এলাকায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, নেশা জাতীয় কোনও পদার্থ খাইয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে ওই ছাত্রকে। মৃত ছাত্রের দেহ উদ্ধারের পর তার মুখে সেলোটেপ বাধা ছিল হাত-পা ছিল বাঁধা অবস্থায়। যদিও এই খুনের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে মূল অভিযুক্ত গৌতম সিং, পাপ্পু ঘোষ-সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে নিউটাউন থানা পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে মৃত ছাত্রের দুই বান্ধবীও রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , মৃত ছাত্রের নাম সাজিদ হোসেন (১৯)। তার বাড়ি মালদার কালিয়াচক থানার ১৬ মাইল এলাকায়। পরিবারের একমাত্র ছেলে ছিল সাজিদ। মৃত ছাত্রের বাবা মুক্তার হোসেন কালিয়াচকের একটি হাইস্কুলের শিক্ষক। মা সামিমা খাতুন। তিনি কালিয়াচকের একটি বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়ামের কর্ণধার তথা প্রিন্সিপাল। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, মদ খাইয়ে বালিশ চাপা দিয়ে প্রথমে খুন করা হয় সাজিদ হোসেনকে। তারপরে মুখে সেলোটেপ জড়িয়ে দেয় মৃত্যু নিশ্চিত করতেই। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে একথা স্বীকার করেছে ধৃত গৌতম সিং। পুলিশ জানতে পেরেছে, মুক্তিপণ চাওয়ার আগেই খুন করা হয়েছিল সাজিদ হোসেনকে। টাকা পয়সা সংক্রান্ত বিষয়েই খুন।

নিউ টাউনের তারুলিয়া এলাকায় অভিযুক্ত গৌতম সিং তিনটি ঘর ভাড়া নিয়ে রেখেছিল। যেখানে বন্ধুদেরকে নিয়ে পার্টি করতো সজিদ। ওই ছাত্র যে মেসে থাকত সেখানেই অভিযুক্ত গৌতম সিং-এর রেস্টুরেন্ট এবং একটি চায়ের দোকান রয়েছে।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সাজিদের সঙ্গে থাকা দামী ইলেক্ট্রনিক্স গ্যাজেট ও হাইফাই লাইফস্টাইলের জন্যই অন্যদের কাছে ইর্ষার কারণ ছিলেন তার বেশ কয়েকজন সহপাঠীরা ।

ফিরতে শুরু করেছেন সিকিমে আটকে থাকা পর্যটকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবহাওয়ার পরিবর্তন হওয়ায় উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের প্লাবন চিত্রেরও শুক্রবার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। সিকিমে আটকে থাকা রাজ্যের পর্যটকরা ফিরতে শুরু করেছেন। নামচি, গ্যাংটক মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার পর্যটক সিকিমে আট লাচুং, লাচেনে আটকে রয়েছে ১২০০ পর্যটক। তাদের অনেককেই ইতিমধ্যেই উদ্ধার করে আশ্রয় শিবিরে রেখেছে সেনা। তারা যাতে বাড়ির লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন সেইজন্য মোবাইল এবং ফোনের ব্যবস্থা করাও হয়েছে। এবার, তাদের নিরাপদে সরিয়ে আনার জন্য শুরু করা হয়েছে এয়ারলি।

জানা গিয়েছে, বাগডোগরা থেকে লাচুং যাওয়ার জন্য হেলিকপ্টার ইতিমধ্যেই যাত্রা শুরু হয়েছে। সেনার তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে ত্রিশক্তি কোর-এর বাহিনী লাচেন, চাটেন, লাচুং এবং চুংথাং এলাকা থেকে ১৪৭১ জন পর্যটককে উদ্ধার করেছে। তাদের সেখানে আশ্রয় শিবিরে রেখে খাবার এবং ওষুধের ব্যবস্থা করাও হয়। পূর্ব ও পশ্চিম সিকিমে চারটে রাস্তা খুলেছে। সেখানে যাঁরা আটকে রয়েছেন, তাঁরা ওই রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবেন। পূর্ব সিকিম থেকে লাভা, মনসুং, রংপো হয়ে গ্যাঙটকে যাওয়ার গাড়ি চলাচল শুরু হয়ে গিয়েছে। বড় গাড়ির ক্ষেত্রে লাভা থেকে আলগাড়া, পেকিয়ং হয়ে গ্যাংটকে পৌঁছানো যাচ্ছে। পশ্চিম সিকিমের ক্ষেত্রে দার্জিলিং, সিংলা, জোরথাং, নামচি কিংবা গেজিং হয়ে গ্যাংটকে পৌঁছানো যাচ্ছে। এছাড়া লাভা হয়ে কালিম্পং, মেনলি, চিত্রে, মানপুর, মানচি, জোরথাং হয়ে গ্যাংটক পৌঁছানো যাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, পূর্ব ও পশ্চিম সিকিমে যে সমস্ত পর্যটক আটকে রয়েছেন, তাঁদের শনিবারের মধ্যেই শিলিগুড়ি কিংবা গ্যাংটকে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

অন্যদিকে, ডিভিসি জল ছাড়ার পরিমাণ কিছুটা কমানোয় হাওড়া ও হুগলির প্লাবন পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। দামোদর নদীর জলস্তর কমে যাওয়ার ফলে এখন আর নতুন করে গ্রামে জল ঢুকছে না। উদয়নারায়ণপুর এবং আমতা দু-জায়গাতেই বেশ কিছু গ্রামের কৃষিজমি এখনও জলমগ্ন রয়েছে। হঠাৎ বন্যার ফলে ধান, আলু এবং সবজি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়। অন্যদিকে ডিভিসি-র ছাড়া জলে ভাসছে হুগলির খানাকুল। এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়েন তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দার। স্থানীয়দের অভিযোগ তিনদিন ধরে জলবন্দি, খাবার নেই, ত্রাণ মেলেনি, কেউ খোঁজও নেয়নি।

সিকিমকে বিশেষ ত্রাণ অনুমোদন কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর: হিমবাহ-বিস্ফোরিত হয়ে বিপর্যস্ত অবস্থা উত্তর সিকিমের। ভেসে গিয়েছে মঙ্গন জেলার চুংথামের বিস্তীর্ণ এলাকা। ইতিমধ্যে মৃতের সংখ্যা পৌঁছে গিয়েছে ৪০-এর কোটায়। এখনও নিখোঁজ বহু মানুষ। এই পরিস্থিতিতে সিকিমের জন্য বিশেষ ত্রাণ ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সিকিমের জন্য ৪৪.৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে কেন্দ্র।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে দেওয়া বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বন্যা-বিধ্বস্ত সিকিমে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী খাতে আগাম ৪৪.৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এছাড়া কেন্দ্রের তরফে সবরকম সাহায্য করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সিকিমের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা ত্রাণ তহবিল থেকেও অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা দেওয়া হবে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় সিকিম সরকারকে সবরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কেন্দ্র।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Jayanti Ray, স্বামী- Swaraj Ray, সাং- সুরভিস্থান পাড়া, পোঃ বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং WB-51/0007507/2023, আমার নাম Jayansti Das, D/O Haralal Das ও ঠিকানা গোবিন্দপুর কলোনী, পোঃ ও থানা- হাঁসখালী, জেলা নদীয়া হইয়াছে। ৬.১০.২০২৩ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিটবলে Jayanti Ray ও Jayansti Das একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

আমি আমার কন্যার নাম Ayeesha Prasad রেখেছিলাম এবং তাহার বার্থ সার্টিফিকেটে Ayeesha Prasad আছে। কিন্তু ৩০-০৯-২০২৩ তারিখে চুঁচুড়া কোর্টের এফিডেভিট পর আমি তাহার নাম বদলে Kavya Prasad করছি এবং আমার উক্ত কন্যা Kavya Prasad নামে পরিচিত হইবে- Bablu Prasad.

সংশোধনী

গত 19 April, 2023 Page No. 2 প্রকাশিত একদিন পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি কলমে সন ২০২২ সালের ২৫ নং এ্যাক্ট ৩৯ এর ২৩ নং লাইনে ০৮০ স্থানে .০৮০ পড়িতে হইবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৭ ই অক্টোবর, ১৯ শে আশ্বিন, শনিবার। অষ্টমী তিথী, জন্মে মিথুন রাশি অষ্টোত্তরী চন্দ্র র, মহাদশা বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ শনিবার, যে কাজটা হওয়ার ছিল সেটা না হওয়ার জন্যে মনোকষ্টে থাকবেন। যে প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করছেন তার মুখে মিষ্ট অন্তরে বিস্ নেই তো। জলভ্রমণে নাই বা গেলেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য দিনটি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কাটবে। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা সুখবর নেই তবে লৌহ বা মেশিনারি ব্যবসা যারা করেন তাদের সুখবর আসবে ধৈর্য ধরতে হবে। বাড়ি ,জমি,গৃহ নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরী হবে। ইলেকট্রিকাল দ্রব্য থেকে দূরে থাকুন।যায় শ্রী মহাকাল বলে বাড়ি থেকে বেরোন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : আজ পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তিকে নিয়ে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে সময় যাবে।এত পরিশ্রম করার পরেও আজ কাজটা আটকে যাবে। নতুন জিনিস কিনবো ভাবছেন আজ না কেনাই শ্রেয়। কথা না রাখার জন্য কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ঋণের টাকা পরিষদ করার জন্য কাজ পাওনাদার কোনো চাপ দিতে পারে। প্রেমিক যুগল একে অপরকে বিশ্বাস করুন তবে অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব হয়ে নয়। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : শনিবার। আজ তর্ক থেকে সতর্ক থাকুন। বড় কাজে যাওয়ার আগে বা বিশেষ ব্যাক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্যে আজকের দিনটা ঠিক নোই.যদি সম্ভব হয় দু এক দিন পরে সময় করে নিন। সরকারি কোনো আধিকারিকের সঙ্গে বাক বিতন্ডা হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। বিক্রয় প্রতিনিধিরা আজ বোরো দায়িত্ব পেলেও না নিলে শুভ। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হটাৎ বিবাদ বিসংবাদ দেখা দেবে। কালো রঙের পোশাক আজ নাই বা পড়লেন পুরাতন বান্ধবের সাথে দেখা হলে শুধু শুনে যান ,মতামত প্রকাশ না করা শুভ।

কর্কট রাশি : আজ শনিবার এমন লোকের থেকে সম্মান পাবেন যা আপনি আশা করেননি। জল এবং তরল পদার্থ ব্যাবসায়ীদেড় নতুন কোনো চুক্তি ভালো ভাবে সম্পন্ন হবে। বান্ধবদের মধ্যে আজ সবাই আপনাকে সমীহ করে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য সুখ প্রাপ্তি হবে। কোনো তৃতীয় ব্যাক্তির কারণে মনে বসন্তের ছোয়া লাগতে পারে ,হয়তো মন বলে উঠবে ফুল ফুটুক, না ফুটুক আজ বসন্ত। রাজনৈতিক সমর্থক নেতা কর্মী দের জন্যে আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। যায় শ্রী মহাকাল বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : পুরাতন যান বাহন এবং পুরাতন বান্ধব দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজ শুভ দিন। জমি বাড়ি এজেন্ট এর কাজ করেন যারা আজ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। কালো রঙের বস্ত্র বিশেষত ছাতা বা রেইনকোট বিক্রেতাদের জন্য আজ বোরো কোনো চুক্তি সম্পাদন হবে। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বিবাহিত জীবনে আনন্দ প্রাপ্তি। ভাগ্য আজ আয়নার সাথে দেবে। জয় শ্রী গনেশ বলুন আগেই চলুন।

কন্যা রাশি : আজ শনিবার। দেবী মায়ের কৃপা আছে। মন চাইবে বিশেষ বিষয় মতামত দিতে বা সমালোচনা করতে।আজ মনকে দমন করুন নইলে বাবদ বিতর্ক দ্বারা মনোনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে খুশি র বাতাবরণ। ছাত্র ছাত্রীদের আজ চেষ্টার দ্বারা সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। বুদ্ধির দ্বারা ও সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। দূর ভ্রমণ, জল ভ্রমণ ক্ষতির আশঙ্কা। যানবাহন এবং চতুস্পদ জন্তু থেকে সতর্ক থাকুন। ধৈর্য ধরুন। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন আগেই চলুন।

তুলা রাশি : অন্যকে আঘাত দিলে ঈশ্বরের কৃপা পাবেন কি ভাবে ? মায়েদের মাতৃ অঙ্গে ব্যাধি বা নিম্ন তলপেটে ব্যাথা অনুভূত হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ভালো। সম্পত্তি, বাড়ি জমি নিয়ে ছোট কোনো বিবাদ বোরো আকার নিতে পারে। কালো রঙের পোশাক ব্যবহার করবেওনা না। আজ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে ক্যানসেল করলে শুভ ।দূর্গা নাম জপ করুন বাড়ি থেকে বেরোন।

বৃশ্চিক রাশি : পুরাতন বান্ধব দ্বারা পরিবারে সম্মান প্রাপ্তির দিন। নতুন কিছু কেনাকাটা করে আনন্দ লাভ করতে পারেন। ঔষধ বা কেমিকাল ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছোট ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি। হটাৎ করে কোনো স্বজন বান্ধবের দ্বারা নিমন্ত্রণ পাবেন। যে কাজটা বাধা পড়েছিল আজ তা জট খুলবে। মতামত জানান যুক্তি দিয়া নইলে অযুক্তিক ভাবে বাক্য বলতে ঘটনাটা হালকা হয়ে যাবে। গৃহ বধূকে নতুন কিছু কিনে দিন। সন্তান হয়তো আপনাকে কিছু উপহার দিতে পারে।মন্ত্র শ্রী কৃষ্ণ।

ধনু রাশি : শ্বশুর বাড়ি র সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখলে যে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন তাতে কৃতকার্য হবেন। সম্পত্তি কেনার কারণে বা নতুন যানবাহন নেওয়ার জন্য সিধান্ত নিতে পারেন। আজ অর্থ প্রাপ্তি হবে। অন্যের মতামতকেও গুরুত্ব দিলে আজ শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কৃষ্ণ বর্ণের প্রতিবেশী দ্বারা কোনো সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। আজ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জন্য সুখ বর। মন্ত্র শ্রী মহাকাল।

মকর রাশি : বান্ধবে র সহযোগে, যে সমস্যায় ছিলেন সেখান থেকে আজ বেরিয়ে আস্তে পারবেন। বিবাহিত স্ত্রী বা বান্ধবী বা পরিবারে কোনো মানুষের দ্বারা আজ সমস্যার জোট খুলবে। যেখানে যাবেন মনে করেছেন সময়ের দশ মিনিট আগে পৌঁছন লাভ প্রাপ্তি হবে। লোহা বা স্টিল ব্যাবসায়ীদের নতুন কোনো চুক্তি আজ হয়ে পরবে। হাঁটুর ব্যাথায় কষ্ট পেলেও আজ শরীর ভালো ভালো থাকবে। জেক বিশ্বাস করে মনের কথা বলছেন সেই ব্যাক্তি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। জয় মা ভবতারিণী।মন্ত্র কালী মাতা।

কুম্ভ রাশি : আজ গ্রহ স্থিতি শুভ। আজ শ্বশুর বাড়িতে সম্মানিত হবেন। কিছু না কিছু শুভ সংবাদ পাবেন। যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রতিবেশী আপনার কথা শুনে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। যারা ফ্লাট এ থকেন পূর্ব মুখী বা উত্তর মুখী ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের থেকে বন্ধুত্ব পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ব্যাবসায়ীদের জন্য দিনটা অতীব শুভ। অথিতিদের! আপ্যায়ণ করে আজ সুনাম বৃদ্ধি করতে পারবেন।মন্ত্র আদ্যা স্তোত্র।

মীন রাশি : দেবী দুর্গার ওপর ভরসা রাখলে আজ শুভ দিন। মনের কাজটা বাধা পড়বে না মনে মনে যাকে চান তিনি হৃদয়ের হাতটা বাড়িয়ে দেবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। যারা চাকরির আবেদন করছেন তাদের শুভ হবে। কিছু কেনাকাটা করলে আজ করুন দিনটা শুভ। অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ জাতক বা জাতিকাদের সরকারে তরফ থেকে কোনো শুভ অর্থকরী সংবাদ আসতে পারে। নার্ভের রোগ যাদের আছে আজ চিকিৎসকের দ্বারা শুভ হবে। জয় তারা।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম -পদবী

গত 29/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13321 নং এফিডেভিট বলে Hemanta Mukherjee S/o. Tarak Chandra Mukherjee ও Hemanta Mukhopadhyay S/o. T. Ch. Mukhopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 26/09/23 নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে 85 নং এফিডেভিট বলে Uday Chandra Halder ও Uday Halder S/o. Gopal Halder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 05/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15444 নং এফিডেভিট বলে আমি Abdul Safik ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sekh Manjur Haque ও Sk. Manjur সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী

গত 05/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15443 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Sahar Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk. Abdul Kashem Ali ও Sk. Abdul Kashem সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী

গত 05/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15442 নং এফিডেভিট বলে Pallab Mukherjee S/o. Sakti Pada Mukherjee ও Pallab Mukhopadhyay S/o. S. P. Mukhopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 04/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15382 নং এফিডেভিট বলে Satyabrata Mukherjee S/o. Profulla Kumar Mukherjee ও Satyabrata Mukhopadhyay S/o. P. K. Mukhopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 05/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15440 নং এফিডেভিট বলে আমি Surajit Roy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bimal Chandra Roy ও Bimal Kr. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী

গত 04/10/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 62 নং এফিডেভিট বলে Uttam Kumar Ghosh S/o. Sailendra Nath Ghosh ও Uttam Kr. Ghosh S/o. Lt. S. N. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 29/09/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 54 নং এফিডেভিট বলে আমরা Shyamal Majumder & Jaydeb Majumder S/o. Late Jubaraj Majumder ঘোষণা করিয়াছি যে, আমাদের Grandmother & Grandfather namely Khiroda Ghosh W/o. Late Nityananda Ghosh তাহাদের নামের সাথে পদবী Ghosh ব্যবহার করতেন। যাহা তাহাদের L.R. Porcha তে নথিভুক্ত আছে। কিন্তু বর্তমানে আমরা নামের সাথে Majumder ব্যবহার করি যাহা আমাদের সকল ডকুমেন্টস-এ লেখা আছে।

নাম -পদবী

গত 04/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15383 নং এফিডেভিট বলে Ajit Dhara S/o. Rakhal Dhara ও Ajit Kr Dhara S/o. R. Dhara সাং রুদ্রানী, ধনিয়াখালী, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 26/09/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14896 নং এফিডেভিট বলে Sk Azizur Rahaman ও Sekh Ajijur Rahaman S/o. Sk. Habibur Rahaman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

CHANGE OF NAME

I, **Sri MRINAL KANTI SAHA** S/O Late Nakul Chandra Saha residing at 7/3 G.C.Road, Netaji Udyan, P.O. Patulia, P.S. Rahara, Kolkata-700119, hereby declare that **MRINAL KANTI SAHA and MRINAL SAHA** is the same and one identical person through an affidavit notary court Barrackpore on **03.10.2023.**

E-Tender

E- Tenders are invited by The Prodhan, Chhitka Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill & P.O- Chhitkadaspara, Nadia. NIT No - ET- 07/15th FC (TIED)/ CHH/2023-24 & ET-08/ 15th FC (UNTIED)/ CHH/ 2023-24, Last date of submission- **15.10.2023 up to 11a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Chhitka Gram Panchayat.

SITUATION VACANT

PROVADEVI B.ED COLLEGE
BARNIA, NADIA, 741156
Interview

For B.ED Faculty of PROVADEVI B.ED COLLEGE, Barnia, Nadia,741156 Reqd for Assistant professor in pedagogy of school subject (Physical Science)-1, Assistant professor in pedagogy of school subject Life Science-1, Assistant professor in pedagogy of school subject Mathematics-1, Assistant professor in pedagogy of school subject Sanskrit-1, Assistant professor in pedagogy of school subject Geography-1, Assistant professor in Fine Arts-1. Qualification as per NCTE latest Rule & Regulation, State govt, & BSAEU (WBUTTEPA) norms. Send C.V with contact no & Photo within 7 Days to **Email- provadevibedcollege@gmail**.com. In connection to our previous

Advertisement dated- 28/09/2023.

SITUATION VACANT

JATINDRA MOHAN COLLEGE OF EDUCATION, VILL- ARABPUR, P.O-HARIPUR, P.S- HOGALBARIA, DIST- NADIA, PIN-741122, WB
Interview

For B.ED Faculty of JATINDRA MOHAN COLLEGE OF EDUCATION, VILL- ARABPUR, P.O-HARIPUR, P.S- HOGALBARIA, DIST- NADIA, PIN-741122, WB. Reqd for Assistant professor in pedagogy of Life Science-1, Assistant professor in pedagogy of Geography-1, Assistant professor in Fine Arts-1, Assistant professor in Physical Education-1, Assistant professor in Performing Arts-1, Liberian-1. Qualification as per NCTE latest Rule & Regulation, State govt, & BSAEU (WBUTTEPA)norms. Send C.V with contact no & Photo within 7 Days to **Email- soumitra.jmc@gmail.com, Contact No-779717242, 7602684625. In connection to our previous Advertisement dated- 20/09/2023.**

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জন সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী কল্যান চৌধুরী, পিতা- স্বর্গীয় বীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, সাং-৬, সুর্বন হাসপাতাল রোড, ভবানীপুর, কোলকাতা- ৭০০০২০ পূর্বতন সাং- ভান্ডারহাটি, ধনিয়াখালী হুগলী, এর নিজস্ব মালিকানাধীন স্বত্বদখলী জেলা-হুগলী, থানা-ধনিয়াখালীর অন্তর্ভুক্ত মৌজা- ভান্ডারহাটি, জে. এল নং ৮০, হাল খতিয়ান ৫০০৮ ভুক্ত ১) সাবেক দাগ ২৩২২, হাল দাগ ২৮৩৭, শ্রেনী- শালি, পরিমান ২৫ শতক, ২) সাবেক দাগ ২২৯৩, ২৪০৪ হাল দাগ ২৮২১, শ্রেনী- শালি, পরিমান ৫৬ শতক, ৩) সাবেক দাগ ২৬৫৯, হাল দাগ ৩২০৩, শ্রেনী- শালি, পরিমান ১০ শতক এবং মৌজা- দূর্গাপ্রসাদ, জে. এল নং ৮১, হাল খতিয়ান ৩৭৮ ভুক্ত সাবেক দাগ ৪৮৩/১৪১১, হাল দাগ ৬০৫, শ্রেনী - বাঁশবাগান, পরিমান ১৭ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিবার নিমিত্তে সেখ আব্দুল জব্বার, দেবাশীষ ঘোষাল দীগর সহিত বায়নানামা চুক্তিপত্রের আবদ্ধ হইয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির অন্যান্য অংশিদার কিম্বা দাবিদারের কোনরূপ উক্ত প্রস্থাবিত হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কোনরূপ ওজর আপত্তি দাবী থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তী প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে আমার সহিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহোযোগে সাক্ষাত করুন, নচেৎ পরবর্তীকালে কোন অংশীদারের কোনরূপ দাবী গ্রাহ্য হইবে না।

বিনীত-
মহঃ রাজীব
এ্যাডভোকেট,
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী
মোঃ ৯৮৩১৬০৭৫১১
০৬/১০/২০২৩

পায়ে চোট মুখ্যমন্ত্রীর

চিকিৎসকের পরামর্শে বাড়িতেই বসবে আগামী মন্ত্রিসভার বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: পায়ে চোট পেয়ে চিকিৎসকের নির্দেশে এখন গৃহবন্দি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আপাতত বাড়ি থেকেই কাজ করছেন তিনি। তাঁর চলাচলে বিধিনিষেধ থাকায় এবার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতেই বসবে আগামী মন্ত্রিসভার বৈঠক। নবান্নের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এমনটাই জানানো হয়েছে। সূত্রের খবর, নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এবারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে গুরুত্বপূর্ন আলোচনা হতে পারে। যে কারণেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, মন্ত্রিসভার প্রত্যেক সদস্যকে ইতিমিধ্যেই বৈঠকের কথা জানানো হয়েছে। সেই মতো প্রত্যেককে বৈঠক উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় পায়ে চোট পেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। জানা গিয়েছে, তারপর স্পেন সফরে গিয়েও পায়ে চোট পান মুখ্যমন্ত্রী। বিদেশ সফরে গিয়ে ব্যাস্ততার কারণে পায়ের চিকিৎসা করাননি মুখ্যমন্ত্রী। পরে কলকাতায় ফিরে এসএসকেএম হাসপাতালে পায়ের চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলেন তিনি। তার পর থেকেই চিকিৎসকদের পরামর্শে বাড়িতেই রয়েছেন তিনি। বাড়ি থেকেই ভার্চুয়ালি সমস্ত কাজকর্ম করছেন। সেই মতো বাড়িতেই এবার মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী বৃহস্পতিবার ১২ অক্টোবর রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক তার বাড়িতেই হবে। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে তার রেসিডেন্সিয়াল অফিস রয়েছে। তাই সেখানেই প্রয়োজনের মন্ত্রিসভার বৈঠক হতেই পারে বলে প্রশাসনের এক শীর্ষ কর্তা জানিয়েছেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত পাহাড়ের পরিস্থিতি

অনিত থাপার সঙ্গে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত পাহাড়ের পরিস্থিতি নিয়ে জিটিএ প্রধান অনিত থাপার সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন নবান্নে সকাল ১১টা নাগাদ থেকে মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠক করেন জিটিএ প্রধান। তখনই মুখ্যসচিবের ফোনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা জিটিএ প্রধানের। প্রাকৃতিক দুর্যোগে পাহাড়ের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে আলোচনা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। রাজ্য সরকারের তরফে কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কালিম্পং-সহ পাহাড়ের, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগকে তার পর্যালোচনা করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী এদিন টেলিফোন মারফত জিটিএ প্রধানকে আশ্বস্ত করেছেন।

সূত্রের খবর, পাহাড়ের পরিস্থিতি দিয়ে উদ্বিগ্ন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পাহাড়ে বিশেষ দল পাঠানো হতে পারে। এদিন অনিত থাপা প্রশ্ন তোলেন, 'সিকিমকে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিলেও কালিম্পংকে কেন টাকা দেওয়া হবে না? আমরা তো ভারতের মধ্যেই। আমাদের এখান থেকেও বিজেপির সংসদ রয়েছে। তবুও আমাদের কেন টাকা দেবে না কেন্দ্র?'

প্রসঙ্গত, তিস্তার ভয়াল গ্রাসে অন্তত ৩০০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কালিম্পং জেলায়। প্রাথমিকভাবে এমনই রিপোর্ট এসছে। বিডিওরা জেলার সব প্রান্ত পরিদর্শন করে এলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পরিষ্কার হবে। বাংলা-সিকিম লাইফ লাইন ১০ নং জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গা ধসের কবলে। তার হাল ফেরাতে অন্তত ১০ দিন সময় লাগবে। পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়রদের সঙ্গে কথাও হয়েছে বলে জানালেন কালিম্পংয়ের জেলাশাসক বালাসুব্রমনিয়ম টি।

অন্যদিকে, তিস্তায় ফের বিপর্যয়ের আশঙ্কা। সিকিম পাহাড়ে নতুন করে দুর্যোগের কারণে ভাসতে পারে সমতল। সতর্কবার্তা পেয়ে জলপাইগুড়ির তিস্তা পাড়ে মাইকিং করে প্রচার প্রশাসনের। খুলে দেওয়া হয়েছে ফ্লাড শেল্টার। বাসিন্দাদের নিরাপদ জায়গায় সরে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দুর্গাপুজোর নতুন কালেকশন নিয়ে প্রস্তুত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স। গয়নার নতুন ডিজাইন প্রকাশ্যে আনলেন ডিরেক্টর রূপক সাহা ও অর্পিতা সাহা।
ছবি-অদিতি সাহা

বুধবার বৃহত্তর কলকাতা আঞ্চলিক অফিসের অধীনে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া হাবরা শাখা হাবরার বিবেকানন্দ বৃদ্ধাশ্রমে সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ইউনিয়ন অফিস দখল ঘিরে ফের উত্তেজনা শ্যামনগর এক্সাইড ব্যাটারি কারখানায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূল সমর্থিত শ্যামনগর এক্সাইড পার্মানেন্ট মজদুর মোর্চা ইউনিয়নের অফিস দখল ঘিরে শুক্রবার বেলায় ফের উত্তেজনা ছড়ালো শ্যামনগর এক্সাইড ব্যাটারি কারখানায়। এদিন বেলায় র‍্যাফ-সহ জগদ্দল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী কারখানার ভেতরে ঢুকে বন্ধ থাকা উক্ত ইউনিয়ন অফিসের তালা ভেঙে দেয় বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, পুলিশকে কাজে লাগিয়ে কর্তৃপক্ষ এক্সাইড পার্মানেন্ট মজদুর মোর্চা ইউনিয়নের অফিস দখল নিয়েছে। ইউনিয়ন অফিসের তালা ভেঙে দখল নেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে কারখানা গেটে বিক্ষোভ দেখায় মজদুর মোর্চার সদস্যরা। এক্সাইড পার্মানেন্ট মজদুর মোর্চা ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি সঞ্জয় সিংয়ের দাবি, অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ, ২০ শতাংশ পুজোর বোনাস, অস্থায়ী শ্রমিকদের মাসে ২৬ দিন কাজ-সহ পাঁচ দফা দাবিতে কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে ইউনিয়নের তরফে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে। দাবি-দাওয়া আদায়ে তারা কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন। তাই কর্তৃপক্ষ এদিন পুলিশকে কাজে লাগিয়ে তাদের ইউনিয়ন অফিস দখল করে নিয়েছে। সঞ্জয় বাবু জানান, গত ১২ সেপ্টেম্বর পুলিশকে দিয়ে বলপূর্বক ইউনিয়ন অফিসের দখল নিয়েছিল কারখানা কর্তৃপক্ষ। এর প্রতিবাদে তারা উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। আদালতের নির্দেশ মতো ফের তারা অফিস খুলেছিলেন। কিন্তু আদালতের নির্দেশ অমান্য করে পুলিশকে কাজে লাগিয়ে এদিন ফের তাদের ইউনিয়ন অফিস দখল করেছে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ সঞ্জয় সিংয়ের।

যাদের বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে ধরনা-অনশন চলছে, তারাই আবার দিল্লিতে ধরনায় যাচ্ছেন : দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: যাদের বিরুদ্ধে গোটা রাজ্য জুড়ে ধরনা-অনশন ও বিক্ষোভ চলছে। তারাই আবার দিল্লিতে ধরনায় যাচ্ছেন। শুক্রবার সন্ধেয় কামারহাটির রথতলায় জনসংযোগ যাত্রায় যোগ দিয়ে এভাবেই শাসকদল তৃণমূলকে কটাক্ষ করলেন সাংসদ তথা বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা দিলীপ ঘোষ। এদিন তিনি বলেন, পশ্চিমবাংলায় আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছুই নেই। এখানে তৃণমূলের আইন চলে। আর বিরোধীদের জন্য এখানে আলাদা আইন। দিলীপ ঘোষের কথায়, বিরোধীদের এখানে মিটিং মিছিল করতে দেওয়া হয় না। মিটিং-মিছিলের জন্য তাদের আদালতে যেতে হয়। রাস্তায় নামলেই পুলিশ বিরোধীদের গ্রেপ্তার করে। ইডির তদন্তে গতি নিয়ে দিলীপ ঘোষের প্রতিক্রিয়া, দুর্নীতির তদন্তে ইডিকে আরও বেশি সক্রিয় হওয়া উচিত। কারণ, এখানে পুলিশের ওপর মানুষের ভরসা নেই। তাই ইডি-সিবিআই দুর্নীতি মুক্ত করার চেষ্টা করছে। দিলীপ ঘোষের সংযোজন, দুর্নীতিতে যুক্তদের আদালত নিশ্চয়ই সাজা দেবে। অনেকেই জেলে আছেন। আবার অনেকেই জামিনে মুক্ত আছেন। তবে পুজোর আগে কিংবা পরে বাকিরাও জেলে যাবেন।

ব্লু-লাইনে পুজোয় বিশেষ পরিষেবা দিচ্ছে কলকাতা মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিগত বছরের মতো এ বছরও মেট্রো রেল উত্তর-দক্ষিণ মেট্রোয় রাতভর পরিষেবা চালু করতে চলেছে, যাতে কলকাতা ও তার আশেপাশের বিখ্যাত দুর্গাপুজোগুলি সকলে দেখতে পারেন। মেট্রো যাত্রীদের সুবিধার জন্য পঞ্চমী অর্থাৎ ১৯ অক্টোবর এবং ষষ্ঠী ২০ অক্টোবর সকাল ৬টা ৫০ মিনিট থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত আপ এবং ডাউনে ১৪৪টি করে মোট ২৮৮ টি মেট্রো চালাবে বলে জানিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, দিনের ব্যস্ত সময়ে মেট্রো পরিষেবা মিলবে ৫-৬ মিনিটের ব্যবধানে।

প্রথম সার্ভিস

কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর-সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে।

দমদম থেকে কবি সুভাষ-সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে।

দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর-সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে।

দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ- সকাল ৭টায়।

শেষ সার্ভিস

দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ- রাত ১০টা ৩৮ মিনিটে।

কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর-রাত ১০টা ৪০ মিনিটে।

দমদম থেকে কবি সুভাষ- রাত ১০টা ৫০ মিনিটে।

কবি সুভাষ থেকে দমদম-রাত ১০ টা ৫০ মিনিটে।

সপ্তমী, অষ্টমী আর নবমীতে-

মেট্রো যাত্রীদের সুবিধার জন্য সপ্তমী অর্থাৎ ২১ অক্টোবর, অষ্টমী অর্থাৎ ২২ অক্টোবর এবং নবমী অর্থাৎ ২৩ অক্টোবর ২৪৮টি পরিষেবা যার মধ্যে ১২৪ টি আপে এবং ১২৪ টি ডাউনে চলবে। এই পরিষেবা শুরু হবে বেলা ১২টা ৫৫ মিনিট থেকে চলবে পরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত। ব্যস্ত সময়ে মেট্রো মিলবে ৬-৭ মিনিট অন্তর।

প্রথম সার্ভিস

দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর-দুপুর ১২টা ৫৫ মিনিটে।

দমদম থেকে কবি সুভাষ , বেলা ১টায়।

কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর- বেলা ১টায়।

দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ-বেলা ১টায়।

মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর- বেলা ১টায়।

গীতাঞ্জলি থেকে দমদম-বেলা ১টায়।

শ্যামবাজার থেকে কবি সুভাষ- বেলা ১টায়।

শেষ সার্ভিস

দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ-ভোর ৩টে ৪৮ মিনিটে।

কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর- ভোর ৩টে ৪৮ মিনিটে।

দমদম থেকে কবি সুভাষ -ভোর ৪টেয়।

কবি সুভাষ থেকে দমদম- ভোর ৪টেয়।

দশমীতে

দশমীতে অর্থাৎ ২৪ অক্টোবর ১৩২টি মেট্রো চালানো হবে। যার মধ্যে ৬৬টি আপে এবং ৬৬টি ডাউনে চলবে। বেলা ১টার থেকে এই পরিষেবা শুরু হয়ে চলবে রাত ১১টা পর্যন্ত। তবে ব্যস্ত সময়ে ৭ মিনিট অন্তর মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে।

প্রথম সার্ভিস

দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর- বেলা ১টায়।

দমদম থেকে কবি সুভাষ- বেলা ১টায়।

কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর-বেলা ১টায়।

দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ- বেলা ১টায়।

শেষ সার্ভিস

দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ- রাত ৯ টা ৪৮ মিনিটে।

কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর রাত ৯টা ৫০ মিনিটে।

দমদম থেকে কবি সুভাষ রাত ১০ টায়।

কবি সুভাষ থেকে দমদম রাত ১০টায়।

একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশীতে

একাদশী অর্থাৎ ২৫ অক্টোবর, দ্বাদশী অর্থাৎ ২৬ অক্টোবর এবং ত্রয়োদশী অর্থাৎ ২৭ অক্টোব মেট্রো যাত্রীদের সুবিধার জন্য ২৩৪টি মেট্রো চালানো হবে। যার মধ্যে ১১৭ টি চলবে আপে এবং ১১৭টি চলবে ডাউনে।পরিষেবা শুরু হবে সকাল ৬টা ৫০ থেকে চলবে রাত ১০টা ৩৫ পর্যন্ত। ব্যস্ত সময়ে ৭ মিনিট অন্তর মিলবে মেট্রো।

প্রথম সার্ভিস

কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর-সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে।

দমদম থেকে কবি সুভাষ-সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে।

দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর- সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে।

দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ- সকাল ৭টায়।

শেষ সার্ভিস

দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ -রাত ৯টা ২৮ মিনিটে।

কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর-রাত ৯টা ৩০ মিনিটে।

দমদম থেকে কবি সুভাষ- রাত ৯টা ৪০ মিনিটে।

কবি সুভাষ থেকে দমদম- রাত ৯টা ৪০ মিনিটে।

এরপর ২৯ অক্টোবর থেকে স্বাভাবিক পরিষেবা পাওয়া যাবে।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ৭ অক্টোবর ১৮ আশ্বিন, ১৪৩০, শনিবার

শ্রীভূমির পুজোয় যান নিয়ন্ত্রণে এবার বড়সড় সিদ্ধান্ত পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা : ২০২১-এ বুর্জ খলিফা করে 'লেজে গোবরে' অবস্থা হয়ছিলেন শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের। ভিড়ের চাপে শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে হয়েছিল মণ্ডপে দর্শনার্থীদের প্রবেশ। ব্যাহত হয়েছিল যানচলাচল। যানজটের জেরে অনেকে প্লেন, ট্রেন ধরতে পারেননি। '২২-এ যেন সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তা নিয়ে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুকে সতর্ক করে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গতবছর মহালয়ার আগে থেকেই কলকাতায় কিছু বড় পুজো শুরু হয়। শ্রীভূমির পুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। পুজো মণ্ডপের থিম ছিল ভ্যাটিকান সিটি। উদ্বোধন হলেও তখনই পুজো মণ্ডপে দর্শনার্থীদের প্রবেশের অনুমতি ছিল না। মণ্ডপ খুলে দেওয়া হয় তৃতীয়া থেকে। গত ২২ অগস্ট নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বাংলার দুর্গাপুজোর কমিটিগুলোর সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সবচেয়ে দুষ্টুমি করে সুজিত বোস। এমনভাবে আয়োজন করে এয়ারপোর্ট থেকে লোক আসতে পারে না। পুলিশকে বলব এয়ারপোর্ট যাতে ডিসটার্ব না হয়। তুমি একটু দেখে করবে। তুমি ফায়ার ব্রিগেড মিনিস্টার, তোমাকেও একটু মাথায় রাখতে হবে। এলাকা সাজিয়েছোও ভালো, কিন্তু দেখে নিতে হবে ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম যাতে চলে।' মজার ছলে তাঁর বক্তব্য রাখার পরে খানিক ধমকের সুরে মুখ্যমন্ত্রী জোড়েন, 'ট্রান্সপোর্ট ব্লক হলে আমি তোমাকে ব্লক করব।'

শ্রীভূমির পুজোর দর্শকদের ভিড়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ভিআইপি রোড। যার প্রভাব পড়ে উলটোডাঙা, চিংড়িঘাটা মোড় থেকে শুরু করে ইএম বাইপাসে। এই পুজোর কারণে যানজট সামলাতে নয়া সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা পুলিশ। শ্রীভূমির পুজো খাতায়কলমে বিধাননগর কমিশনারেটের আওতায়। তাই উত্তরের এই পুজোর কারণে যানজট সামলাতে ফি বছর চাপে পড়ে কলকাতা পুলিশও। এ বার যাতে তেমন পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে চাইছে লালবাজার। সূত্রের খবর, সে কারণে বিধাননগর পুলিশের সঙ্গে সম্প্রতি বৈঠক করেছেন কলকাতা পুলিশের কর্তারা। ঠিক হয়েছে, ভিআইপি রোডে দর্শকদের দাঁড়াতে দেওয়া হবে না। পথচারীদের রাস্তা পেরোতে হবে সাবওয়ে দিয়ে। প্যান্ডেলে দর্শকদের প্রবেশের জন্য প্রতি বছরই অনেকটা আগে থেকে ব্যবহার করা হয় সার্ভিস রোড। তারপরেও অনেক পথচারী বড় রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। যার প্রভাব পড়ে গাড়ি চলাচলে।

এবার তাই মণ্ডপ যাওয়ার পথ টিনের ব্যারিকেডে ঘেরা হবে বলে ঠিক হয়েছে। পাশাপাশি থাকবেন পর্যাপ্ত পুলিশকর্মী। সার্ভিস রোডের বাইরে যাতে দর্শকরা যেতে না পারেন, তা নিশ্চিত করবেন এঁরা। উলটোডাঙা থেকে বিমানবন্দরগামী গাড়িগুলিকে চিংড়িঘাটা থেকে নিউ টাউন হয়ে ঘোরানো হবে বলেও ঠিক হয়েছে। আবার, এয়ারপোর্ট থেকে কলকাতামুখী গাড়িগুলিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে নিউটাউন হয়ে। ভিআইপি রোডের ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণে উপস্থিত থাকবেন দু'জন ডেপুটি কমিশনার, চার জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার-সহ পর্যাপ্ত পুলিশ কর্মী। বিধাননগর কমিশনারেটের সদর দপ্তরে বসে সিসিটিভিতে পরিস্থিতির উপর নজর রাখবেন শীর্ষকর্তারা।

বিহার পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার কলকাতা পুলিশের এসটিএফের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় নাশকতার ছক ভেস্তে দিল কলকাতা পুলিশের এসটিএফ। বিহারে এক আসবাবপত্রের দোকানের আড়ালে বেআইনি অস্ত্র তৈরির কারখানার হদিশ পায় কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স। এরপরই বিহারের বোধগয়া এলাকায় 'বাবা ফার্নিচার' নামে দোকানে বৃহস্পতিবার হানা দেন স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্সের আধিকারিকরা। বিহার এসটিএফের সঙ্গে এক যৌথ অভিযানে বৃহস্পতিবার কলকাতা পুলিশের এসটিএফ উদ্ধার করে প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র, লোহার রড এবং আরও বেশ কিছু যন্ত্রপাতি। জানা যাচ্ছে, দোকানের মালিক মুকেশ কুমার পলাতক। তার খোঁজ চালাচ্ছে তদন্তকারী অফিসাররা।

কলকাতা পুলিশের এসটিএফ সূত্রে খবর, আধিকারিকরা সন্দেহ করছেন কলকাতায় নাশকতার ছক কষছিল দুষ্কৃতীরা। আসবাবের দোকানের আড়ালে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্রের কারখানা চালানো মুকেশকে এখনও ধরা না গেলেও ঘটনাস্থল থেকে দু'জনকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ। ধৃতদের নাম আনোয়ার খান ওরফে বিট্টু এবং বীরু কুমার। ধৃতদের বাড়ি বিহারের মুঙ্গের জেলার কাশিমবাজার থানা এলাকায়। ধৃত দু'জনেই বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কাজে সিদ্ধহস্ত। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করা হয়। এরপরই বৃহস্পতিবার অভিযুক্তদের বিহারের গয়ায় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পেশ করা হয়।

পাশাপাশি এসটিএফ-এর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ধৃতদের জেরা করে এই বেআইনি অস্ত্র কারবারের সঙ্গে আরও কারা কারা জড়িত রয়েছে, সেই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। বেআইনি অস্ত্র কোথায় কোথায় পাঠানো হত, সেই সব দিকগুলিও খতিয়ে দেখছেন কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স ও বিহার এসটিএফের তদন্তকারী অফিসাররা।

কদিন ধরে বৃষ্টির জন্য কুমোরটুলিতে গ্যাসবাতি জ্বালিয়ে ঠাকুর শুকানোর কাজ চলছে।

১০ তারিখে ইডি দপ্তরে হাজিরা দিতে হবে না অভিষেককে

জমা দিতে হবে সব নথি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১০ তারিখ ইডি দপ্তরের সশরীরে হাজিরা দিতে হচ্ছে না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তবে তাঁর কাছে যে নথি তলব করা হয়েছে, তা তাঁকে ওই দিনই জমা দিতে হবে। নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় শুক্রবার এমনটাই জানাল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। হাইকোর্ট এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আগামী ৩১ তারিখের মধ্যেই এই গোটা তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। এরই পাশাপাশি এই মামলায় ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, নিয়োগ দুর্নীতিতে টাকার লেনদেন সামনে আসা উচিত। একইসঙ্গে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করা এবং দুর্নীতিগ্রস্তদের সাজা হওয়া উচিত বলে মনে করে আদালত।

আদালত সূত্রে খবর, এখানে মামলাকারীকে সাক্ষী হিসেবে তলব করা হয়েছে। যেহেতু তদন্ত চলছে সেই কারণেই এই তথ্য প্রয়োজনীয়। আর্থিক লেনদেন কীভাবে হয়েছে, সেই তথ্যও সামনে আসা উচিত বলে মনে করছে আদালত। শুক্রবারের শুনানিতে বিচারপতি এও জানান, সত্যি সামনে এলে মূল চক্রী উঠে আসবে। আর সত্যি সামনে আনার জন্য স্বচ্ছ ও দ্রুত তদন্তের প্রয়োজন। একইসঙ্গে এদিনের মামলার শুনানিতে উল্লেখ করা হয়, ওই কোম্পানিতে দু'বছর ডিরেক্টর ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমানে অভিষেক ওই কোম্পানির সিইও। সঙ্গে সাংসদ। এদিকে ওই কোম্পানির চিফ অপারেটিং অফিসার সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের কাছ থেকে প্রচুর টাকা উদ্ধার হয়েছে। তিনি এখন জেল হেপাজতে রয়েছেন। মামলাকারী তথ্য এবং নথি প্রকাশ করলে তাতে অসুবিধার কিছু নেই।

এই প্রসঙ্গেই ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ , ১০ তারিখ মামলাকারী যে নথি জমা দেবে, তাতে ভালো করে খতিয়ে দেখবেন তদন্তকারীরা। এরপর প্রয়োজন পড়লে মামলাকারীকে সমন পাঠাতে পারে ইডি। তবে সেক্ষেত্রে তাঁকে ৪৮ ঘণ্টা আগে নোটিস পাঠাতে হবে। বিচারপতির বক্তব্য, ১৯ মাস ধরে এই তদন্ত চলছে। তদন্ত আরও বিলম্বিত হলে কারও জন্য তা সুখকর নয়।

পাশাপাশি এদিন একক বেঞ্চকেও সতর্ক করে ডিভিশন বেঞ্চ। স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে, তদন্ত চলার সময়ে আগাম কোনও মন্তব্য নয়। ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, কোনও মামলা চলাকালীন যদি মামলাকারীকে নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়, তাহলে তদন্তপ্রক্রিয়া বিঘ্নিত হতে পারে। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, আদালতের উচিত স্বচ্ছ, দ্রুত, নিরপেক্ষ এবং নির্ধারিত সময়ে যাতে তদন্ত শেষ হয়, তা নিশ্চিত করা। এটা মনে রাখতে হবে, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে করা মন্তব্য মামলার বিচারের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। চেষ্টা করা উচিত, তদন্ত থেকে কী বেরিয়ে এল তা আদালতের দেখা। তবে এই মামলায় তাৎক্ষণিকভাবে সিঙ্গল বেঞ্চ নিজের এক্তিয়ার লঙ্ঘন করেনি বলেও ডিভিশন বেঞ্চ এদিনের শুনানিতে উল্লেখ করে।

ইডি-র তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, যে সব তথ্য চাওয়া হয়েছে সেগুলি প্রয়োজনীয়। ইডির মতো হাইপ্রোফাইল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এই সব তথ্য অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। যিনি তদন্তকারী আধিকারিক বা যাঁরা এই তদন্তে জড়িয়ে রয়েছেন তাঁরা যথেষ্ট দক্ষ হবেন বলেই মনে করে আদালত। ফলে মামলাকারীর কাছ থেকে যে সব তথ্য চাওয়া হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহল থাকবেন। যদি প্রয়োজনীয় তথ্য জোগাড় করতে ব্যর্থ হয় ইডি তাহলে সেটা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার পক্ষে ভাবমূর্তি সাধারণ মানুষের কাছে নষ্ট হতে পারে। এই প্রসঙ্গেই বিচারপতি ইডিকে উদ্দেশ্য করে জানান, 'আমরা আশা করব তদন্ত সঠিক পথে এগোবে। একই সঙ্গে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করবে ইডি।'

বেহাল খড়দা কবরস্থান সংস্কারে উদ্যোগী সাংসদ অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সংস্কারের অভাবে বহুদিন ধরে বেহাল দশায় পরিণত টিটাগড় পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত 'খড়দা কবরস্থান'। বিষয়টি ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিংয়ের নজরে আনেন খড়দা বড় মসজিদ কমিটির সভাপতি রাজু খান। কবরস্থান সংস্কারের জন্য সাংসদ তহবিলের ৫০ লক্ষ টাকা তিনি বরাদ্দ করেন। শুক্রবার সেই বেহাল কবরস্থান সংস্কারের কাজ শুরুর সূচনা করলেন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন সাংসদ বলেন, বহুদিন ধরেই কবরস্থানটির কোনও উন্নয়ন হয়নি। কবরস্থানের ভেতরে জল জমে যায়। কবরস্থান সংস্কারের জন্য তিনি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। তিনি আরও জানান, লাইব্রেরি-সহ বড় মসজিদের পাশে একটি মাদ্রাসা করার প্রস্তাব দিয়েছে মসজিদ কমিটি। আগামীদিনে সেই প্রস্তাবও তিনি বাস্তবায়িত করবেন। অপরদিকে খড়দা বড় মসজিদ কমিটির সভাপতি রাজু খান বলেন, কবরস্থানে রাস্তা নেই। জলনিকাশির ব্যবস্থা নেই। পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই। সাংসদের প্রদেয় অর্থ দিয়ে কবরস্থানটিকে সাজিয়ে তোলা হবে। এদিন হাজির ছিলেন টিটাগড় পুরসভার উপ-পুরপ্রধান মহম্মদ জলিল, টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান প্রশান্ত চৌধুরী-সহ বিশিষ্টজনেরা।

প্রোমোটিংয়ের ধাক্কায় মা দুর্গাও ভিটে মাটি হারাবেন কি না প্রশ্ন বৃন্দাবন মাতৃ মন্দিরের

শুভাশিস বিশ্বাস

প্রোমোটিংয়ের ধাক্কায় ভিটে-মাটি হারিয়েছেন বা হারাচ্ছেন কলকাতা এবং শহরতলির বহু মানুষ। তবে এই প্রোমোটিং তার থাবা বিস্তার করে একেবারে মা দুর্গার ভিটে-মাটি উচ্ছেদে যে হাত ধুয়ে পড়বে তা বোধহয় স্বপ্নেও কেউ ভাবেননি। এই স্বপ্ন এবার বাস্তব রূপ নিয়েছে উত্তর কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিট অঞ্চলের বৃন্দাবন মাতৃমন্দিরের পুজোয়। খুব সত্যি বলতে অত্যন্ত ছোট্ট এক পরিসরে একটা সরু গলি ও সঙ্গে একটি গ্যারাজ, এইটুকু জায়গা নিয়েই গত ১১৩ বছর ধরে মানুষের মন জয় করেছে উত্তর কলকাতার 'বৃন্দাবন মাতৃ মন্দির'-এর পুজো। তবে এতে বাদ সাধল ১১৪ তম বর্ষে পা রাখতেই। এবার সেই গ্যারাজ ভেঙেই উঠছে আবাসন। এতদিন যে ২৬০০ থেকে ২৭০০ বর্গফুট জায়গাতে পুজো করতেন বৃন্দাবন মাতৃমন্দিরের পুজোর উদ্যোক্তারা, তা এবার প্রোমোটিংয়ের ধাক্কায় এসে দাঁড়াল একেবারে ১ হাজার বর্গফুটে। এ নিয়ে বিবাদ যে একেবারে হয়নি তা নয়। কিন্তু পুজো কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় কোনও ঝগড়াতে তারা যাবেন না। সঙ্গে এও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এই ভূমি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে না গিয়ে প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে এই ঘটনাকেই তুলে ধরা হবে ২০২৩-এর দুর্গাপুজোর থিমে। এমন পরিকল্পনা মাথায় রেখেই থিমশিল্পী ইন্দ্রজিৎ রায় বালি-সিমেন্টের বস্তায় সাজাচ্ছেন এবারের প্যান্ডেল। শুধু তাই নয়, যে গ্যারাজ ভেঙে তৈরি হচ্ছে বহুতল, সেটিকেও পুজো উদ্যোক্তারা রেখেছেন তাঁদের থিমের মধ্যেই। ফলে মণ্ডপে প্রবেশ করলেই দর্শনার্থীরাও সহজেই বুঝতে পারবেন কেন এই পুজো এত ছোটো আকার নিয়েছে। পাশাপাশি থিমের নামটিও রাখা হয়েছে বেশ জবরদস্ত। 'যতই উঠুক অট্টালিকা, সিমেন্ট জমুক মাটির বুকে, একফালি চাঁদ তাতেই এবার, উঠবে সেজে উমার ভিটে।' তবে 'উমার ভিটে' এই শধবন্ধের ওপর একটু বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। থিমের বার্তা, প্রোমোটিং দরকার, কিন্তু পুজো, ঐতিহ্য, সংস্কৃতিও প্রয়োজন। তবে এমন চলতে থাকলে কংক্রিটের এই শহরে ভবিষ্যতে উমার ঘরে ফেরার জায়গা তা ভবিষ্যতে থাকবে তো? এই প্রসঙ্গে একটা তথ্য এখানে দিয়ে রাখা শ্রেয়, প্রথমে ঠিক হয়েছিল, অন্য কোনও থিমে হবে এবারের পুজো। সেই মতো খানিকটা দূর পর্যন্ত কাজও এগিয়ে যায়। কিন্তু তারপর প্রোমোটিংয়ের এই সমস্যা মাথা তুলে দাঁড়ায়, তখনই পুজো কমিটির সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেন এই প্রোমোটিংয়ের এই আগ্রাসনকেই থিম করার।

এবারের বৃন্দাবন মাতৃমন্দিরের মাতৃপ্রতিমার ওপরেও ছাপ পড়ছে এই প্রোমোটিংয়ের। ২০১৩ পর্যন্ত পুজোতে যে থিমই হোক না কেন,

এই স্বল্প পরিসরে বড় ঠাকুর কোনওদিনই করতে পারেননি পুজো উদ্যোক্তারা। তবে তাও প্রতিমা প্রস্থে হত প্রায় ৮ ফুটের কাছাকাছি। স্থানাভাবে এবার সেই প্রস্থ এসে দাঁড়িয়েছে ৪ ফুটে। কোনও ভাবে যেন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করছেন মা দুর্গা। বাস্তবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে কোথাও যেন থিমের সঙ্গেও এক অদ্ভূত সাযুজ্য তৈরি হয়েছে প্রতিমা নির্মাণেও। প্রতিমার রূপদান করেছেন কৃশানু পাল। প্যান্ডেল এবং প্রতিমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তৈরি করা হচ্ছে এক অভিনব আবহও। যার দায়িত্বে রয়েছেন অভিরূপ বিশ্বাস। তন্ময় সাউন্ড রয়েছে এই শধব্রহ্ম সৃষ্টির দায়িত্বে। আলোকসজ্জায় অরূপ স্বরূপ। আলোর খুব কারসাজি কিছু দেখানোর মতো অর্থ থাকে না বৃন্দাবন মন্দিরের পুজো কর্মকর্তাদের হাতে। কারণ, এই পুজো তাঁরা সম্পন্ন করেন মাত্র ছ'লাখ টাকায়। সেখানে আলোর কারসাজি দেখানো একরকম বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্যান্ডেল সম্পর্কে পুজো উদ্যোক্তারা জানান, পুজো মণ্ডপে প্রবেশের সামনেই থাকছে একটা টিএমটি বার। তা দিয়েই তৈরি হয়েছে একটি ব্যাঙের ছাতা। আর এই ব্যাঙের ছাতা আদতে প্রোমোটিংয়ের নামে যে ভূমি আগ্রাসন চলছে তারই একটা প্রতীকী মাত্র। কারণ, এই প্রোমোটিংয়ের হাত ধরে ব্যাঙের ছাতার মতোই শহরের বুকে গজিয়ে উঠছে একের পর এক বহুতল। শতবর্ষ প্রাচীন এই পুজো মণ্ডপের পরিসর কমে যাওয়ায় মন খারাপ যে শুধু পুজো উদ্যোক্তাদের হচ্ছে তাই নয়, মন খারাপ স্থানীয়দেরও। আর এই মন খারাপ যেন প্রতিফলিত হয়েছে ২০২৩-এর বৃন্দাবন মাতৃমন্দিরের পুজোর থিমেও।

এই থিম সম্পর্কে বলতে গিয়ে উদ্যোক্তারা এও জানান, 'শহরের প্রয়োজনেই হয়তো প্রোমোটিংয়ের প্রয়োজন। সেটাকে আমরা ঠেকাব কীভাবে। কিন্তু আবার পুজো, সংস্কৃতির কথাও তো মাথায় রাখতে হবে। এ ভাবে কত পুজো হারিয়ে গিয়েছে। আমরা চাই জনমানসে বার্তা দিক আমাদের থিম। তবে এই প্রসঙ্গে এ প্রশ্নও তাঁরা তোলেন, এমন চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এই ১০০০ স্কোয়ার ফুট জায়গাটুকুও মিলবে না। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে তাহলে কী বাস্তুহারা হবেন মা দুর্গাও!

সিকিমে ঘুরতে গিয়ে নিখোঁজ হালতুর নাগ পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত সিকিম। কোথাও বাড়ি ধসে পড়েছে, কোথাও পাহাড় ভেঙে জলস্রোত ঢুকছে হু-হু করে। এদিকে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। এদিকে সিকিমে বেড়াতে গিয়ে আটকে পড়েছেন বাংলার প্রচুর পর্যটক। সূত্রে খবর, কলকাতার একটি গোটা পরিবার নিখোঁজ। একই পরিবারের তিনজনের কোনও খবর মিলছে না এখনও। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই উদ্বিগ্ন তাঁদের আত্মীয়রা।

গত শনিবার কলকাতা থেকে ট্রেনে চড়ে সিকিমের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন হালতুর সুচেতা নগরের বাসিন্দা দেবযানী নাগ, পলাশ নাগ এবং তাঁদের ছেলে পরাগ নাগ। পরাগ ট্রাভেল এজেন্সিতে চাকরি করেন। ফলে তিনি প্রায়শই বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতেও যান। এবার মা-বাবাকে নিয়ে সিকিমে নিয়ে বেড়াতে গিয়ে খোঁজ মিলছে না তাঁদের। এদিকে দেবযানী নাগের দিদি সুস্মিতা সেনগুপ্ত জানান, বুধবার থেকে বোন বা তাঁর পরিবারের কারও সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করতে পারেননি। তাঁদের মোবাইল সুইচড অফ। ইতিমধ্যে সোশাল মিডিয়া ও টেলিভিশনে সিকিমের পরিস্থিতির কথা জানতে পারেন। এর মাঝে দেবযানী, পলাশ এবং পারগের খোঁজ না মেলায় উদ্বেগে পড়েছেন তাঁরা। একইসঙ্গে সুস্মিতা দেবী এও জানান, গত মঙ্গলবার রাতে দেবযানীর সঙ্গে কথা হয়েছিল। তাঁরা জানিয়েছিলেন, বুধবার তাঁরা জিরো পয়েন্টের উদ্দেশে রওনা দেবেন। কিন্তু দেবযানী নাগের দিদি যখন বুধবার ফোন করেন, সেই সময় তাঁদের ফোন নম্বর সুইচড অফ পান। এদিকে সিকিমের এই ভয়ানক পরিস্থিতির বিষয়ে জানতে পেরে তড়িঘড়ি সিকিম প্রশাসনের হেল্পলাইন নম্বর, দার্জিলিং এবং শিলিগুড়ি প্রশাসনের হেল্পলাইন নম্বরে যোগাযোগ করা হয়। পাঠানো হয় তিন সদস্যের ছবিও। শনিবার তাঁদের এনজেপি থেকে ট্রেন ধরে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোনও খোঁজই নেই তাঁদের।

বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক বদলির প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারককে সরানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এবার শুরু হল এই বিচারক বদলির প্রক্রিয়া। বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায়কে বদলি করার পুরো প্রক্রিয়া শুক্রবারই শেষ করার নির্দেশ দিতে দেখা যায় বিচারপতিকে। আইনমন্ত্রী সই না করায় আটকে ছিল বদলির প্রক্রিয়া। এদিকে মন্ত্রী মলয় ঘটক আদালতে জানিয়েছিলেন, ৬ অক্টোবর পর্যন্ত তাঁকে সময় দেওয়া হোক। শুক্রবার বিচারপতি জানান, এদিনই অর্ডার কপি আপলোড করে দেওয়ার পাশাপাশি এই নির্দেশ জানানো হবে আইনমন্ত্রীকেও।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষ দাবি করেছিলেন, জেরার নামে হেনস্থা করা হচ্ছে তাঁকে। এই অভিযোগ তিনি জানিয়েছিলেন নিম্ন আদালতে। কুন্তলের অভিযোগের ভিত্তিতে বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, পুলিশ এই মামলার তদন্ত করতে পারে। এরপরই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন কেন্দ্রীয় সংস্থা যখন তদন্ত করছে, তখন কীভাবে বিচারক এই নির্দেশ দিলেন তা নিয়েই।

এরপরই জানা যায়, আইনমন্ত্রী ফাইলে সই না করায় আটকে রয়েছে বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারকের বদলি। গত ২৭ সেপ্টেম্বর এই মামলায় মলয় ঘটককে ডেকে পাঠিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। আদালতে গিয়ে মন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ৬ অক্টোবর পর্যন্ত সময় দেওয়া হোক তাঁকে। এদিকে ২৭ সেপ্টেম্বরের নির্দেশনামায় অনিচ্ছাকৃত ভুল থাকায় শুক্রবার তা পরিবর্তন করা হয়। এরপরই বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়ে দেন শুক্রবারই আপলোড হবে ওই অর্ডার।

সম্পাদকীয়

সমস্যা থেকে বাঁচতেই বহুমাত্রিক দারিদ্রসূচক গ্রহণ করা হয

অর্থনৈতিক বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে। বেশির ভাগ তথ্য মিলেছে আবার নমুনা সমীক্ষার মাধ্যমে। অনেক সময় রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের জন্য 'তৈরি করা' তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ফলে তথ্যগুলি অনেকাংশই বিকৃত হতে পারে, যা বাস্তবের প্রতিফলন নয়। ওই বেঠিক তথ্য নিয়ে তৈরি তত্ত্বের উপর দিয়ে যে ছবিটা হবে, তা কতটা যথাযথ হবে, সেটা বেশ সন্দেহজনক। মাথাপিছু ব্যয় কমলে বা বাড়লে দারিদ্রসীমা কতটা হেরফের হবে, সেটা তার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কযুক্ত হতেও পারে, না-ও পারে। কারণ, এই মাথাপিছু বিষয়টাই গোলমেলে। সেই সমস্যা থেকে বাঁচতেই বহুমাত্রিক দারিদ্রসূচক গ্রহণ করা হয়। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের তত্ত্ব সে ক্ষেত্রে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু অর্থনীতি চলমান সমাজবিজ্ঞান। সে জন্য আবার নতুন তত্ত্ব হাজির হয়, নতুন মাত্রা সংযোজিত হয় যথাসম্ভব নির্ভুল গণনা করতে। প্রতিবন্ধকতাগুলি যথাসম্ভব কম করার জন্য। শিক্ষা স্বাস্থ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা। ঠিক কথা। অপুষ্টির কারণ হিসাবে এই দুই মাত্রা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। মাথাপিছু আয় বা ব্যয় এক থাকলেও এই দুই মাত্রার জন্য অপুষ্টি বাড়তে পারে। শিক্ষার সঙ্গে মেয়েদের বিবাহের বয়স সমানুপাতিক সম্পর্কযুক্ত। এখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের বিয়ে হয়, তবে তা প্রধানত দরিদ্র পরিবারেই। 'ধনীতম' বাড়িতে মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে প্রায় হয় না বললেই চলে। অপুষ্টির পরিমাণ ধনী পরিবারে কম হবেই। পশ্চিমবঙ্গ আর গুজরাতের সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক পরিকাঠামো, তাদের বাজেটে সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যয়ের ভিন্নতা, দু'টি আলাদা চিত্র তুলে ধরে। নানা অনুদানের মাধ্যমে দারিদ্রের স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। স্বল্পকালে ক্রয়ক্ষমতা বেশি হয়। সেই মাত্রার নিরিখে দারিদ্রসূচক ভাল ফল দেখায়। কিন্তু ভবিষ্যতের চিত্র আলাদা হবে। অর্থনীতির তত্ত্বগুলোর পিছনে কতকগুলি 'ধরে নেওয়া' বিষয় থাকে। সেগুলো নড়াচড়া করলে ফলেও হেরফের হবে। শেষে বলি, অর্থনীতিকে বেশ খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করে রাজনীতি। অনেক সময় তাদের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য তৈরি হয়। বিশেষ করে ভোট সামনে এলে। কিছু কিছু মাত্রাকে চাপা দিয়ে খিচুড়ি তৈরি করে জনগণকে খাওয়ানো হয়। একই বিষয়ের ফলকে এক জন ভুল বলে তো এক জন ঠিক। সব যুক্তি কিন্তু ফেলে দেওয়ার মতো নয়। আর এ ক্ষেত্রে, এই বহুমাত্রিক পদ্ধতিতে পাওয়া ফল যার পক্ষে যাবে, সে নিজের ঢাক পেটাতে তাকে ব্যবহার করবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেখতে হবে ভবিষ্যতের জনসমীক্ষা কী বলে। সেখানে খোলা চোখে দেখাটা জরুরি।

শাশ্বত কথা

মাভৈ

ওরে প্রিয়তম তুই কেন ভীত হচ্ছিস, অবিরাম নাম কর, তোর কোনও চিন্তা নাই। আমার ভয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। সূর্য তাপ দেয়, ইন্দ্র বায়ু স্ব স্ব কাজ করে, আমার শরণাগত ভক্তের ছায়া স্পর্শ করার ক্ষমতা কারও নাই। অধিক কি, নিত্য দেহধারী ভক্তকে আমি নাশ করতে পারি না। আমার সুদর্শনচক্র ভক্তকে সর্বদা রক্ষা করছে। কোনও কথা শুনিস না, কিছুর জন্য ভাবিস না, নির্ভয়ে উচ্চকণ্ঠে নাম কর। কলি যুগে নামরূপে আমি এসেছি। নাম কর । তোর সব ভার আমি নিলাম। মা ভৈ, মা ভৈ , মা ভৈ।

— শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

জন্মদিন

আজকের দিন

বেগম আখতার

১৯১৪ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী বেগম আখতারের জন্মদিন।*
১৯৭৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জাহির খানের জন্মদিন।*
১৯৮৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অনির্বান ভট্টাচার্যের জন্মদিন।*

অধ্যাপক এম এস স্বামীনাথন

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

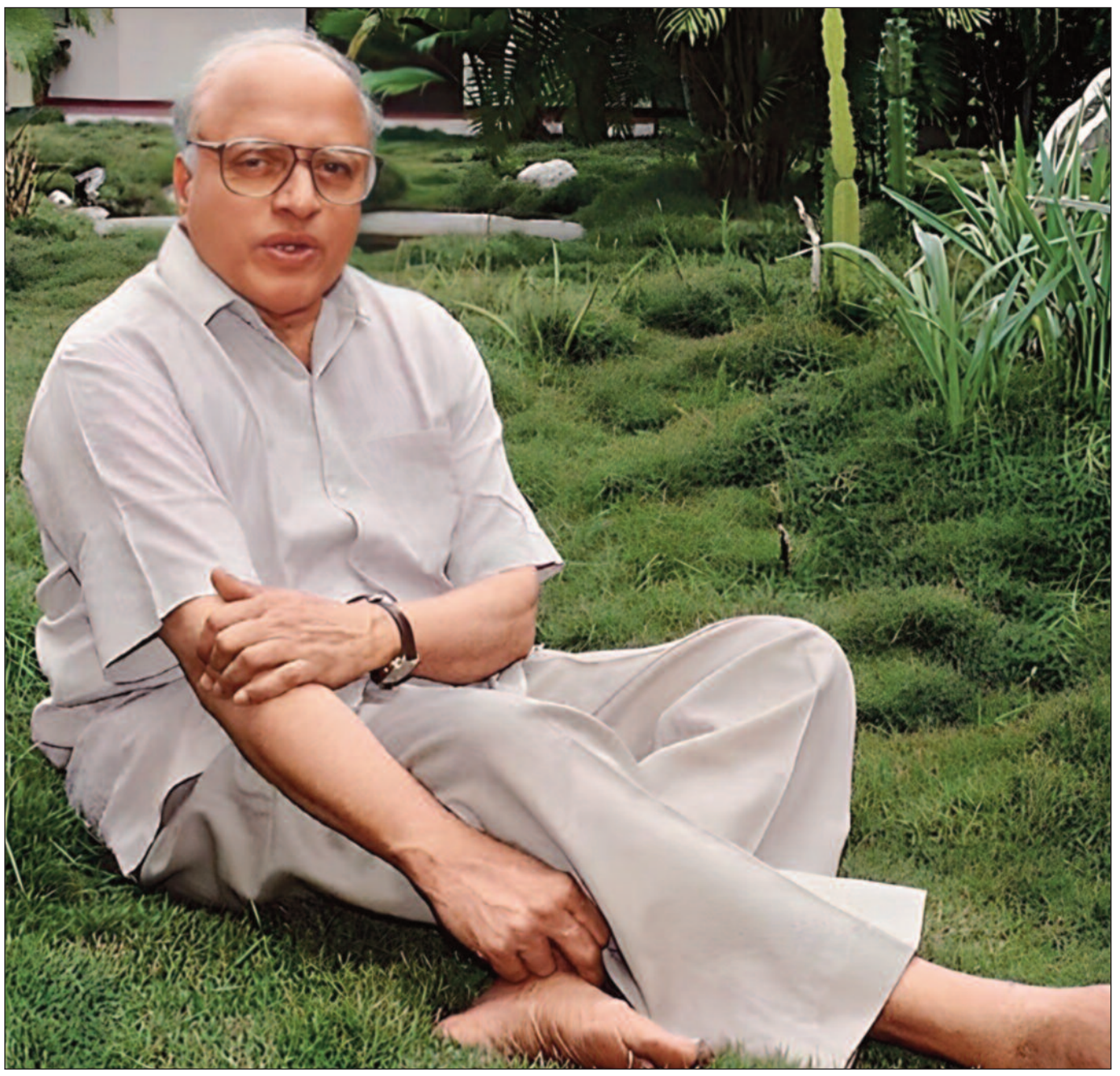

কয়েক দিন আগেই আমরা হারিয়েছি প্রফেসর এম এস স্বামীনাথনকে। চলে গেলেন এমন একজন, যিনি কৃষি বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটিয়েছেন, দেশের বিকাশে যাঁর অবদান সব সময়ে লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে। দেশপ্রেমিক প্রফেসর এম এস স্বামীনাথন চাইতেন ভারতের মানুষ, বিশেষত কৃষকরা সমৃদ্ধ জীবনযাপন করুন। লেখাপড়ায় কৃতি এই বিজ্ঞানী অন্য পেশাকেও বেছে নিতেই পারতেন। কিন্তু বাংলায় ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ তাঁকে এতটাই প্রভাবিত করে যে তিনি ঠিক করে ফেলেন কাজ করবেন কৃষিক্ষেত্র নিয়েই।

বেশ অল্প বয়সে তিনি ডঃ নরম্যান বোরলগের সংস্পর্শে আসেন। বিশদে ডঃ বোরলগের কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করেন তিনি। ১৯৫০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষকতার কাজ পেয়েও ছেড়ে দেন ডঃ স্বামীনাথন। কারণ তিনি ভারতেই থেকে ভারতের জন্য কাজ করতে চাইছিলেন।

চরম সংকটের মধ্যে থাকা দেশকে তিনি যেভাবে স্বনির্ভরতা এবং প্রত্যয়ের দিশায় এগিয়ে নিয়ে গেছেন তা একবার ভেবে দেখুন। স্বাধীনতার পর প্রথম দুই দশক দেশের সামনে থাকা বড় সমস্যাগুলির মধ্যে ছিল খাদ্য ঘাটতি। ১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিকে দুর্ভিক্ষের করাল ভ্রুকুটির মুখোমুখি হয় দেশ। ঠিক তখনই প্রফেসর স্বামীনাথনের দৃঢ় প্রত্যয়, দায়বদ্ধতা এবং দূরদর্শিতা দেশকে কৃষিক্ষেত্রে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার অনন্য অধ্যায়ের সূচনা করে। তাঁর নেতৃস্থানীয় ভূমিকা সামগ্রিকভাবে কৃষিক্ষেত্র, বিশেষত গম উৎপাদনের প্রশ্নে দেশকে দারুনভাবে সফল করে তোলে। খাদ্য ঘাটতির দেশ থেকে এক্ষেত্রে স্বনির্ভর দেশ হয়ে ওঠে ভারত। স্বাভাবিকভাবেই তভারতীয় সবুজ বিপ্লবের জনকদ বলে চিহ্নিত হন ডঃ স্বামীনাথন।

সবুজ বিপ্লব ভারতের 'সফল হবই' মনোভাবকে তুলে ধরে- অর্থাৎ সামনে যদি কোটি কোটি সমস্যা এসে উপস্থিত হয়, তবে তার মোকাবিলার জন্য আমাদের কাছেও রয়েছে উদ্ভাবনী শক্তিতে প্রজ্বলিত মনন। সবুজ বিপ্লব শুরু হওয়ার ৫ দশক পর ভারতীয় কৃষি আরও আধুনিক ও প্রগতিশীল হয়ে উঠেছে। তবে এর মূল ভিত্তি গড়ে দিয়ে গেছেন প্রফেসর স্বামীনাথন- একথা কখনই ভোলার নয়।

বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি আলু চাষে পরজীবী প্রজাতির নেতিবাচক প্রভাবজনিত সমস্যা নিয়ে গবেষণা করেন। তার ফলে ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেও আলু চাষের পথ খুলে যায়। আজ সারা বিশ্ব মিলেট বা শ্রী অন্নকে সুপার ফুড হিসেবে দেখছে। কিন্তু এনিয়ে গবেষণা ও আলোচনার প্রসারে প্রফেসর স্বামীনাথন উৎসাহ দিয়ে গেছেন সেই ১৯৯০ ,এর দশক থেকেই।

প্রফেসর স্বামীনাথনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ বহুদিনের। ২০০১,এ আমি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সময় থেকেই তার সূচনা। ওই সময়ে কৃষিক্ষেত্রে গুজরাট অগ্রবর্তী রাজ্য হিসেবে তেমন পরিচিত ছিল না। একের পর এক খরা, সুপার সাইক্লোন এবং একটি বিধ্বংসী ভূমিকম্প রাজ্যটির বিকাশের পথে প্রশ্ন চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল। পরিস্থিতির মোকাবিলায় আমরা যেসব উদ্যোগ নিই তার মধ্যে একটি ছিল সয়েল হেল্‌থ কার্ড- যা মাটির চরিত্র আরও ভালোভাবে বোঝা এবং কোনো সমস্যা এলে আরও ভালোভাবে তার মোকাবিলা করার পক্ষে সহায়ক। ওই সময়ে প্রফেসর স্বামীনাথনের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি উল্লিখিত প্রকল্পটির প্রশংসা করেন এবং মূল্যবান মতামত দেন। ডঃ স্বামীনাথনের এই প্রশংসা প্রকল্পটি সম্পর্কে সন্দিহানদের মুখ বন্ধ করে। কৃষিক্ষেত্রে গুজরাটের সাফল্যের ভিত তৈরি হয়।

সবুজ বিপ্লব ভারতের 'সফল হবই' মনোভাবকে তুলে ধরে- অর্থাৎ সামনে যদি কোটি কোটি সমস্যা এসে উপস্থিত হয়, তবে তার মোকাবিলার জন্য আমাদের কাছেও রয়েছে উদ্ভাবনী শক্তিতে প্রজ্বলিত মনন। সবুজ বিপ্লব শুরু হওয়ার ৫ দশক পর ভারতীয় কৃষি আরও আধুনিক ও প্রগতিশীল হয়ে উঠেছে। তবে এর মূল ভিত্তি গড়ে দিয়ে গেছেন প্রফেসর স্বামীনাথন- একথা কখনই ভোলার নয়। বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি আলু চাষে পরজীবী প্রজাতির নেতিবাচক প্রভাবজনিত সমস্যা নিয়ে গবেষণা করেন। তার ফলে ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেও আলু চাষের পথ খুলে যায়।

আমি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এবং প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেও প্রফেসর স্বামীনাথনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। ২০১৬-য় আন্তর্জাতিক কৃষি-জীববৈচিত্র্য কংগ্রেসে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। ২০১৭-য় দুটি খণ্ডে তাঁর লেখা নিয়ে একটি বই প্রকাশ করি আমি।

তামিল ধ্রুপদী সাহিত্য 'কুরাল' বলে কৃষকরা বিশ্বের ধারক, কারণ তাঁরা রয়েছেন সর্বত্র। প্রফেসর স্বামীনাথন এই নীতিতে বিশ্বাস করতেন। অনেকে তাঁকে 'কৃষি বৈজ্ঞানিক' বলে থাকেন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি তিনি ছিলেন আরও বেশি কিছু- তকিষাণ বৈজ্ঞানিকদ। তাঁর মনন এবং চিন্তনে ছিল কৃষিজীবির অস্তিত্ব। ডঃ স্বামীনাথনের সাফল্য অবশ্যই লেখাপড়ার জগতে সীমাবদ্ধ নয়। তার প্রভাব পরিব্যাপ্ত পরীক্ষাগার পেরিয়ে-খেতে খামারে। তিনি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং তার বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে এনেছিলেন। ক্রমাগত তিনি ধারাবাহিক কৃষির ওপর জোর দিয়ে গেছেন- যা তুলে ধরে মানুষের অগ্রগতি এবং বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে ভারসাম্যকে। ক্ষুদ্র কৃষকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং উদ্ভাবনার সুফল তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজে প্রফেসর স্বামীনাথন যে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তার কথা উল্লেখ করতেই হয়। মহিলা কৃষিজীবীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের প্রশ্নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে গেছেন তিনি।

প্রফেসর স্বামীনাথনের ব্যক্তিত্বের আরেকটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তিনি উদ্ভাবনা এবং পরামর্শ ও উৎসাহদানের প্রশ্নে ছিলেন ক্লান্তিহীন। ১৯৮৭ সালে বিশ্ব খাদ্য পুরস্কারের প্রথম প্রাপক হিসেবে পাওয়া অর্থ তিনি একটি অলাভজনক গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরির কাজে লাগান। আজও ওই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছে। একের পর এক প্রতিভাবানকে তিনি আরও শেখা এবং নতুন কিছু করে দেখানোয় উৎসাহিত করে গেছেন অক্লান্তভাবে। প্রতিষ্ঠান নির্মাতা হিসেবেও তাঁর অবদান ভোলার নয়। বহু উল্লেখযোগ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পেছনে তাঁর অবদান রয়েছে। আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। ২০১৮-য় বারাণসীতে তৈরি হয় ওই প্রতিষ্ঠানের দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক কেন্দ্র।

ডঃ স্বামীনাথনের প্রতি শ্রদ্ধার অর্ঘ নিবেদনে আমি আবার অকুরালদ-এর শরণাপন্ন হতে চাই। সেখানে লেখা আছে তাঁরা পরিকল্পনা করেন, তাঁরা যদি স্থিত প্রজ্ঞ হন তবে তাঁরা কাঙ্খিত উপায়ে কাঙ্খিত ফল লাভ করবেন।দ ডঃ স্বামীনাথন প্রথম জীবনেই কৃষি এবং কৃষকদের জন্য কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেকাজ তিনি করেছেন অনন্য উদ্ভাবনী শক্তি এবং ভালোবাসার সঙ্গে। কৃষিক্ষেত্রে উদ্ভাবনা ও ধারাবাহিকতার দিশায় এগোতে তিনি আমাদের সামনে আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবেন। যে নীতিতে তিনি বিশ্বাস করতেন তার প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে হবে আমাদের। কৃষকদের কল্যাণে ব্রতী হওয়া, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনার সুফল কৃষি জগতের তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দেওয়া, ধারাবাহিক বিকাশের প্রশ্নে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া এবং আগামী প্রজন্মের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করায় সচেষ্ট থাকলে তবেই তা সম্ভব।

৩৭৫ বছর পরে খুঁজে পাওয়া গেল পৃথিবীর অষ্টম মহাদেশ

শুভজিৎ বসাক

ইতিহাস আবর্তিত হয় কিন্তু বর্তমান মুহূর্ত যে পরিবর্তিত হয় সেটা পরতে পরতে বোঝা যায়। সে জীবন হোক আর অধ্যয়ন। এই যেমন কিছুদিন আগে অবধি আমরা সবাই জানতাম যে এই পৃথিবীতে সাতটি মহাদেশ রয়েছে আর এরই মধ্যে সেটা পরিবর্তিত হয়ে গেল আটে। অর্থাৎ এই বিশ্বে এখন আর সাতটি নয় বরং আটটি মহাদেশ বর্তমান। নামটিও বেশ চমকপ্রদ- জিল্যান্ডিয়া। অর্থাৎ আধুনিক যুগের সপ্তম আশ্চর্যের জায়গায় অষ্টম আশ্চর্য একদম সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়ে গেল। সাক্ষী হয়ে থাকবে একটা গোটা প্রজন্ম। তবে এর অস্তিত্ব হঠাৎ করে সামনে আসেনি। পাশাপাশি ৫৫ কোটি বছর ধরে পৃথিবীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সে। হারিয়ে গিয়ে হঠাৎ করেই তার সন্ধান মিলেছে চমকপ্রদ ভাবে।

বিজ্ঞানীদের দাবি, ৫৫ কোটি বছর আগে আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, আন্টার্কটিকার মতো গন্ডোয়ানাল্যান্ড সুপারকন্টিনেন্ট থেকেই তৈরি হয়েছিল জিল্যান্ডিয়া। ১৩ কোটি বছর আগে আন্টার্কটিকা থেকে যৌথ ভাবে বিচ্ছিন্ন হয় অস্ট্রেলিয়া ও জিল্যান্ডিয়া। ৬ থেকে সাড়ে ৮ কোটি বছর আগে আবার অস্ট্রেলিয়া থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে জিল্যান্ডিয়া ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে থাকে মহাসাগরের গভীরে। তাঁরা আরও বলেন যে, বিপুল পরিমাণে জীবাশ্ম জ্বালানি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এই মহাদেশে, যা ভবিষ্যতে দীর্ঘ সময়ের জন্য জ্বালানির চাহিদা মেটাতে সক্ষম হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এর নেপথ্যে শুরুটা ১৬৪২ সালে হয়। লাতিন আমেরিকা ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণ পশ্চিমে গেলেই নতুন মহাদেশের সন্ধান পাওয়া যাবে; এই বিশ্বাসে ভর করেই খুব ঘনিষ্ঠ কয়েক জনকে সঙ্গে নিয়ে অজানার উদ্দেশে জাহাজে চেপে বসেছিলেন 'খেপাটে' ডাচ অভিযাত্রী আবেল তাসমান। তাসমানের উদ্দেশ্যটা কিন্তু একেবারেই উদ্ভট ছিল না। বরং, বহু বিদেশি পুরাণেও এমন একটা ভূখণ্ডের উল্লেখ মেলে। তাসমান একটা মহাদেশ খুঁজে পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেটা ছিল অস্ট্রেলিয়া। তবে খোঁজ থামেনি। ব্রিটেনের অভিযাত্রী জেমস কুকও সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করেও পারেননি। শেষমেশ ১৮৯৫-এ আলোর হদিশ দেন ভূতাত্ত্বিক জেমস হেক্টর। তিনি দাবি করেন, নিউজিল্যান্ড আদতে এক সুবিস্তৃত মহাদেশের অংশ। বেশিরভাগ গবেষকই এতে বিশেষ আমল দেননি। অথচ খোঁজও থামেনি। তারপর ১৯৯৫ সালে ক্যালিফর্নিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ব্রুস লুয়েন্ডিক সম্ভাব্য কন্টিনেন্ট-কনসেপ্ট হিসেবে 'জিল্যান্ডিয়া' নামটি প্রথম ব্যবহার করলেন। অতএব তাসমানের জার্নি দিয়ে শুরুটা ধরলে অফিশিয়ালি জিল্যান্ডিয়ার খোঁজ মেলে ২০১৭ সালে নয় বরং পাকা ৩৭৫ বছর পর।

কিন্তু সমুদ্রের তলায় থাকা একটি মহাদেশ কিভাবে থাকতে পারে এর সপক্ষে বিস্তর নথি-তথ্য হাজির করে নিউজিল্যান্ডের ভূতত্ত্ববিদরা ২০১৭ সালে প্রমাণ করেছেন যেহেতু এই ভূখণ্ড সমুদ্রগর্ভ থেকে অনেকটাই উঁচুতে তাই তাকে মহাদেশ বলে মেনে নিতেই হবে। মহাদেশের স্বীকৃতি পেতে যা যা দরকার, জিল্যান্ডিয়া তার সব ক'টিই পূরণ করেছে বলে দাবি বিজ্ঞানীদের।

জিল্যান্ডিয়ার আকৃতি প্রায় ১৮.৯ লাখ বর্গমাইল বা ৪৯ লাখ বর্গকিমি। সম্প্রতি প্রকাশিত টেকটোনিক্স জার্নালে গবেষণাটি সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে, প্রায় ৫০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই মহাদেশটি প্রশান্ত মহাসাগরে প্রায় ৩৮০০ ফুট গভীরে তলিয়ে গেলেও কার্যত অখণ্ডই! আজকের নিউ জল্যান্ডের নর্থ ও সাউথ আইল্যান্ড থেকে শুরু করে লর্ড হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, বল'স পিরামিড কিংবা নিউ ক্যালেডোনিয়া; সবটা মিলেই এর অস্তিত্ব।

অতএব সময়ের সাথে সাথে সবই পরিবর্তনীয়। এই নতুন মহাদেশ সম্পর্কে উঠে আসবে আরও তথ্য সন্দেহ নেই। আমরা একটা প্রজন্ম যা শিখে যাচ্ছি পরবর্তী প্রজন্ম সেই অজানা গুপ্তধনের সন্ধান পাবে আর সব মিলিয়ে এই কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, আবিষ্কার ও ঐতিহাসিক নিদর্শনের প্রতি সাক্ষী থাকার নিরীখে এই শতাব্দী গৌরবময় শতাব্দীগুলির সাথে একই আসনে ঠাঁই পেতে চলেছে সন্দেহ নেই।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আদিবাসী নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগে ধৃত নাবালক সহ চার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ফের লজ্জা! এক আদিবাসী নাবালিকা জঙ্গলে কাঠ কুড়তে গিয়ে গণধর্ষণের শিকার হওয়ার অভিযোগ। শুক্রবার ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র নিন্দার ঝড় উঠেছে বিভিন্ন মহলে। এই ঘটনায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে কাঁকসা থানার পুলিশকে। এই ঘটনায় এক নাবালক সহ মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করে কাঁকসা থানার পুলিশ। নির্যাতিতা নাবালিকা দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

নির্যাতিতা নাবালিকার বাবার দাবি, বৃহস্পতিবার বিকেলে কাঁকসার মলানদীঘি এলাকার জঙ্গলে কাঠ কুড়তে যায় তার মেয়ে বান্ধবীর সঙ্গে। জঙ্গল থেকে ফেরার সময় এক নাবালক ও ৩ যুবক তাকে তুলে নিয়ে জঙ্গলের ভিতরে যায়। তার মেয়ের বান্ধবী কোনও মতে ছুটে পালিয়ে গিয়ে তাকে খবর দিলে তিনি ছুটে গিয়ে জঙ্গলে খোঁজাখুঁজি শুরু করে মেয়েকে জঙ্গল থেকে অচৈতন্য ও নগ্ন অবস্থায় উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা

হাসপাতালে নিয়ে যান। এরপরেই রাতে কাঁকসা থানায় লিখিত অভিযোগ জানান তিনি। তঁর অভিযোগ, অপরাধীরা সকলেই তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

কাঁকসা থানার পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে রাতেই চারজনকে গ্রেপ্তার করে পকসো আইনে মামলা রুজু করে শুক্রবার তিন যুবককে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করলে মহকুমা আদালতের বিচারক তাদের ৩ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। অন্যদিকে ধৃত নাবালককে আসানসোল কোর্টে পেশ করা হলে, বিচারক তাকে হোমে পাঠিয়ে দেন। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মা ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে জানান, অপরাধীরা যে দলেরই সমর্থক হোক না কেন সেই দল যাতে তাদের বাঁচাতে না আসে তিনি এটাই চান।

কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ঘটনাটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। নির্যাতিতার ও তার পরিবারের পাশে তাঁরা থাকবেন। তবে নির্যাতিতার পিতা যে অভিযোগ তুলেছে তা পুরোপুরি মিথ্যা। কারণ ওই গ্রামে বামেদের পঞ্চায়েত সদস্য রয়েছেন। যারা অপরাধী তারা কেউ দলের কোনও পদে নেই। পুরোপুরি বাম ও রাম মিলে তৃণমূলের নামে কালিমালিপ্ত করতে চাইছে। আইন আইনের মতো চলবে। দোষীরা উপযুক্ত শাস্তি পাবে।

চারদিকে জল, খানাকুলের রাস্তায় গাড়ি নয় চলছে নৌকো!

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: হুগলির আরামবাগ মহকুমার মধ্যে সবচেয়ে বন্যাপ্রবণ এলাকা হল খানাকুল। ২০২১ সালে ভয়াবহ বন্যার পর আবারও ২০২৩ সালে খানাকুল বন্যার কবলে। বেশ কয়েকটি এলাকা একেবারে জলের তলায় চলে যায়। চারিদিকে জল আর জল। একেবারে জল থৈ থৈ খানাকুল। ঘর বন্দি কয়েকশো পরিবার। ডিভিসির ছাড়া জল ও টানা বৃষ্টির ফলেই খানাকুলের বিস্তৃর্ণ এলাকা প্লাবিত। বিশেষ করে খানাকুলের মাড়োখানা, নন্দনপুর, জগৎপুর, পোল, চিংড়া, নতিবপুর সহ কয়েকটি এলাকা যেন আস্ত একটা দ্বীপে পরিণত হয়েছে। চারিদিক দিয়ে মুণ্ডেশ্বরী নদীর জলের স্রোত বয়ে চলেছে। নৌকো করে মানুষ যাতায়াত করছে। জলের স্রোতের মাঝে মাঝে একটা করে পাকা বাড়ি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িগুলিকে দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে বাঁচার জন্য যেন শেষ লড়াই করছে। পাশ দিয়ে জলের স্রোতের গর্জন শোনা গেলেও হার না মানার লড়াই চলছে। আর ওই সব বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে রয়েছে অসহায় পরিবার। বন্যার এই ভয়াবহ দৃশ দেখা গেল খানাকুলের নন্দনপুর এলাকায়। এক মেয়ে তাঁর মা ও বাবাকে নিয়ে বন্যার জলের মাঝে দোতলা বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন। কোনও রকমে নৌকো করে

ওই বাড়ির জানালায় গিয়ে দেখা গেল, মেয়েটির নাম নিকিতা মাঝি। সে জানায়, কেউ সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দেয়নি। আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটছে। অন্যদিকে পিচ রাস্তায় গাড়ি চলাচলের বদলে, চলছে নৌকো। নৌকো করেই যাতায়াত করতে হচ্ছে ওই এলাকার মানুষকে। নৌকোয় বসে হেমন্ত সাঁতরা বলেন, পরিস্থিতি খুবই খারাপ। খাবার থেকে পানীয় জল কিছুই আসেনি বলে অভিযোগ করেন তিনি। স্থানীয় রাধে সিং হাজরা বলেন, চার দিন ধরে জলবন্দি হয়ে আছি। ডিভিসি ছাড়া জলে জমির ধান ডুবে গেছে। সবমিলিয়ে খানাকুলের বন্যা দুর্গত এলাকার মানুষের দিন কাটছে আতঙ্কে।

দিনেদুপুরে ডাকাতির অভিযোগ, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কোনও ছোটখাট চুরির ঘটনা নয়, একেবারে দিনেদুপুরে ডাকাতির অভিযোগ। আর এতেই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাঁকুড়ার রানিবাঁধে। আর পাঁচটা দিনের মতোই বৃহস্পতিবার সকালে বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে স্কুলে গিয়েছিলেন শিক্ষক দম্পতি। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখেন সারা জীবনে তিল তিল করে গড়ে তোলা জমানো সম্পত্তি খোয়া গিয়েছে। বাঁকুড়ার রানিবাঁধের আশ্রম পাড়ার শিক্ষক দম্পতির বাড়িতে দিনেদুপুরে বড়সড় ডাকাতির ঘটনা ঘটায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী। আশ্রমপাড়ায় বাড়ি করেছিলেন রানিবাঁধের নতুনডিহি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুকুমার হেমব্রম ও রানিবাঁধ হাই স্কুলের শিক্ষিকা বিনা হেমব্রম নামের দম্পতি। প্রতিদিনের মতোই সকাল দশটা নাগাদ বাড়িতে তালা লাগিয়ে বিদ্যালয় গিয়েছিলেন ওই দম্পতি। সুকুমারবাবুর দাবি, বিকেল চারটা ১৫ নাগাদ বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন, বাড়ির বাউন্ডারির ভিতরের মধ্যে ঢোকার যে দরজা রয়েছে সেই দরজার তালা খোলার পরেও দরজা খুলছে না। তিনি ভেবেছিলেন তার আগে হয়তো তাঁর স্ত্রী এসেছেন, তাই তিনি অনেক ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া না পাওয়ায় পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢোকেন। আর ঢুকেই দেখতে পান বাড়িতে ঢোকার সদর দরজা পুরো খোলা। তখনও তাঁর মনে হয় স্ত্রী নিশ্চয় বাড়িতে এসেছেন, না হলে দরজা কেন খোলা রয়েছে। তাঁর দাবি, তিনি আবার ডাকাডাকি করেন কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ পাননি। তিনি বাধ্য হয়ে ভিতরে ঢুকেই দেখতে পান শোওয়ার ঘরের আলমারি খোলা, জামাকাপড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যেন মনে হচ্ছে কেউ বাড়ির সব কিছু তছনছ করে গিয়েছে। এমনকি আলমারির ভিতরে রাখা সারা জীবনের জমানো সম্পত্তি কিচ্ছু নেই, সমস্ত কিছু লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতী। শিক্ষিকা বিনা হেমব্রম দাবি করেন, সারা জীবনের তিল তিল করে গড়া প্রায় কয়েক লক্ষ টাকার সোনা ও রুপোর গয়না খোয়া গিয়েছে। শিক্ষক দম্পতির দাবি, পুলিশে খবর দেওয়ার পর পুলিশ এসেছিল। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা। পুলিশ জানায়, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ত্রিপল না দেওয়ার অভিযোগ গ্রাম পঞ্চায়েত ও বিডিও অফিসে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ত্রিপল চাইতে গেলে তা না দেওয়ার অভিযোগ উঠল কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। শুক্রবার ত্রিপলের দাবিতে প্রথমে কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতে এবং পরে কাঁকসার বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখা এলাকার প্রায় ৫০ জন বাসিন্দা।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, গত কয়েক দিনের ভারী বৃষ্টির জেরে তাঁদের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যার কারণে বাড়ির চাল দিয়ে বৃষ্টির জল ঢুকতে শুরু করেছে ঘরের ভেতর। তাই কাঁকসার বিডিওর কাছে তাঁরা কয়েকদিন আগে ত্রিপল চাইতে গেলে, কাঁকসার বিডিও তাঁদের স্পষ্ট জানিয়েছেন, প্রতিটি পঞ্চায়েতে ত্রিপল পাঠানো হয়ে গিয়েছে। সেখান থেকে ত্রিপল সংগ্রহ করে নিতে হবে। সেইমতো এলাকাবাসী কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতে ত্রিপল চাইতে গিয়ে ত্রিপল না মেলায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এলাকাবাসী।

কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ত্রিপল না মেলায় ফের কাঁকসার বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা। বিজেপির

পঞ্চায়েত সদস্য আনন্দ কুমারের দাবি, তাঁরা বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেছেন বহু মানুষের ঘরবাড়ি ভেঙে গিয়েছে গত কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টির জেরে। সেই মানুষগুলি ত্রিপল চাইতে গেলে তাঁদের ত্রিপল দেওয়া হচ্ছে না। তাই যতক্ষণ না তাঁরা ত্রিপল পাচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁরা অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের সাহায্য করবেন যাতে তাঁরা ত্রিপল পান।

যদিও বিজেপির তোলা অভিযোগ অস্বীকার করে কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তথা কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, যে সমস্ত এলাকায় বৃষ্টিতে মানুষের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ত্রিপল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে এলাকার মানুষ পদ্ধতি অনুযায়ী ত্রিপল পাবেন। বিডিও অফিস থেকে ত্রিপল সমস্ত পঞ্চায়েতে পাঠানো হয়েছে। সেখানে যাঁরা আবেদন, করছেন তাঁদের ত্রিপলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তার সঙ্গে প্রশাসনিক ভাবে সার্ভে করাও হবে আদৌও ঘরের জন্য নিচ্ছে নাকি গোয়াল ঘরের জন্য নিচ্ছে। তারপরেই তারা পাবেন। তবে বিজেপি অকারণে এই বিষয় নিয়ে রাজনীতি করছে। সাধারণ মানুষকে উসকে আন্দোলন করাচ্ছে।

সিকিমে কাজে গিয়ে নিখোঁজ, আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার দ্বারিকা গ্রামের বছর ২৪ এর শেখ সুমন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজে সিকিমে গিয়ে নিখোঁজ বলে দাবি পরিবারের। কান্নায় ভেঙে পড়ছে পরিবার। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি, যাতে তাঁদের ছেলে সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে বাড়ি ফিরে আসে তার ব্যবস্থা করেন তিনি।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শেখ সুমন নামে ওই যুবক গিয়েছিলেন সিকিমের জেমা এলাকায়। দাবি, তিস্তার ভয়ংকর বন্যা পরিস্থিতির পর তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ করে উঠতে পারেনি পরিবারের লোকজন, উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে পরিবার। পরিবারের পক্ষ থেকে বারংবার বিষ্ণুপুর থানায় এসে যোগাযোগ করা হচ্ছে। সুমনকে ফোন করলে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না বলেও দাবি। এখনও খোঁজ মেলেনি শেখ সুমনের।

পরিবার সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, পাঁচ মাস আগে সিকিমে গিয়েছিলেন শেখ সুমন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য। বিষ্ণুপুর বিপিআই কলেজ থেকে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং করেন তিনি, প্রথমে কিছু মাস ওড়িশার একটি কোম্পানিতে চাকরি করেন, এরপর পাঁচ মাস আগে সিকিমে একটি কোম্পানিতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজে যোগ দেন। বছর ১৫ আগে সুমনের

বাবা-মায়ের মৃত্যু হয়। তারপর থেকেই জেঠু ও জেঠিমার কাছে মানুষ। গত ৩ অক্টোবর পরিবারের সঙ্গে শেষবারের মতো কথা হয়, পরিবারকে জানিয়েছিলেন বৃষ্টির জন্য কাজ বন্ধ, ডিসেম্বর মাসে বিষ্ণুপুর মেলার সময় তিনি বাড়ি ফিরবেন বলেও জানান।

বর্ধমান স্টেশনে ১৪৬টি কচ্ছপ উদ্ধার, আটক ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান স্টেশন থেকে ১৪৬টি কচ্ছপ সহ একজনকে গ্রেপ্তার করে বর্ধমান রেল স্টেশনের জিআরপি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম আশিস হালদার। ধৃতের বাড়ি নদিয়া জেলার চাকদায়। ধৃতের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনের ধারায় মামলা রুজু করে শুক্রবার বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ। পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া ১৪৬টি কচ্ছপকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

জিআরপি সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর দুটো নাগাদ বর্ধমান জিআরপি থানার উদ্যোগে অ্যান্টি সাবতেজ চেকিং এবং প্ল্যাটফর্ম চেকিং চালাচ্ছিলেন জিআরপি থানার ওসি চিন্তাহরণ সিংহ ও অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। সেই সময় বিশেষ সূত্র মারফত খবরের ভিত্তিতে বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনের ছয় ও সাত নম্বর প্লাটফর্মের আসানসোলের দিকে এক ব্যক্তিকে দেখে সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ ওই ব্যক্তিকে আটক করে।

এরপরই ওই ব্যক্তির কাছে থাকা

ব্যাগ পরীক্ষা করতেই পুলিশ দেখতে পায় ন' টি ব্যাগের ভিতরে প্রচুর পরিমাণে জ্যান্ত কচ্ছপ রয়েছে। বর্ধমান জিআরপি থানার ওসির নেতৃত্বে বাকি পুলিশ কর্মীরা এরপর সবকটি ব্যাগের তল্লাশি করে ১৪৬টি ছোট বড় মাপের কচ্ছপ উদ্ধার করে। এরপরই আটক ব্যক্তিকে (বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনের বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন, ১৯৭২) ধারায় গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বেলপাহাড়িতে ছাত্রী বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বেলপাহাড়ি এসসি হাইস্কুলে হস্টেলের দাবিতে ছাত্রীরা ঝাড়গ্রাম-পুরুলিয়া পাঁচ নম্বর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো। স্কুল ছাত্রীদের সঙ্গে অবরোধ বিক্ষোভে যোগ দেয় ভারত জাকাত সান্তাল পড়ুয়া গাঁওতা। শুক্রবার বেলা ১১টা থেকে স্কুল সংলগ্ন পাঁচ নম্বর রাজ্য সড়কের উপর ছাত্রছাত্রীরা অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেছে। অবিলম্বে ছাত্রীদের হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করার দাবি জানায় বিক্ষোকারীরা। সেই সঙ্গে স্কুলে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলারও দাবি জানায়। বিক্ষোভ অবরোধের ফলে ঝাড়গ্রাম-পুরুলিয়া রুটে বাস সহ সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বেলপাহাড়ি থানার পুলিশ। এরপর প্রশাসনিক প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ঘণ্টা তিনেক পরে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

বৃষ্টির জন্য কুঁড়ি আসেনি পদ্ম গাছে, দুশ্চিন্তায় চাষিরা

বনস্পতি দে

হুগলি: পদ্মফুল ছাড়া দুর্গাপুজোর কথা ভাবাই যায় না। কিন্তু এবার পুজোয় সব মণ্ডপ ও বাড়িতে পদ্মফুল থাকবে কিনা তা নিয়ে দুশ্চিন্তা দেখা গিয়েছে। বর্ষা দেরিতে আসায় এবং পুজোর ঠিক আগে প্রবল বৃষ্টির কারণে এখনও কুঁড়ি আসেনি পদ্ম গাছে। ফলে পুজোয় ফুলের জোগান নিয়ে তীব্র সংশয় দেখা দিয়েছে। এতে পুজো উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি মাথায় হাত পড়েছে পদ্ম চাষিদের।

হুগলির পান্ডুয়ায় প্রায় শতাধিক চাষি পদ্মফুল চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এখানকার বেড়েলা, কোচমালি, বৈঁচি, চারাবাগান, খন্যান, গোয়ারা, পাঁচগড়া গ্রাম সহ বিভিন্ন এলাকায় একরের পর এক জলাশয়ে পদ্ম চাষ হয়। কিন্তু এবার ছবিটা একেবারে অন্যরকম।

কোথাও পদ্ম গাছে কুঁড়ি দেখা যাচ্ছে না। বছরের এই একটা সময় ই লক্ষ্মীলাভের আশায় থাকেন পদ্ম চাষিরা। তবে এই বছর অসময়ে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে দুশ্চিন্তার ভাঁজ চাষিদের কপালে। পুজোয় পর্যাপ্ত পরিমাণ ফুলের জোগান দেওয়া কতটা সম্ভব হবে তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। চড়া সুদে মহাজনের থেকে ঋণ নিয়ে চাষ করেন হুগলির পদ্ম চাষিরা। পুজোর সময় ফুল বিক্রি করে ভালো লাভ হবে, তা দিয়ে যাবতীয় ঋণ শোধ করে দেবেন। কিন্তু এই বছর লাভ তো দুর অস্ত, আদৌ খরচ উঠবে কিনা, তা নিয়েই সংশয়ে তাঁরা।

দুর্গাপুজোর উপাচারে পদ্মফুল লাগে। পুরাণ মতে, মহাষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিক্ষণে চন্ড-মুন্ড অসুরকে বধ করতে দেবী মহামায়া চামুন্ডা রূপে আবির্ভূতা হন। রীতি অনুযায়ী সন্ধি পুজোয় ১০৮টি পদ্ম নিবেদন করতে হয় মা দুর্গাকে। পদ্ম হল ভক্তির স্বরূপ। তাই দুর্গাপুজোয় পদ্মফুলের চাহিদা থাকে বিপুল। চাষিরা বলছেন, বর্ষার সময় বৃষ্টি না হওয়ায় জলাশয়ে জল ছিল না, তার ফলেই এমন অবস্থা। এখন আবার বেশি বৃষ্টি হওয়ায় পদ্মের কুঁড়ি সেভাবে হচ্ছে না। ফলে উৎপাদন মার খাচ্ছে। অন্যান্য বার পুজোর মাসখানেক আগে থেকে পদ্ম তোলা শুরু হয়। এলাকায় বহুমুখী হিমঘর না থাকলেও আলু রাখার হিমঘরে পদ্ম রাখা হয়। তারপর সেই ফুল পুজোর সময় হাওড়া মল্লিক বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা হয়। এবার আগে থেকে মজুত করার মতো ফুলই হয়নি।

বিজ্ঞপ্তি

সুধী
সদস্য/সদস্যাবৃন্দ
আপনাদের অবগতির জন্য জানাই গত ০৩/১০/২০২৩ তারিখে নিউজ ১৮ এবং ২৪ নিউজ বাংলা চ্যানেলের মাধ্যমে একটি খবর প্রকাশিত হয়, যাহার সঙ্গে আমাদের বন্ধন মাল্টি স্টেট কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের কোন যোগসূত্র নেই। সোসাইটির পক্ষ হতে ১৮/০২/২০২২ তারিখ প্রতিদিন সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত কোন অবৈধ শাখার দায়ভার সোসাইটির গ্রহণযোগ্য নয়। সোসাইটির পক্ষ থেক ২১/০৯/২০২২ তারিখে কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রককেও অবহিত করা হয়েছে। এটি কোন চিট ফান্ড নয়। এটা Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Department, Govt. of India অধীনে চলা একটি সমবায়। আপনাদের অবগতির জন্য দুটি প্রমান পত্রের জেরক্স কপি শাখা অফিসে প্রদান করা হয়েছে।
ধন্যবাদান্তে-
সুজিত চক্রবর্ত্তী

SAMATA CO-OPERATIVE DEVELOPMENT BANK LTD.
পলতা শাখা, পি-৩৯, পলতা, শান্তিনগর, পো. নোনা চন্দন পুকুর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১২২
ফোন - ৯২৩০৬৪০৮১১, ইমেল : palta@samatabank.org

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

Cash Credit Loan A/c No.- CR/26

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **সমতা কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি.**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে **২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন (২০০২ এর ৫৪)** এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে ২৫.০৭.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স রাম চন্দ্র কনস্ট্রাকশন (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বা. দীপক কুমার বিশ্বাস** (প্রয়াত) বাবনপুর, লকগেট, পো. বেঙ্গল এনামেল, থানা - টিটাগড়, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন কোড - ৭৪৩১২২, **শ্রীমতি চম্পা বিশ্বাস,** স্ত্রী এবং আইনি উত্তরাধিকারি দীপক কুমার বিশ্বাস (প্রয়াত), বাবনপুর, লকগেট, পো. বেঙ্গল এনামেল, থানা - টিটাগড়, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন কোড - ৭৪৩১২২, **কুমারী/শ্রীমতি রাজশ্রী বিশ্বাস,** দীপক কুমার বিশ্বাস (প্রয়াত) এর কন্যা এবং আইনি উত্তরাধিকারি, বাবনপুর, লকগেট, পো. বেঙ্গল এনামেল, থানা - টিটাগড়, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন কোড - ৭৪৩১২২, **মাস্টার রাজা বিশ্বাস (নাবালক)** প্রয়াত দীপক কুমার বিশ্বাস (প্রয়াত) এর পুত্র এবং আইনি উত্তরাধিকারি, চম্পা বিশ্বাস মা এবং সাধারণ অভিভাবক কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী বাবনপুর, লকগেট, পো. বেঙ্গল এনামেল, থানা - টিটাগড়, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন কোড - ৭৪৩১২২ কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৬০,৮০,৬৩৩.০০ টাকা (ষাট লাখ আশি হাজার ছশো তেত্রিশ টাকা) টাকা ৩০.১১.২০২২** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির ০৪.১০.২০২৩ তারিখে স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনওরূপ লেনদেন **সমতা কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি., সল্টলেক শাখার** নিকট বকেয়া **৬০,৮০,৬৩৩.০০ টাকা (ষাট লাখ আশি হাজার ছশো তেত্রিশ টাকা) টাকা ৩০.১১.২০২২** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মৌজা - বাবনপুর, জেএল নং - ১, আর এস নং ৯, তৌজি নং ৩০৮৩, আরএস খতিয়ান নং ৪২৮, এলআর খতিয়ান নং ৩০/২, আরএস দাগ নং ৪২৩, এলআর দাগ নং ৬৩৫, মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন পো. বেঙ্গল এনামেল, থানা - টিটাগড়, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং আই-১১৩৯৬, সিডি ভল্যুম নং ৩৯, পৃষ্ঠা - ৭৪২৩ থেকে ৭৪৩৪, বর্ষ ২০১১, এডিএসআর ব্যারাকপুর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা ঠিকানায় সম পরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন পরিমাপ ৪ কাঠা ৮ ছটাক কম বেশি সম্পত্তি সমন্বিত। **সম্পত্তি শ্রী দীপক কুমার বিশ্বাস (প্রয়াত) পিতা সনাতন বিশ্বাস, বর্তমানে আইন উত্তরাধিকারীদের স্বত্বাধীনে।**
চৌহদ্দি : উত্তরে - খাল, **দক্ষিণে :** বেনু রঞ্জন দেবনাথের সম্পত্তি **পূর্বে** - ৮ ফুট সাধারণের চলার পথ, **পশ্চিমে :** বিমল বরালের সম্পত্তি সমন্বিত।

তারিখ : ০৪.১০.২০২৩ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বাবনপুর — সমতা কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি.

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক (ভারত সরকার কা উপক্রম) | pnb | punjab national bank (Govt of India Undertaking)

হেড অফিস : প্লট নং, সেক্টর - ১০, দ্বারকা, নিউ দিল্লি- ১১০০৭৫
শাখা অফিস : এমসিবি লায়ন্স রেঞ্জ, ঠিকানা : ১ আর এন মুখার্জি রোড, মার্টিন বার্ন হাউস, কলকাতা-৭০০০০১, **ফোন : (০৩৩) -৪০২৭৪৬০৭,**
ই-মেল : bo0092@pnb.co.in

আইনি নোটিশ

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে একটি মূল বিক্রয় দলিল নং (১-০৪৪৪৬) ২০১০ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর, হাওড়া সমীপে, শ্রী আশিস ঘোষের অনুকূলে, ভবন মোট পরিমাণ ৯৪৪ বর্গফুট (দুই দোকান পরিমাণ ১৭৮ বর্গফুট এবং একতলার পরিমাণ ৭৬৬ বর্গফুট) নির্মিত অবস্থিত দাগ নং ৪৬৯৪, তৌজি নং ৩৮৬, হুগলি অধীন, খতিয়ান নং ৬৭৬৬, মৌজা- বালি, জেএল নং ১৪, থানা- বালি, জেলা-হাওড়া, যা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, এমসিবি লায়ন্স রেঞ্জ, ১ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা- ৭০০০০১ এর নিকট সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত, বর্তমানে দলিলটি পাওয়া যাচ্ছে না এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হেয়ার স্ট্রিট থানায়-জিডিই নং ১৩৬৫,তাং ১৭.০৬.২০২৩ দাখিল করা হয়েছে। যদি কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট দলিল পেয়ে থাকেন বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনও দাবি থাকলে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না এবং উক্ত মূল দলিল নং ১-০৪৪৪৬-২০১০, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হাওড়া সমীপে এবং তা হারিয়ে গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট দলিলের সার্টিফায়েড কপি এবং জেনারেল ডায়েরি সাপেক্ষে তা মূল দলিল হিসেবেই গণ্য হবে।

স্বা/-
(শেখর সেনগুপ্ত) অ্যাডভোকেট
৮৫/১, গোস্বামী পাড়া রোড বালি, হাওড়া,৭১১২০১১
মো-নং- ৯৮৭৪৯৮২১২৮
Senguptasekhar.adv@gmail.com

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - রূপসা ভৌমিক চক্রবর্তী, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৯৬৭৪৭৬৬২৩৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ৩০.১০.২০২৩ তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ৩০.১০.২০২৩
সময় - ১২০ মিনিট বেলা ১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি)	বকেয়া পরিমাণ	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী শঙ্কর কুমার গুপ্তা,** পিতা রাম লাল গুপ্তা এবং শ্রীমতি ললিতা দেবি, স্বামী রাম লাল গুপ্তা সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৩০৪ পরিমাণ **৯৯৬ বর্গ ফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৩ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং স্পেস, ২ টয়লেট এবং রাথরুম, ১ কিচেন এবং ব্যালকনি, মার্বেল মেঝে ৪র্থ তলে শান্ত নীলয় অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স, সমন্বিত সংশ্লিষ্ট ভবনে পুর হোল্ডিং নং ৩১, ভুজঙ্গধর রোড, লিলুয়া থানা অধীন, জেলা- হাওড়া, বালি পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৯ নতুন ৬৩ হাওড়া পৌর সংস্থা অধীন সংশ্লিষ্ট জমির অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ ৭ কাঠা ১৪ ছটাক সমপরিমাণ ১৩ শতক মৌজা- লিলুয়া, জেএল নং ১২, দাগ নং ৩০৫৭ (অংশ) এবং ৩০৫৭/৩২৪৯ (অংশ) এলআর খতিয়ান নং ২৫২২ (অংশ), ১৬৯০ (অংশ) এবং ৩০৭৮ (অংশ) জেলা এবং এডিএসআর হাওড়া, দলিল নং এল-০৫০২০৩৪২৯-২০১৬ সালের অনুযায়ী সমুদয় সম্পত্তি। **শঙ্কর কুমার গুপ্তা, পিতা প্রয়াত রামলাল গুপ্তা এবং শ্রীমতি ললিতা দেবি, স্বামী প্রয়াত রামলাল গুপ্তার নামে।**	ক) ২৫,৬০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৫৬,০০০.০০ টাকা	২৬,২৮,৬৯৯.৯৯ টাকা (ছাব্বিশ লাখ আঠাশ হাজার ছয়শ নিরানব্বই টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা) ০৭.১০.২০২১ অনুযায়ী অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ এনপিএ তারিখ থেকে দায়বদ্ধ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১১৫২০	ক) নেই খ) স্বত্ব দখল

ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা
পর্যবেক্ষণের তারিখ - ২৬.১০.২০২৩

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ০৭.১০.২০২৩
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI

শাখা - স্টেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

নিলাম অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৮.১১.২০২৩ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ''আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।''

ক্রম নং - ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত ০৮.১১.২০২৩** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৫৮৮.০২ লাখ টাকা ৩১.০৩.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স অ্যাকোর্ডিয়ানস ইনফোকম প্রা. লি., ডিরেক্টরগণ - কৌশিক মুখার্জি এবং সৈকত চন্দ, ঠিকানা** - ৪০১ ডায়মন্ড হারবার রোড, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০৩৪, **কৌশিক মুখার্জি,** পিতা অধীপ মুখার্জি, ৩/১, ডি.এন. মুখার্জি রোড, থানা - বালি, হাওড়া-৭১১২০১, **সৈকত চন্দ,** পিতা সমরেন্দ্র নাথ চন্দ, ৩৩/এ, শ্রীশ চন্দ্র চৌধুরী লেন, কলকাতা - ৭০০০০২, কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য **৩২,২৭,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **৩,২২,৭০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ নির্মাণের সুপারবিল্ট আপ এরিয়া ২০৮৫ বর্গ ফুট ২য় তল, চারটি ঘর, এক লিভিং/ ডাইনিং রুম, এক কিচেন, এক টয়লেট, দালান ইত্যাদি সমন্বিত দক্ষিণ দিকে সকলের ব্যবহারের জন্য সিঁড়ি এবং পশ্চিমদিকে সিঁড়ি, সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের জন্য চলার পথ এক তলায় যা দক্ষিণ থেকে উত্তর দিক পর্যন্ত প্রসারিত এবং অন্যান্য নিকাশি, জল, জলের উৎস, আলো এবং অন্যান্য যাবতীয় পরিষেবা, ছাদ, ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত বালি পুরসভা হোল্ডিং নং ২০৬ এবং ২০৬/১, এবং চূড়ান্তভাবে প্রদত্ত নম্বর ২০৬, বিভাজনের পরবর্তী পুর হোল্ডিং নং ২০৬ (বিএল-সি-১), জেএল নং ১৪, খতিয়ান নং ৭৮২০ থেকে ৭৮২৭, দাগ নং ১০৮৩২ থেকে ১০৮৩৪, আর এস নং ১৭৬৭, ওয়ার্ড নং ৪, বালি পুরসভার প্রেমিসেস নং ২০৬, গোস্বামী পাড়া রোড, পো এবং থানা - বালি, হাওড়া।
সম্পত্তি মেসার্স অ্যাকোর্ডিয়ানস ইনফোকম প্রা.লি. এর নামে।
সংযুক্ত প্ল্যান সংশ্লিষ্ট দলিল নং ১-১৪৯৫/২০১১ এবং ১-১৬৫৪/২০১১ অনুযায়ী মেসার্স অ্যাকোর্ডিয়ানস ইনফোকম প্রা. লি. এর নামে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০১.১১.২০২৩ | প্রতীকী দখলীকৃত | SARB FILE NO. 18455/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং - ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত **০৮.১১.২০২৩** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১,৬২,০৭,৫২১.০৭ টাকা ৩১.০৩.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স হিন্দুস্থান হার্ডওয়্যার, ঠিকানা** - বসিরহাট নতুন বাজার, ইটিন্ডা রোড, টাউন হলের বিপরীতে, পো. বসিরহাট, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৪১১, **অংশীদার এবং ডিরেক্টর : শ্রী দেবাশিস ভৌমিক,** পিতা প্রয়াত কার্তিক চন্দ্র ভৌমিক, **শ্রীমতি রমা ভৌমিক,** স্বামী শ্রী দেবাশিস ভৌমিক **শ্রীমতি বীভা রানি ভৌমিক,** স্বামী প্রয়াত কার্তিক চন্দ্র ভৌমিক, **উভয়ের ঠিকানা** - বিজয় চন্দ্র দাস রোড, সাঁইপালা, পো. এবং থানা - বসিরহাট, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৪১১, কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য **৫২,২০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **৫,২২,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **২০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১০ কাঠা কমবেশি বাস্তু জমি এলওপি নং ১২২, দ্বিতল ভবন সহ মৌজা- বারাসত, প্লট নং ৩৬৭৩, খতিয়ান নং ২৬৮৪, আরএস নং ৩৬৭৩/৪২২৭, জেএল নং ৪৩, সম্পত্তি বর্তমানে অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৪০৩/৩৮১, গ্রাম বসিরহাট সাঁইপাল, থানা- বসিরহাট, বসিরহাট পুরসভা অধীন, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩৪১১। উল্লেখ্য দলিল নং ১৪১/১৯৮৮ তারিখ ২৬.০৪.১৯৮৮।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০১.১১.২০২৩ | প্রতীকী দখলীকৃত | SARB FILE NO. 19104/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং - ৩

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ০৮.১১.২০২৩** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৩,২৯,১৩,৫১২.৪০ টাকা ০৯.০৩.২০১৫** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স অ্যালায়ড ব্যাপার প্রা. লি. ঠিকানা** - ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ২য় তল, রুম নং ১৫, কলকাতা - ৭০০০০১ এবং ১৫৫, ওল্ড যশোর রোড, ফ্ল্যাট নং ৩০৫, ব্লক সি, ফরচুনা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০১৩২ **শ্রীমতি রানী দেবী সুরেকা,** স্বামী কৈলাশ চন্দ্র সুরেকা, ১৫৫, ওল্ড যশোর রোড, ফ্ল্যাট নং ৩০৫, ব্লক সি, ফরচুনা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০১৩২ **শ্রী রাজেশ সুরেকা,** পিতা কৈলাশ চন্দ্র সুরেকা, ১৫৫, ওল্ড যশোর রোড, ফ্ল্যাট নং ৩০৫, ব্লক সি, ফরচুনা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০০১৯ কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য **৯৬,০০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **৯,৬০,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি বাস্তু জমি অবস্থিত মৌজা-চন্দনহাটি, জেএল নং ১০৪, দাগ নং ১৬৯ এর অংশ, খতিয়ান নং আরএস -৭২, এবং এলআর -৯০ এবং ৭৭, হোল্ডিং নং ৩৮, বামনমুড়া মেন রোড, পো- মধ্যমগ্রাম, থানা-বারাসত, ওয়ার্ড নং ১৭, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১২৪। স্বত্ব দলিল নং ০০৫১১-২০১৩ সালের (সংশোধিত দলিল নং ০১১২০-২০১৩ সালের) এবং দলিল নং ১২৬২৯/২০১২ এবং দলিল ঘোষণা ১৪৩৭৭/২০১২ (মালিক মেসার্স এলায়েড ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড)।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০১.১১.২০২৩ | স্বত্ব দখলীকৃত | SARB FILE NO. 19494/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং - ৪

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত **০৮.১১.২০২৩** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৫,৩২,৩৯৭.০০ টাকা ১৫.০৫.২০১৮** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী সুনীল কুমার দত্ত, ঠিকানা** - ১০০/১৭ ভগবতী কলোনি, দক্ষিণ দমদম, মতিঝিল, কলকাতা - ৭০০০৭৪ **এবং** মৌজা - আবদলপুর, রামকৃষ্ণ পল্লী, পো. মধ্যমগ্রাম, থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১৫৫, কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য **১২,৯২,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১,২৯,২০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং একতলা ভবন পরিমাণ ১ কাঠা ৮ ছটাক অর্থাৎ ১.৫ কাঠা, প্রেমিসেস নং ১২৪/এ,মৌজা- আবদালপুর, জেএল নং ৫৩, খতিয়ান নং ৮১৭, দাগ নং ২৯৭, রামকৃষ্ণ পল্লি, পো-মধ্যমগ্রাম,থানা-বারাসত,ওয়ার্ড নং ১১, মধ্যমগ্রাম পুরসভা অধীন,জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ,পিন- ৭০০১৫৫।
স্বত্ব দলিল নং ১০০৮৮/৮৭ তারিখ ০৭.১২.১৯৮৭, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা। সম্পত্তি শ্রীমতি স্মৃতিকণা দত্ত, স্বামী শ্রী সুনীল কুমার দত্ত এর নামে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০১.১১.২০২৩ | প্রতীকী দখলীকৃত | SARB FILE NO. 18984/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং - ৫

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত **০৮.১১.২০২৩** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৭,৭৪,০১৯.০৬ টাকা ১৫.১১.২০২২** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী দেবার্ঘ দত্ত এবং শ্রীমতি অরুনিতা সাহা দত্ত ঠিকানা** - ৬/২এ, ইন্দ্রজ্যোতি অ্যাপার্টমেন্ট, ড. সুরেশ সরকার রোড, এন্টালি মার্কেট, কলকাতা - ৭০০০১৪ এবং ফ্ল্যাট নং ৩সি, ''সেবা নোভেনা'' ৪র্থ তল, ৩১৬৫ নয়াবাদ, থানা - পূর্ব যাদবপুর, নয়াবাদ ব্যাসস্ট্যান্ড, কলকাতা - ৭০০০৯৪। **শ্রী দেবার্ঘ্য দত্ত,** পিতা শ্রী মনোজ কুমার দত্ত, গন্ধর্বপুর লেন, মকদমপুর সদর, জেলা - মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩২১০৩। **শ্রীমতি অরুনিতা সাহা দত্ত,** প্রযত্নে শ্রী অমল কুমার সাহ, বি-১৩, ফ্ল্যাট নং - ৫, রবীন্দ্রপল্লী, বাঘাযতীন, কলকাতা - ৭০০০৮৬, কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য **৩১,১১,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **৩,১১,১০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং ৩সি, ৪র্থতলে, জি-৩ তলা ভবন পরিচিত সেবা নোভেনা, পরিমাণ ৮৮৪ বর্গফুট, ২বেড রুম, ১ কিচেন, ১ ব্যালকনি, ১ ড্রইং রুম, ২ টয়লেট,এবং এক কার পার্কিং স্পেস পরিমাণ ১২০ বর্গফুট প্রেমিসেস নং ৩১৬৫, মৌজা- নয়াবাদ, জেএল নং ২৫, আরএস নং ০৩, তৌজি নং ৫৬, সিএস দাগ নং ১০২, আরএস দাগ নং ১৯১, সিএস খতিয়ান নং ০৬, আরএস খতিয়ান নং ১৪৫, ১৪৬, ওয়ার্ড নং ১০৯, থানা-পূর্ব যাদবপুর বর্তমানে পঞ্চসায়র,কলকাতা-৭০০০৯৪।
স্বত্ব দলিল নং ১-৩৮৪৩/২০১৭ তারিখ : ২৯.১২.২০১৭, জেলা সাব রেজিস্ট্রার-৫, অনুযায়ী শ্রী দেবার্ঘ্য দত্ত এবং শ্রীমতি অরুনিতা সাহা দত্ত এর নামে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০১.১১.২০২৩ | প্রতীকী দখলীকৃত | SARB FILE NO. 19469/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং - ৬

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত **০৮.১১.২০২৩** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২২,৮৩,৫৩০.০০ টাকা ২৯.০৮.২০২২** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রীমতি অর্পিতা হালদার,** স্বামী বিশ্বনাথ হালদার, **শ্রীমতি স্বপ্না হালদার,** স্বামী শ্যাম লাল হালদার, **শ্রী বিশ্বনাথ হালদার,** পিতা শ্যাম লাল হালদার, **ঠিকানা :** গোবিন্দ ভবন, হোল্ডিং নং এনপি-১৪, নয়াপট্টি, সল্টলেক, সেক্টর - ৫, কলকাতা - ৭০০১০২, কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য **৭১,২০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **৭,১২,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সমুদয় ৫ম তলা পাঁচতলা ভবনের হোল্ডিং নং এনপি-১৪, গোবিন্দ ভবন, নয়াপট্টি, সল্টলেক,সেক্টর -৫, জেলা জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা,থানা-বিধাননগর, কলকাতা- ৭০০১০২, পুর সংস্থা অধীন,(মৌজা-কৃষ্ণপুর,জেএল নং ১৭, আরএস খতিয়ান নং ১৫৯৭, আরএস নং ১৮০ দাগ নং ৪৬৮০, ৪৪০৩), মূল বিক্রয় দলিল নং ৩৫৩৭-২০১৫ সালের, এআরএ-২, কলকাতা, অনুযায়ী সম্পত্তি শ্রীমতি স্বপ্না হালদার,স্বামী শ্যাম লাল হালদার এবং শ্রীমতি অর্পিতা হালদার, স্বামী বিশ্বনাথ হালদার এর নামে ।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০১.১১.২০২৩ | প্রতীকী দখলীকৃত | SARB FILE NO. 19458/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং - ৭

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত **০৮.১১.২০২৩** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৪২,৫৯,৯২৫.৯৭ টাকা ০৫.০৭.২০২২** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স জগদীশ বিশ্বাস (স্বত্বা. শ্রী জগদীশ বিশ্বাস)** গ্রাম - হাঁসপুকুরিয়া (কালীতলাপাড়া), নমোপাড়া, পো. হাঁসপুকুরিয়া, থানা - পলাশিপাড়া, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১১৬০, কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য **৩২,৬৫,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **৩,২৬,৫০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং দ্বিতল ভবন পরিমাণ ৪.৫৪ কাঠা জেএল নং ৩৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪১২৬, এলআর খতিয়ান নং ৩৩৫১, স্বত্ব দলিল নং ১-৪৯৯৬/২০১১ তারিখ ১৭.০৬.২০১১ , অনুযায়ী জগদীশ বিশ্বাসের নামে, গ্রাম - হাঁসপুকুরিয়া,(কালীতলাপাড়া),পো- হাঁসপুকুরিয়া, থানা- তেহট্ট (বর্তমানে পলাসীপাড়া), জেলা-নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১১৬০।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০১.১১.২০২৩ | প্রতীকী দখলীকৃত | SARB FILE NO. 19464/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং - ৮

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত **০৮.১১.২০২৩** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৫,৩২,১৮৫.০০ টাকা ২৮.১১.২০১৫** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স মহা মায়া ট্রেডার্স,** ৫০৭/৫১, যশোর রোড, দমদম, কলকাতা - ৭০০০৭৪, **শ্রীমতি লিপি সাহা,** স্বামী সমীর সাহা, দেবেন্দ্র নগর, নাগের বাজার, ওয়ার্ড নং ২১, দম দম, কোল - ৭০০০৭৪ কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য **১৪,০০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১,৪০,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১২ ছটাক ৩৪ বর্গফুট কমবেশি এরিয়া ৪৫০ বর্গফুট উভয় তলে, বর্তমানে অবস্থিত মৌজা- সাতগাছি, জেএল নং ২০, সিএস দাগ নং ২৩৮(অংশ), নির্ধারিত প্লট নং ৯২, সার্ভে প্লট নং ১৪৫, আরএস দাগ নং ১৩৩৫, পুর হোল্ডিং নং ১১৮, রাজা দেবেন্দ্র কলোনি, নাগের বাজার, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন, থানা- দমদম, ওয়ার্ড নং ২১, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০০৭৪। বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অনিন্দ্য সাহা, পিতা শ্রী বিনয় কৃষ্ণ সাহা এবং শ্রীমতি লিপি সাহা, স্বামী শ্রী সমীর সাহার নামে রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ১-০৫২৫৩-২০১৫ সালের এডিএসআর-কাশীপুর দমদম।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০১.১১.২০২৩ | প্রতীকী দখলীকৃত | SARB FILE NO. 18705/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ : ০৭.১০.২০২৩
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

খাদ্যমন্ত্রীকে জেরা করতে এসে আইনের পাঠ পেলেন ইডি আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: ১৯ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের বাড়িতে তদন্ত করেও খালি হাতে ফিরতে হল ইডি আধিকারিকদের। তবে তারা খাদ্যমন্ত্রীর থেকে পুরসভা নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে আইনের পাঠ পেলেন। সঙ্গে পেলেন খাদ্যমন্ত্রীর দেওয়া একটি নিয়োগ সংক্রান্ত আইনের বই। ইডি আধিকারিকদেরকে খাদ্যমন্ত্রী অনুরোধ যেখানেই যা করুন বই পড়ে দেখে শুনে করুন। পাশাপাশি ইডি আধিকারিকদের ১৯ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে নাটক ও খাদ্যমন্ত্রীর পরিবারকে হেনস্তা করার পরেও সৌজন্য দেখালেন রথীন ঘোষ। খাদ্যমন্ত্রীর অনুগামীদের হায় হায় ইডির ধ্বনির মধ্যেও আধিকারিকদের নিরাপদে গাড়িতে তুলে দিয়ে তাদের গাড়ি এলাকার বের করে দিয়ে তবেই ঘরে ঢুকলেন খাদ্যমন্ত্রী।

২০১৪-২০১৭ এর মধ্যে পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির নিয়ে তদন্ত করছে ইডির আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ৬টি পুরসভায় তদন্ত চালান ইডির আধিকারিকেরা। সেই মতো এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্যের কোনও মন্ত্রীর বাড়িতে প্রথম তদন্তে এল ইডি। বৃহস্পতিবার সকাল ৬টায় ঢোকেন ও রাত দেড়টার পর ইডির আধিকারিকরা রথীন ঘোষের বাড়ি থেকে বের হন। মধ্যমগ্রামের রূপকার তথা আদ্যপ্রান্ত স্বচ্ছ, বিচক্ষণ, রাজনৈতিক সচেতন সর্বোপরি আইন সচেতন এক জন জননেতাকে এভাবে ঘরবন্দি করে ইডির তদন্তকে ভালোভাবে নেননি তার অনুগামী থেকে শুরু করে এলাকার মানুষ। তাই আধিকারিকদের বার হতেই তাদের উদ্দেশ্য ধিক্কার স্লোগান দেওয়া হয়। তাদের দাবি বিজেপি চক্রান্ত করে খাদ্যমন্ত্রীকে কালিমালিপ্ত করতে চাইছে। প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে বিজেপি। এই প্রসঙ্গে খাদ্যমন্ত্রী জানান, 'আমাকে ইডির আধিকারিকরা কোনও জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। ২০১৪-২০১৭ পুরসভার নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ইডির উপর দায়িত্ব আছে। ওরা আমাদের আমাদের সবকিছু ইনভেস্টিগেশন করে দেখল। আমাদের বাড়িতে কি আছে না আছে, ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কি আছে না আছে। নাটক করার জন্যই আসা। তবে আমাদের সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করেনি। আমরাও ওদেরকে সহযোগিতা করেছি। বাড়ি থেকে কিছুই পায়নি। তবে আমি একটা চেষ্টা করলাম ইডির একটা ভুল ভাঙাতে। এতদিন ধরে ওরা যে ভাবে বলছিল, হাইকোর্টও যে সব বলছে আমার মনে হয় না যে সঠিক ভাবে ব্রিফ হয়েছে। সেটাই আমি আইনের ধারা তুলে ওদের বলেছি। আমি একটা বইও ওদের সাপ্লাই করেছি। বলেছি সেটা দেখে নিতে, আর যেখানেই যা করুন দেখেশুনে করুন, বলে দাবি করেছেন খাদ্যমন্ত্রী।

জল থই থই ঘাটাল শহর, বন্যা পরিস্থিতির অবনতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: বৃষ্টি থামলেও ঘাটালে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। বাড়ছে শিলাবতী নদীর জল। এর ফলে প্লাবিত হয়েছে ঘাটাল মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা। জলের তলায় রয়েছে বিভিন্ন স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শুরু করে পুর ও গ্রামীণ এলাকার একটা বড় অংশ। নিচু এলাকার রাস্তাঘাট জলের তলায়। ঘাটাল শহরের মধ্যে নৌকো চড়ে চলছে পারাপার। জল উঠেছে রাজ্য সড়কে। সড়ক যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন। স্থানীয় ঘাটালবাসীরা সরকারি ভাবে নৌকা নামানোর দাবি জানিয়েছেন। এই পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদলকে অভিযুক্ত করছেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, গত ৪০ বছরেও অধরা ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান। শুধু ভোট এলেই নেতাদের মুখে শোনা যায় আশ্বাসবাণী। এদিকে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্য পরস্পরকে দোষারোপ করতে ব্যস্ত।

টানা বৃষ্টিতে পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রায় তিন হাজারের বেশি মানুষকে বাড়ি থেকে ত্রাণ শিবিরে সরানো হয়েছে। জেলায় প্রায় কয়েক হাজার একর চাষের জমি জলের তলায় চলে গিয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তন না হলে চাষের ক্ষতির বহর বাড়বে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্ত ব্লকগুলি থেকে প্রতি মুহূর্তে রিপোর্ট সংগ্রহ করছে।

জেলার সবংয়েও একই রকম বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সবংয়ের সারতা, দশগ্রাম, চাউলকুড়ি, নারায়ণবাড়, বলপাই, ভেমুয়া, মোহাড়, বিষ্ণুপুর ও বুড়াল এলাকায় অনেক মাটির বাড়ি ধসে পড়েছে। জলবন্দি বাসিন্দাদের অন্যত্র সরানো হয়েছে। সবংয়ে প্রায় ১০০টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। ২,৫০০ বাসিন্দা ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদেরি ও পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার সবংয়ে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। দুর্গতদের ত্রাণসামগ্রী বিলি করা হয়। শুকনো খাবারের পাশাপাশি রান্নার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলাশাসক জানান, প্রয়োজনীয় সবরকম পদক্ষেপ করা হচ্ছে। জলমগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের অন্যত্র সরানো হচ্ছে।

ঘাটাল পুরসভার ১ থেকে ১২ নম্বর ওয়ার্ড এবং ঘাটাল ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। প্রায় ৩০টি ত্রাণ শিবিরে শতাধিক মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। এলাকার বিস্তীর্ণ এলাকার মাঠের ধান জলের তলায়। দাঁতন-২ ও নারায়ণগড় ব্লকের বেশ কয়েকটি পঞ্চায়েত এলাকা জলমগ্ন হয়েছে। একাধিক মাটির বাড়ি ভেঙেছে। দুই ব্লক মিলিয়ে প্রায় ১৫টি ত্রাণ শিবিরে রয়েছেন শতাধিক মানুষ।

ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট দাবি করেন, 'সরকারের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ত্রাণ দেওয়া হলেও তা বন্যা দুর্গতদের হাতে পৌঁছচ্ছে না, সব ই শাসকদলের নেতা কর্মীরা লুটেপুটে খাচ্ছে, অধিকে এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা, আমরা দলের দুর্গত মানুষের যতটা সম্ভব সাহায্য করছি।' অন্যদিকে পুলিশ প্রশাসন এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে সবং, পিংলা সহ অন্যান্য বন্যা দুর্গত এলাকায়।

এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা কৌশিক হাজরা বলেন, 'এই সময় প্রচুর অসুবিধা হচ্ছে আমাদের, পানীয় জল নেই, ঠিকমতো খাবার দেওয়া হচ্ছে না, বিদ্যুৎ নেই, সরকারের তরফে ত্রাণের কথা বলা হলেও, তা দরিদ্র মানুষের হাতে পৌঁছচ্ছে না। গরিব মানুষের কোনও উপকার হচ্ছে না। দুই সরকারের সদিচ্ছা না থাকলে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান সম্ভব না।' ইংল্যান্ডের টেমস নদী তীরবর্তী এলাকায় যেমন শহরের মধ্যে নৌকা চলাচল করতে দেখা যায়, তেমনই অবস্থা ঘাটাল পুর এলাকার।

খানাকুলের বন্যা দুর্গতদের পাশে রাজ্যের মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির আরামবাগ মহকুমার খানাকুলে বন্যা পরিদর্শনে এলেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। এদিন তিনি ত্রাণ সামগ্রী সঙ্গে নিয়েই বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়ান। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার ত্রাণ না নিয়ে আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার খানাকুলে যাওয়ায় বানভাসি মানুষ ব্যাপক বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। সেই জন্য এদিন মন্ত্রী একেবারে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে পৌঁছে যান খানাকুলের বন্যা দুর্গত এলাকায় পোল এলাকায়। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায়-সহ অন্যান্যরা। এদিন বন্যা দুর্গত মানুষের হাতে তারা শুকনো খাবার, ত্রিপল, পানীয় জল, বিস্কুট-সহ বিভিন্ন দ্রব্য তুলে দেন। জানা গিয়েছে, মন্ত্রী প্রথম খানাকুলের পোল এলাকার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যান, যেখানে ত্রাণ শিবির করা হয়েছে। ওই ত্রাণ শিবিরের বন্যা দুর্গত মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। তারপর তিনি খানাকুলের হরিশচক এলাকার একটি ত্রাণ শিবিরে যান এবং ওখানকার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং ত্রাণ তুলে দেন। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, রাজ্য সরকারের পক্ষে একা আরামবাগের বন্যা সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য বার বার রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছে। এমনকী ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান জমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। পাশাপাশি অরোরা খালের পাড় বাঁধানো নিয়ে প্রশ্ন করা হলে উনি মুখ্যমন্ত্রীর জানাবেন বলে জানান।

সবমিলিয়ে শুক্রবার রাজ্যের মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী খানাকুলের বিস্তীর্ণ বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি খানাকুলের দুটি ব্লকের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করেন।

বল ভেবে খেলতে গিয়ে বিস্ফোরণ, আহত ৫ বালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বল ভেবে সুতলি খুলতে গিয়ে বিস্ফোরণ। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে দত্তপুকুর থানার অন্তর্গত কোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের খড়কি দক্ষিণ পাড়া এলাকায়। ঘটনায় আহত ৯-১১ বছরের ৫ বালক। এদের মধ্যে তিন জন ছোট জাগুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও বাকি দু'জনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তারা বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। যে এই বোম ছুড়ে মেরেছে, তার বয়স ১৫ বছর হবে বলে দাবি আহত এক বালকের পরিবারের। এই ঘটনা নিয়ে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সহ গোটা ঘটনার তদন্তে দত্তপুকুর থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বালতির মধ্যে বোম ছিল। সেই বোমা ছেলেরা খেলার ছলে কয়েকটা ছুড়ে ফেলে দেয়, আর একটা কিছুটা দূরে নিয়ে গিয়ে সুতলি খুলতেই ঘটে বিস্ফোরণ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। এর আগে দত্তপুকুর থানার অন্তর্গত একাধিক এলাকা থেকে বোম উদ্ধার করেছিল পুলিশ। এবারও একই কায়দায় একটি বাগানের মধ্যে বালতিতে বেশ কয়েকটি বোম লুকনো ছিল বলে দাবি। এই বোম কোনও রাজনৈতিক দলের তরফ থেকেই লুকিয়ে রেখেছে বলে এলাকার মানুষের দাবি। তবে কোন রাজনৈতিক দলের কাজ তা পরিষ্কার নয়।

স্থানীয়দের দাবি, এবার এই এলাকা আইএসএস জিতেছে, তাদের সঙ্গে আছে সিপিএম, তাই তাদের দিকেই অভিযোগের তির স্থানীয় বাসিন্দাদের।

২১ দফা দাবিতে জেলাশাসকের দ্বারস্থ জঙ্গলমহল প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন ধরনের সরকারি সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, তা থেকে তাঁরা বঞ্চিত রয়েছেন বলে অভিযোগ। সেই অভিযোগ তুলে ২১ দফা দাবি নিয়ে আজ বাঁকুড়া জেলাশাসক দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান বাঁকুড়া দক্ষিণ জঙ্গলমহল প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির সদস্যরা। সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকার কারণ হিসেবে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন সরকারি আধিকারিকদের দিকে।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, বর্তমান বাজারদর হিসাবে এক হাজার টাকা সরকারি অনুদান পাঁচ হাজার টাকা করতে হবে। প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিটি ব্লকে ক্যাম্প করে তাঁদের অতিসত্ত্বর শংসাপত্র প্রদানের দাবি জানান। চাকুরি সহ প্রত্যেকটি সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রি-মেডিক্যাল বোর্ড করে সুযোগ-সুবিধার আবেদন জানান। কারণ, জাল সার্টিফিকেট বানিয়ে অনেকে প্রতিবন্ধীদের সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। সরকারি ও বেসরকারি বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াত ও প্রতিটি বাসে দু'টি সিট সংরক্ষণের নিয়ম থাকলেও, ওই নির্দেশ মানা হয় না বলে অভিযোগ।

সমস্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত রেশন কার্ডের আওতায় আনার পাশাপাশি ইন্দিরা আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ও গীতাঞ্জলি আবাস যোজনার মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের গৃহ নির্মাণ করার আবেদন জানান। অভিযোগ, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে অস্থি প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্ধারিত এক শতাংশ পদ সংরক্ষণ থাকলেও, তা কার্যকর করা হচ্ছে না। জেলার প্রতিটি ব্লকের অন্তর্গত সমস্ত গ্রামে যে সমস্ত প্রতিবন্ধীরা রয়েছেন, তাঁদের সরকারি ভাবে নামের রেজিস্ট্রারের আবেদন জানানো হয়েছে।

যে সকল প্রতিবন্ধীরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে তাঁদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ ভাতা প্রদানের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। বিশেষ করে যে সমস্ত প্রতিবন্ধীদের আধার কার্ড হচ্ছে না তাঁদের স্পেশাল করে আধার কার্ড করার ব্যবস্থা করতে হবে কারণ আধার কার্ড না থাকলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হচ্ছে না আর অ্যাকাউন্ট থাকলেও মানবিক ভাতার টাকা ব্যাংক দিচ্ছে না বলেও অভিযোগ তুলেছেন বিক্ষোভকারীরা। এছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে আজ জেলাশাসক দপ্তরের সামনে দক্ষিণ বাঁকুড়া জঙ্গলমহল প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির সদস্যরা বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর একটি স্মারকলিপি জমা দেন অতিরিক্ত জেলাশাসক অরিন্দম বিশ্বাসের কাছে।

বনকর্মীদের আটকে রেখে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: হাতির তাণ্ডবের প্রতিবাদে শুক্রবার ঝাড়গ্রাম ব্লকের শিমুলডাঙা গ্রামে বনদপ্তরের কর্মীদের আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন গ্রামবাসীরা। তাদের অভিযোগ, দিনের পর দিন হাতির পাল ঢুকে এলাকার ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করলেও বনদপ্তর কোনও রকম ব্যবস্থা নিচ্ছে না। বৃহস্পতিবার রাত্রে চল্লিশ-পঞ্চাশটি হাতির একটি দল শিমুলডাঙা এলাকায় চাষের জমিতে ঢুকে তাণ্ডব চালায়। এতে ধান সহ অন্যান্য ফসলের ব্যাপক পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রায় ৫০ বিঘা জমির ধান ও অন্যান্য ফসলের ক্ষতি করেছে হাতির দলটি। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, বনদপ্তর ফসলের ক্ষতিপূরণের যথাযথ ব্যবস্থা করুক। কর্মীদের দু'ঘণ্টা আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখানোর পর বনদপ্তর সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিলে গ্রামবাসীরা বনকর্মীদের ছেড়ে দেন।

ব্যাংকে বিডিও

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের বেনিফিসারিদের নিয়ে আজ বিভিন্ন ব্যাংকে ঘুরলেন মঙ্গলকোট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে লোনের ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যে সমস্ত ব্যক্তি এই লোনের জন্য আবেদন করেছেন, তাঁরা বারবার ব্যাংকে যাচ্ছেন কিন্তু ব্যাংকের পক্ষ থেকে তেমন সাড়া মিলছে না বলে অভিযোগ। এ বিষয়ে তাঁরা বিডিওর দারস্থ হন। শুক্রবার মঙ্গলকোটের নতুনহাটে বিভিন্ন ব্যাংকে আবেদনকারীদের নিয়ে ব্যাংক ম্যানেজারদের সঙ্গে দেখা করেন বিডিও।

আসানসোল-দুর্গাপুরে নজরদারির জন্য বিশেষ বুলেট বাহিনী 'রক্ষক'

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের অন্তর্গত এলাকায় নজরদারির জন্য গঠন করা হল বিশেষ বাহিনী, যার নাম দেওয়া হয়েছে রক্ষক। দু'টি বেসরকারি সংস্থা তাদের সিএসআর প্রকল্পে ১৫টি বুলেট আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের হাতে তুলে দেয়। এই বুলেটে করে পুলিশের বিশেষ বাহিনী বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি করবে। এদিন ফ্ল্যাগ অফ করে এই বাহিনীর উদ্বোধন করেন আসানসোল দুর্গাপুর-পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী।

সিপি বলেন, 'অপরাধ দমনের জন্য এই বিশেষ বাহিনী গঠন করা হয়েছে যারা সারাদিন বিভিন্ন এলাকার অলিতে গলিতে নজরদারি করবে। কোথাও কোনও অপরাধ সংগঠিত হওয়ার খবর পেলে দ্রুততার সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছবে।' উল্লেখ্য, রবীন্দ্রভবনের বাইরে এই অনুষ্ঠানটি হওয়ার আগে আসানসোল রবীন্দ্রভবনে বিভিন্ন থানার পুলিশ আধিকারিক, দমকল বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রতিনিধি ও পুজো উদ্যোক্তাদের বৈঠক হয়।

দু'বছরের মধ্যেই জঙ্গি নকশালপন্থা মুক্ত হবে দেশ

ঘোষণা অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর: আগামী ২ বছরের মধ্যে দেশ থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলা হবে জঙ্গি নকশালপন্থাকে। শুক্রবার দিল্লিতে 'জঙ্গি নকশালপন্থী পর্যালোচনা' সংক্রান্ত বৈঠকে এমনটাই ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নরেন্দ্র মোদি সরকারের এক দশকে দেশে নকশালদের তৎপরতা অনেকটাই কমেছে বলেও দাবি করেন তিনি।

দিল্লির ওই বৈঠকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল এবং মাওবাদী উপদ্রুত ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, তেলঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলির প্রতিনিধিরা হাজির ছিলেন। ছিলেন মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রীও। সেখানে শাহ বলেন, 'গত চার দশকের মধ্যে ২০২২ সালেই দেশের মাওবাদী উপদ্রুত এলাকাগুলিতে সবচেয়ে কম হিংসা এবং মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। আমরা মনে করছি, আগামী দু'বছরের মধ্যেই তা পুরোপুরি নির্মূল করে ফেলা যাবে।'

২০১০ সালের তুলনায় ২০২২-এর মাওবাদী হামলা ৭৭ শতাংশ কমেছে বলে তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়ে দাবি করেন শাহ। তাঁর দাবি, মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে ২০১৫ সালে জঙ্গি নকশালপন্থা দমনে যে 'জাতীয় পর্যায়ের নীতি' গ্রহণ করেছিলেন তার সুফল মিলতে শুরু করেছে। তবে দুর্নীতি এবং উন্নয়নের অভাবে প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে মাওবাদী সমস্যা মাথাচাড়া দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ভুয়ো খবর ছড়াতে নানা বিদেশি সংস্থার থেকে টাকা নিত নিউজক্লিক!

অভিযোগ দিল্লি পুলিশের

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর: নিউজক্লিকের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীর পুরকায়স্থকে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা। গ্রেপ্তার হয়েছেন সাংবাদিক অমিত চক্রবর্তীও। আপাতত ৭ দিনের জেল হেপাজতে রয়েছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে জানা গেল, দিল্লি পুলিশ তাদের এফআইআরে দাবি করেছে নানা বিদেশি সংস্থার থেকে কোটি কোটি টাকা নিয়ে ভুয়ো খবর ছড়াত নিউজক্লিক। এই বিদেশি সংস্থাদের অন্যতম শাওমি ও ভিভোর মতো টেলিকম সংস্থা। সেই সঙ্গে আরও অভিযোগ, ওই নিউজ পোর্টালটির একটি বড় এজেন্ডাই ছিল অরুণাচল প্রদেশ ও কাশ্মীরকে ভারতের অংশ হিসেবে না দেখানো! দিল্লি পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, প্রবীর পুরকায়স্থ ও মার্কিন ধনকুবের সিংহমের মধ্যে ইমেল চালাচালির প্রমাণ পেয়েছে তারা। যেখানে আলোচনা করা হয়েছে কীভাবে এমন মানচিত্র তৈরি করা যায় যেখানে কাশ্মীর ও অরুণাচল প্রদেশকে 'বিতর্কিত অঞ্চল' হিসেবে দেখানো যায়। পুলিশের দাবি, দুই অভিযুক্ত প্রবীর ও অমিত ১১৫ কোটি টাকা পেয়েছিলেন দেশের ওই ত্রুটিপূর্ণ মানচিত্র তৈরি করার জন্য। প্রসঙ্গত, চিন বারবারই যে দাবি করে, তাকেই মান্যতা দেওয়ার জন্য জনমত তৈরির দায়িত্ব নিয়েছিল নিউজক্লিক, অভিযোগ তেমনই।

মঙ্গলবারই নিউজক্লিকের দপ্তর ও প্রায় ৩০ জন সাংবাদিকের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। এরপর রাতে গ্রেপ্তার করা হয় প্রবীর ও অমিতকে। এদিকে নিউজক্লিকের তরফে পেশ করা এক বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, 'কারও কথায় খবর করি না। কারও হয়ে খবর করি না। চিন বা নেভিল সিঙ্ঘমের কথাতেও না।'

নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন ইরানের নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের মুখ

৩১ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন নার্গেস মহম্মদি

স্টকহোম, ৬ অক্টোবর: জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় ইরানে নারী স্বাধীনতা নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে নোবেল পুরস্কার পেলেন নার্গেস সাফি মহম্মদি। শুক্রবার নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন ইরানের এই সমাজকর্মী। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই ১৩ বার নার্গিসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ৫১ বছর বয়সি এই সমাজকর্মীকে একাধিকবার হেনস্তা করেছে ইরানের প্রশাসন। সবমিলিয়ে মোট ১৩ বার গ্রেপ্তার হয়েছেন নার্গিস। পাঁচটি অভিযোগে ইতিমধ্যেই তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেছে ইরানের আদালত। এখনও ১৫৪টি অভিযোগ রয়েছে নার্গিসের বিরুদ্ধে। আপাতত ৩১ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন তিনি।

নরওয়েইয়ান নোবেল কমিটি জানিয়েছে, ইরানে মহিলাদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই এবং সবার জন্য মানবাধিকার ও স্বাধীনতার দাবিতে যে লড়াই করছেন নার্গেস মহম্মদি, তার জন্যই তাঁকে শান্তি পুরস্কারের বিজয়ী হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। অসলোর নোবেল কমিটি বলেছে, 'তাঁর সাহসী সংগ্রামের জন্য, ২০২৩ নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী নার্গেস মহম্মদিকে ব্যক্তিগত জীবনে প্রচুর মাসুল দিতে হয়েছে। ইরানের সরকার তাঁকে ১৩ বার গ্রেপ্তার করেছে, পাঁচবার তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং তাঁকে মোট ৩১ বছরের জেল এবং ১৫৪টি বেত্রাঘাতের শাস্তি দিয়েছে। মহম্মদি এখনও কারাগারেই আছেন।' নরওয়েইয়ান নোবেল কমিটি আরও জানিয়েছে, চলতি বছর শান্তি পুরস্কার বিজয়ীদের সংক্ষিপ্ত তালিকায় ২৫৯ জন ব্যক্তি এবং ৯২টি সংস্থার নাম ছিল। এই ৩৫১ টি নামের মধ্য থেকে নার্গেস মহম্মদিকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

অনুপ্রবেশ ঠেকাতে মেক্সিকো সীমান্তে প্রাচীর নির্মাণের ঘোষণা বাইডেনের

লন্ডন, ৬ অক্টোবর: শেষ পর্যন্ত রিপাবলিকান পূর্বসূরি ডোনাল্ড ট্রাম্পের পথেই হাঁটলেন ডেমোক্র্যাট উত্তরসূরি জো বাইডেন। অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে বৃহস্পতিবার মেক্সিকো সীমান্তে প্রাচীর নির্মাণে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। আমেরিকার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী আলেজান্দ্রো মায়োরকাস বৃহস্পতিবার রাতে সরকারি সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে বলেন, 'ক্রমাগত অনুপ্রবেশ ঠেকাতে মেক্সিকো সীমান্তে প্রাচীর নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।'

আমেরিক-মেক্সিকো সীমান্তের রিও গ্র্যান্ডে ভ্যালি এলাকায় প্রাচীরের নতুন অংশটি নির্মিত হবে বলে জানিয়ে মায়োরকাস বলেন, 'এ সংক্রান্ত অর্থ বরাদ্দ অনুমোদনে সম্মত হয়েছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন।' আগামী বছরের হোয়াইট হাউস দখলের ভোটাভুটির আগে বাইডেনের এই সিদ্ধান্ত ডেমোক্র্যাট শিবিরকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। কারণ ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট ভোটে বাইডেনের প্রচারের বড় অংশ জুড়ে ছিল প্রাচীর বন্ধের প্রতিশ্রুতি।

২০১৬ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ভোটে জিতলে অবৈধ অভিবাসীদের ঠেকাতে মেক্সিকো সীমান্ত বরাবর প্রাচীর নির্মাণ করবেন তিনি। গোড়া থেকেই ডেমোক্র্যাট শিবির ট্রাম্পের ওই প্রস্তাবের বিরোধিতায় সরব ছিল। এমনকী, প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে প্রাচীর নির্মাণের জন্য আর্থিক বরাদ্দ অনুমোদনের ক্ষেত্রে আমেরিকার কংগ্রেসে বার বার বাইডেনের দলের বাধার মুখে পড়েছেন ট্রাম্প। তবুও লক্ষ্য থেকে সরেননি তিনি। ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট ভোটে বাইডেনের কাছে হারার আগে পর্যন্ত মেক্সিকোর সীমান্তের একশো কিলোমিটারের বেশি এলাকায় ইস্পাতের প্রাচীর নির্মাণ করিয়েছিলেন ট্রাম্প। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে আমেরিকার ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পরেই বাইডেন কলমের এক খোঁচায় ১৭টি অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল বাইডেন জমানায় শুরু প্রাচীর নির্মাণের কাজ স্থগিত রাখা। বলেছিলেন, 'মেক্সিকো সীমান্তে প্রাচীর বানাতে আর এক ডলারও বরাদ্দ করা হবে না।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই নীতি বদল করলেন তিনি।

শুরু হয়েছে জিএসএ-র ৫ম শীর্ষ সম্মেলন

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর: গ্লোবার সাসটেইনেবিলিটি অ্যালায়েন্সের ৫ম এসডিজি শীর্ষ সম্মেলন শুরু হয়েছে শুক্রবার। আইটিসি মৌর্যতে এই শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। এই আকর্ষক ইভেন্টটিতে ভারত ও বিশ্বের তাবড় নেতাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যার মধ্যে সরকারি আধিকারিক, বড় বড় শিল্পপতি, ও সাসটেইনেবিলিটি বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতি ছিল নজরে পড়ার মতো। এই শীর্ষ সম্মেলনের থিম, 'স্ট্রেংদেনিং ইকনমিস- কোলাবোরেশন, ফিনান্সিং, রেজিলেন্স।' প্রথম দ্রিই শীর্ষ সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ এবং সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট নিয়ে আলোচনা করা হয়। মূলত, গোলটেবিল বৈঠক ও কর্মকর্তাদের আলোচনার ফল ও তা একে অপরের সঙ্গে সংযুক্তির মাধ্যমে একটি ইতিবাচক সমাধানের দিকে এগিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য ছিল এদিনের শীর্ষ সম্মেলনের বিষয়।

ভোটের আগেই রাজস্থানে ৩টি নতুন জেলার ঘোষণা গেহলটের

জয়পুর, ৬ অক্টোবর: শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। তার ঠিক আগে, শুক্রবারই রাজস্থানে তিনটি নতুন জেলা গঠনের ঘোষণা করল অশোক গেহলট সরকার। নতুন তিনটি জেলা হল , মালপুরা, সুজানগড় এবং কুচামন সিটি। এদিন রাজস্থান মন্ত্রিসভার এক বৈঠকের পর, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ হিন্দিতে একটি পোস্ট করেন গেহলট।

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-49/2023-24
Exe. Engr.(Elect.), ADDA invites Percentage Rate Tender (Online Bid System) for the work Tender ID No. 2023_ADDA_587048_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in or contact Exe. Engr.(Elect.) ADDA. Sd/- Exe. Engr. (Elect.) ADDA

NOTICE INVITING E-TENDER
e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for works within Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIT e-558/ 2023-24	17/10/2023 up to 5.00 PM

For details please see at the website www.wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer, Habra Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
NEW G.T. ROAD, UTTARPARA, HOOGHLY – 712258
The Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites offline applications from eligible candidates for Engagement of Skilled/Unskilled Labour, drivers, staffs for special conservancy work, SWM services under West Bengal Labour Minimum Wages Act. Category-wise breakup for Vacant post:

SI No	Designation	Number of head	Period
1	Driver Tractor	1	Until further notice
2	Unskilled Labour	9	Until further notice
Special Conservancy work			
1	Unskilled Labour	30	45 Days
SWM Plant Operation			
1	SWM project Manager	1	Until further notice
2	Unskilled Labour	11	Until further notice
3	Driver Heavy Vehicle	3	Until further notice
4	Front and Back Hoe Loader Operator	1	Until further notice
SWM secondary collection and transportation			
1	Driver	6	Until further notice
2	Unskilled Labour	12	Until further notice

For details contact at Municipality office on or before 13.10.2023.
Sd/-Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality

OFFICE OF THE
BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- DAKSHINGRAM SABITRI DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK
e –Tender are invalid through online Bid System under following. 1) NIeTNO:-06/BANNYESWAR GP/23-24, (2nd Call) DATE:- 06.10.2023. The last date for online submission of all tender is 13.10.23 up to 14:00 hours For details please visit web site htpp://wbtenders.gov.in as office notice.
Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

OFFICE OF THE
HATINAGAR GRAM PANCHAYAT
Nimtala, Berhampore, Murshidabad
Notice inviting e-Tender No– eNIT 34/2022-23, 35/2022-23, 36/2022-23, 37/2022-23 dated :-04/10/2023

Sl. No	Particulars	Date & Time
1	Date of NIT Documents publish	04/10/2023 from 4.00 P.M
2	Documents sell start date	05/10/2023 from 11.00 A.M
3	Date of start of submission of Technical & Financial Bid.	05/10/2023 from 11.00 A.M
4	Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid	11/10/2023 up to 2.00 P.M.
5	Bid opening date & time for Technical Bid	13/10/2023 from 2.00 P.M.
6	Bid opening date & time for Financial Bid	After finalized Technical Bid

For details logging on to https://wbtenders.gov.in the contractor is to click on the link for e-Tendering site as given on the web portal.
Sd/- Prodhan
Hatinagar GP

Tender Notice
Following three E- tender notice are hereby invited on behalf of Prodhan, Bahirgachi GP, Post- Hat Bahirgachi, Dt.- Nadia vide NIT No- 10 (e), 11(e) and 12(e)/ BGP/15th CFC/2023-24, date- 06.10.2023. Last date of submission Tender documents on 13.10.2023. Details information are available in www.etender.wb.nic.in
Sd/- Prodhan
Bahirgachi Gram Panchayat

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 16/EO/2023-24
E-Tenders are invited for 3 nos Civil works. Bid Submission start- 06/10/2023, Ends- 13/10/2023 For more details please visit www.wbtenders.gov.in or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

Press Notice
E-Tenders are hereby invited from Bonafede experienced and reliable contractors for Construction of 18 no's W.H.S scheme under PMKSY WDC 2.0 scheme in Purulia District on and from 05/10/2023 to 08/11/2023. Vide NIT- 07(e)/ PMKSY-WDC 2.0-NRM- 4/ 01/ 2023-24
Details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Assistant Director of Agriculture
Baghmundi Block &
PIA, Kharkai & Subarnarekha Watershed

e-TENDER NOTICE
e-Tender invited by the Prodhan Bethuadahari-I Gram Panchayat, Nakashipara Block, Nadia. NIET No: WB/NADIA/BETHUADAHARI-I GP/NIET 03/2023-24. Dated: 06/10/2023.
Bid submission closing date: 13/10/2023 at 5 PM. Technical Bid open: 15/10/2023 after 2 PM. For more details please visit: https://wbtenders.gov.in or contact to the G.P office.
Sd/- Prodhan
Bethuadahari-I Gram Panchayat, Nakashipara Block, Nadia.

Mugura Gram Panchayat
(Raina-I Panchayat Samity)
Vill.+P.O.- Sanktia, Dist.- Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender are being invited from the eligible contractor vide e-Tender No.: i) 246/MGP, ii) 247/ MGP, iii) 248/MGP & iv) 249/ MGP, Date: 05.10.2023. Fund: 15th CFC (2023-24). Tender will be available in the website www.wbtenders.gov.in and undersigned GP Office. Last Date and Time of Bid Submission of Tender paper is on: 13.10.2023 at 11:00 AM. Bid Opening Date: 16.10.2023 at 11:00 AM.
Sd/-
Prodhan
Mugura Gram Panchayat

G-PLOT GRAM PANCHAYAT E-TENDER
Pathrprtima Block, South 24 Parganas District
ABRIDGED NIT
On behalf of G-Plot Gram Panchayat of Patharpratima Block under south 24 parganas dist. invites bids for 4 Nos community Latrine vide NIT No. 340 dated 05/10/2023 within the GP area. The Estimated Cost excluding GST & L.Cess are Rs. 293514/-293514/-293514/-395263/-, respectively. The period of bid submission is 10 AM of 5th October 2023 to 11AM of 11 th Oct 2023. Tender opening 13/10/2023.
S/D Pradhan,
G-Plot Gram Panchayat

Office of the
Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman
e-Tender Notice No./Tender Reference No.:-
e-NIT No.: 09/DGP/PRO/2023-24/2nd Call, Date: 05/10/2023
e-Tender for 05 nos. Cover Drain hereby invited by the Prodhan, Durgapur Gram Panchayat from bonafied suppliers/agencies to participate in the eTender from 06/10/2023 at 09:00 AM to 12/10/2023 up to 06.00 PM. For further details visit the website https://wbtenders.gov.in/ & undersigned GP office.
Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

Office of the
Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman
e-Tender Notice No./Tender Reference No.:-
e-NIT No.: 08/DGP/PRO/2023-24/2nd Call, Date: 05/10/2023
e-Tender for 09 nos. CC Road hereby invited by the Prodhan, Durgapur Gram Panchayat from bonafied suppliers/agencies to participate in the eTender from 06/10/2023 at 09:00 AM to 12/10/2023 up to 06.00 PM. For further details visit the website https://wbtenders.gov.in/ & undersigned GP office.
Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

Office of the
Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman
e-Tender Notice No./Tender Reference No.:-
e-NIT No.: 07/DGP/PRO/2023-24/3rd Call, Date: 05/10/2023
e-Tender for 01 no. Community Latrine hereby invited by the Prodhan, Durgapur Gram Panchayat from bonafied suppliers/ agencies to participate in the eTender from 06/10/2023 at 09:00 AM to 12/10/2023 up to 06.00 PM. For further details visit the website https://wbtenders.gov.in/ & undersigned GP office.
Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

W. B. AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
23B, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001
Website: www.wbagroindustries.com,
Email: wb.agro@wbaicl.com
Phone No. 2230-2314/2230-2315
NIeT No. AIC/ PD/ EE/ NIeT 04 & 08 (2nd Call)/ 23-24 Dt. 06-10-23
E-tenders are invited by the Executive Engineer for supply of Seed Processing Machinery/ Furniture/ Agriculture machinery/ Implement/ Weighing Machine/ Bar code reader/ Miscellaneous items at Paschim Bardhaman and North 24 PGS District of West Bengal from Bonafied Manufacturers/ Dealers/ Distributors/ Vendors/ Agency/ contractors fulfilling eligiblility criteria.
Bid Documents will be available from https://wbtenders.gov.in
Last Date for Submission: 03/11/2023 at 16:30 hrs.

Nasibpur Gram Panchayat
Nasibpur, Singur, Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are being invited from the eligible contractor for execution of different development works vide Tender Memo No.: 1) NGP/162/ 2023, 2) NGP/163/2023, 3) NGP/164/2023, 4) NGP/165/2023, 5) NGP/ 166/2023, 6) NGP/167/2023, 7) NGP/168/2023, 8) NGP/169/2023, 9) NGP/170/2023, 10) NGP/171/2023 & NGP/172/2023, Date: 06.10.2023. Fund: CFC/BG/UNTIED/2023-24 (For Memo No.: 162 to 167) & CFC/ BG/TIED/2023-24 (For Memo No.: 168 to 172). Bid Submission End Date (Online): 13.10.2023 up to 09:30 AM. Date of Opening: 16.10.2023 at 10:00 AM (For Memo No.: 162 to 167) & 09:00 AM (For Memo No.: 168 to 172). For details information visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Nasibpur Gram Panchayat

Jagadishpur Gram Panchayat
Jagadishpur Hat, Howrah
Notice Inviting e-Tender
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide Tender Reference No.:- i) WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-06/2023-24, Date: 05.10.2023. & ii) WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-07/2023-24, Date: 05.10.2023. Fund: 15th FC (TIED) & 15th FC (UNTIED) respectively. Bid Submission Start Date: 05.10.2023 from 04.00 PM & 06.10.2023 from 06.00 PM respectively. Last Date of Bid Submission : 13.10.2023 up to 05.00 PM. Date of Opening: 16.10.2023 at 11.00 AM. Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd/-, Prodhan
Jagadishpur Gram Panchayat

Mirzapur Bankipur Gram Panchayat
Mirzapur Bankipur, Singur, Hooghly, 712409
Notice Inviting e-Tender
e-Tender are invited from bonafied resourceful contractor for different development works. For Scheme details, other Terms and Conditions please visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP office.
NIT No.: 339/MB/23-24/SBM(G), Date: 06.10.2023, Scheme: 12 nos. Publishing, Documents Download/Sale & Bid Submission Start Date (Online): 07.10.2023 at 01:00 PM. Bid Submission Closing Date (Online): 14.10.2023 up to 01:00 PM. Bid Opening Date for Technical Proposals (Online): 16.10.2023 at 01:00 PM onwards.
Sd/-, Pradhan
Mirzapur Bankipur Gram Panchayat

Office of the
South 24 Parganas Regulated Market Committee
(Constituted Under the West Bengal Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1972)
Bishnupur-II Krishak Bazar, Amtala-Baruipur Road, Ghosh Para, P.O. Kanya Nagar, P.S. Bishnupur, PIN-743398, South 24 Parganas.
Expression of Interest
South 24 Parganas Regulated Market Committee invites "EXPRESSION OF INTEREST" (EOI) through this office Memo No. 331 Dated 04.10.2023 for "Verification & Stamping and Annual Maintenance Contract (AMC) with required spare parts of Weigh Bridge at different K.B. under South 24 Pgs RMC" EOI for the above work are to be submitted by post/courier or by hand to Secretary, South 24 Parganas Regulated Market Committee on or before 2.00 pm on 13.10.2023. Other details information will be available on South 24 Parganas Regulated Market Committee Office Notice Board.
Sd/- Secretary
South 24 Parganas RMC

Office of the
Choa Gram Panchayat
P.O-Choa : P.S-Hariharpara : Dist-Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tender Notice No :- 04/CGP/2023-24, 05/CGP/2023-24 & 06/CGP/2023-24 Date: 06/10/2023
Tenders are invited by the Prodhan, Choa Gram Panchayat, Choa, Hariharpara, Murshidabad through electronic tendering (e-tendering) from the bidders experience in allied works (Roads/Drain/Building/Solar) from PWD, CPWD, Zilla Parishad, Panchayat Samity, Gram Panchayat are entitled to participate in bidding rates for the work listed in the tender notice published in the e-tender of P & R.D Govt. of West Bengal Website i.e, http://wbtenders. gov.in
* Information to bidders:
Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice.

Last date and time for downloading of tender documents	14/10/2023 up to 3.00 P.M. (as per Server clock)
Last date and time for submission of e-tender	14/10/2023 up to 3.00 P.M. (as per Server clock)
Date of technical opening of Tender	16/10/2023 after 3.00P.M. (as per Server clock)

By Order:- Prodhan
Choa Gram Panchayat

Office of the
Choa Gram Panchayat
P.O- Choa : P.S-Hariharpara : Dist-Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tender Notice No :- 03/CGP/2023-24 Date: 06/10/2023
Tenders are invited by the Prodhan, Choa Gram Panchayat, Choa, Hariharpara, Murshidabad through electronic tendering (e-tendering) from the bidders experience in allied works (Solar based water treatment plant) from PWD, CPWD, Zilla Parishad, Panchayat Samity, Gram Panchayat are entitled to participate in bidding rates for the work listed in the tender notice published in the e-tender of P & R.D Govt. of West Bengal Website i.e, http://wbtenders.gov.in
* Information to bidders:
Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice.

Last date and time for downloading of tender documents	02/11/2023 up to 3.00 P.M. (as per Server clock)
Last date and time for submission of e-tender	02/11/2023 up to 3.00 P.M. (as per Server clock)
Date of technical opening of Tender	06/11/2023 after 11.00A.M. (as per Server clock)

By Order:- Prodhan
Choa Gram Panchayat

OFFICE OF THE PRODHAN
LAXMIJOLA GRAM PANCHAYAT
(UNDER RAGHUNATHGANJ-II DEVELOPMENT BLOCK)
Vill.+P.O.: KULGACHI,
P.S :- Raghunathganj,
Dist. :- Murshidabad.
TENDER NOTICE
Percentage rate E-Tender invited
NIT No:- 7/15th Fin. Comm. (Tied)/ LGP/2023-2024 Dt. 06-10-2023 & Memo No:-1315(5)/15th Fin. Comm. (Tied) / LGP/2023-2024 Dt. 06-10-2023. Last Date & Time of submission Bids. 23.10.2023, 15:00.
Interested contractor / Agency may visit NOTICE BOARD of Laxmijola Gram Panchayat.

OFFICE OF THE PRODHAN
LAXMIJOLA GRAM PANCHAYAT
(UNDER RAGHUNATHGANJ-II DEVELOPMENT BLOCK)
Vill.+P.O.: KULGACHI,
P.S :- Raghunathganj,
Dist. :- Murshidabad.
TENDER NOTICE
Percentage rate E-Tender invited
1. NIT No. 4/15th FC (Tied) / LGP/ 2023-2024 (2nd Call) Dt.04/ 10/ 2023 & Memo No:- 1276 (05)/ 15th FC (Tied)/LGP/2023-2024 Dt. 04/10/2023. Last Date & Time of submission Bids. 13.10.2023, 15:00.
2. NIT No. 5/15th Fin. Comm. (Tied)/ LGP/2023-2024 Dt. 04-10-2023 & Memo No:- 1276 (05)/ 15th FC (Tied)/ LGP/2023-2024 Dt. 04/10/2023. Last Date & Time of submission Bids. 13.10.2023, 15:00.
3. NIT No. 6/15th FC (Unied) / LGP/ 2023-2024 Dt.05-09-2023 & Memo No:- 1277 (05)/15th FC (Untied)/LGP/2023-2024, Last Date & Time of submission Bids. 13.10.2023, 15:00.
Interested contractor / Agency may visit NOTICE BOARD of Laxmijola Gram Panchayat.

Barijahatty Gram Panchayat
Chanditala, Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different work(s) vide NIT No.: 1) 601/BGP/2023, 2) 602/BGP/2023, 3) 603/BGP/ 2023, 4) 604/BGP/2023, 5) 605/ BGP/2023, 6) 606/BGP/2023, 7) 607/BGP/2023, 8) 608/BGP/2023, Date: 04.10.2023 and 9) 616/ BGP/2023, 10) 617/BGP/2023, 11) 618/BGP/2023, 12) 619/BGP/2023 & 13) 620/BGP/2023, Date: 05.10.2023. Fund: 15th Finance. Tender Publish Date: 04.10.2023 (For NIT- 601 to 608) & 05.10.2023 (For NIT- 616 to 620). Bid Submission Date: 11.10.2023 up to 11:00 AM. Date of Opening: 13.10.2023. For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-, Prodhan
Barijahatty Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER
Undersigned NIeT No.: 42/EO Kh-II/2023-24, Date: 05.10.2023 for Construction of 07 nos. Toilet under Khanakul-II PS area. Last Date of Closing of uploading bids ends on 13.10.2023 up to 11.00 AM. For detail visit wbtenders.gov.in
Sd/-
EO
Khanakul-II Panchayat Samity, Hooghly

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: জিএসইউ/ইলেক্ট/এএসএন/২০২৩/১৫, তারিখঃ ০৪.১০.২০২৩। ডেপুটি সিপিএম/ইলেক্ট/জিএসইউ/আসানসোল, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বৈধ ইলেকট্রিক কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স এবং সুপারভাইজরি লাইসেন্স আছে এমন এবং নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদনে আর্থিকভাবে সক্ষম নামী টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডার কেস নংঃ জিএসইউ/ইলেক্ট/এএসএন/২০২৩/১৫, কাজের নামঃ অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমের অধীনে বর্তমান/নির্মাণাধীন ফুট ওভারব্রিজে এসক্যালেটর কাজের ব্যবস্থার জন্য বৈদ্যুতিক কাজ (মোট ৪টি, শিমুলতলা-২টি, অন্ডাল-২টি)। টেন্ডার মূল্যঃ ২৫,৭৯,৪০৮.৯৬ টাকা। বায়না মূল্যঃ ৫১,৬০০ টাকা। কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ স্বীকৃতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ৯ মাস। কাজের জন্য প্রস্তাবের বৈধতাঃ খোলার তারিখ থেকে ৪৫ দিন। খোলার তারিখ এবং সময়ঃ ৩১.১০.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২টা। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-তে দেখা যাবে।
ASN-131/2023-24
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে জয় দিয়ে বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু পাকিস্তানের

হায়দরাবাদ: ১৯৯৬ সালে বিশ্বকাপে যখন প্রথমবারের মতো নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হয় পাকিস্তান, টিম ডি লিডি ১৯ বল খেলে রান করতে পারেননি কোনো। পরে বোলিংয়ে ৪ ওভারে থেকেছিলেন উইকেটশূন্য। পাকিস্তান সে ম্যাচ জিতেছিল ৮ উইকেটে। ২০০৩ সালে যখন আবার মুখোমুখি দুই দল, ৯৭ রানে হারা ম্যাচে ডি লিডি নিয়েছিলেন ২ উইকেট, ব্যাটিংয়ে করেছিলেন ৩৫ বলে ১৫ রান।

২০২৩ সালে ১২ বছর পর বিশ্বকাপে ফেরা নেদারল্যান্ডসকে হায়দরাবাদে ৮১ রানের বড় ব্যবধানেই হারাল পাকিস্তান। তবে ম্যাচের বড় একটা সময় তাদের অস্বস্তিতে রেখেছিলেন আরেক ডি লিডি-টিমের ছেলে বাস। বোলিংয়ে ৪ উইকেটের পর ৬৮ বলে ৬৭ রান-বাস ছিলেন দুর্দান্ত। তবে তাঁর এমন পারফরম্যান্স যথেষ্ট হয়নি নেদারল্যান্ডসের জন্য। ডাচ-শঙ্কা কাটিয়ে পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত সহজ জয়ে শুরু করেছে বিশ্বকাপ।

২৮৭ রানের লক্ষ্য সহজ হবে না পাকিস্তানের বিপক্ষে, সেটি অনুমিতই ছিল। প্রথম পাওয়ার প্লেতে অবশ্য ম্যাক্স ও'ডাউডের উইকেটটি হারায় নেদারল্যান্ডস, হাসান আলীর শর্ট বলের জবাব দিতে পারেননি তিনি। ১২ তম ওভারে প্রথমবার বোলিংয়ে এসে প্রথম বলেই ইফতিখার আহমেদ বোল্ড করেন কলিন অ্যাকারম্যানকে, তাতে চাপ বাড়ে নেদারল্যান্ডসের। ডি লিডি ও বিক্রমজিত সিংয়ের জুটি এরপর অস্বস্তিতে ফেলে পাকিস্তানকে। ৭৬ বলে ৭০ রানের সে জুটি ভাঙেন শাদাব খান, ৬৭ বলে ৫২ রান করা বিক্রমজিতকে ফিরিয়ে। পাকিস্তানের স্পিনারদের পারফরম্যান্স আলোচনায় ছিল টুর্নামেন্ট শুরুর আগে থেকেই, তবে তাঁরাই আজ এনে দিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ সব উইকেট। ডি লিডিকে থামিয়েছেন মোহাম্মদ নেওয়াজ, করেছেন বোল্ড। ডি লিডি অবশ্য আউট হয়েছেন সপ্তম ব্যাটসম্যান হিসেবে। বিক্রমজিতের পর কেউই সে অর্থে তাঁকে সঙ্গ দিতে পারেননি। মাঝে উইকেটের দরকার থাকলেও শাহিন শাহ আফ্রিদি বা হারিস রউফদের দ্রুত আনেননি বাবর। পরে এসে অবশ্য তাঁরা ডাচদের দাঁড়াতে দেননি আর। ডি লিডি ছাড়া মিডল অর্ডারে নেদারল্যান্ডসের কেউই সুবিধা করতে পারেননি। ৪১ ওভারেই গুটিয়ে যায় তারা।

বোলিংয়ে পাকিস্তানের পারফরম্যান্স সমন্বিতই ছিল। ব্যাটিংয়ে মূল অবদান সেখানে মোহাম্মদ রিজওয়ান ও সৌদ শাকিলের পর শাদাব ও নেওয়াজের। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামার আগে পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম বলেছিলেন, তাঁদের লক্ষ্য ২৯০ থেকে ৩০০ রানের মতো। প্রথম ১০ ওভারের মধ্যে ৩ উইকেট হারানোর পর সেটি মনে হচ্ছিল অনেক দূরের পথ। রিজওয়ান ও শাকিলের ১১৪ বলে ১২০ রানের জুটিতে সেটি চলে এসেছিল নাগালে। এরপর ৩০ রানের মধ্যে ৩ উইকেট হারিয়ে আবার চাপে পড়া, শাদাব খান ও মোহাম্মদ নেওয়াজের জুটিতে আবার আশা পাওয়া। ২৫২ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে ফেলার পরও অবশ্য পাকিস্তান যায় ২৮৬ রান পর্যন্ত, সেটি আফ্রিদির ১২ বলে ১৩ ও রউফের ১৪ বলে ১৬ রানের ইনিংসে।

আলোচনায় থাকা পাকিস্তানের টপ অর্ডার সফল হয়নি আজও। ফখর জামান, ইমাম-উল-হক ও বাবর আজম চলে যান ৩৮ রানের মধ্যেই। শুরুতে চাপে পড়লেও রিজওয়ান ও শাকিল ছিলেন দারুণ ইতিবাচক। প্রিয় হয়ে ওঠা চার নম্বরে এ বছরের ষষ্ঠ ফিফটিটি পেতে রিজওয়ানের লাগে ৫৮ বল। শাকিল ব্যাটিং করেছেন আরও দ্রুত গতিতে, তাঁর ফিফটি করতে লাগে মাত্র ৩২ বল। দুজনের জুটির সময় নেদারল্যান্ডসকে মনে হচ্ছিল ক্লান্ত।

তবে ঠিকই ঘুরে দাঁড়ায় ডাচরা। ৫২ বলে ৬৮ রান করা শাকিলকে ফিরিয়ে আরিয়ান দত্ত সে জুটি ভাঙার পর হায়দরাবাদে চলে ডি লিডির শো। একই ওভারে ৬৮ রান করা রিজওয়ান ও ইফতিখার তাঁর শিকার। ১৮৮ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে ধুঁকতে থাকা পাকিস্তানকে উদ্ধারে এগিয়ে আসেন শাদাব ও নেওয়াজ। ৭০ বলে দুজন যোগ করেন ৬৪ রান। শাদাবের পর হাসানকে পরপর ২ বলে থামিয়েছিলেন ডি লিডি। তবে হায়দরাবাদকে ঠিক নিজের করে নিতে পারেননি তিনি।

পাকিস্তানের ম্যাচে বাড়তি নিরাপত্তা

হায়দরাবাদ: পাকিস্তানের ম্যাচের জন্যই বাড়তি নিরাপত্তা? অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে তৎপর হায়দরাবাদ প্রশাসন। নজর দেওয়া হয় কোনায়-কোনায়। বিশ্ব ক্রিকেটের মহাযুদ্ধে দ্বিতীয় দিনে মুখোমুখি হয়েছে পাকিস্তান ও নেদারল্যান্ডস। হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে চলছে ম্যাচ। বাড়তি নজর দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তায়। ম্যাচ চলাকালীন কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতেই এই ব্যবস্থা। হাজির রয়েছে প্রশাসনের বিশেষ-বিশেষ উইংসও। সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে সর্বত্র। ম্যাচের আগেই আলোচনায় উঠে এসেছিল হায়দরাবাদের এই রাজীব গান্ধী স্টেডিয়াম। মুহূর্তে ভাইরাল হয়েছিল স্টেডিয়ামের বেহাল দশার ছবি। নোংরা স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখতে নারাজ দর্শকের একাংশ। এর বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় সোচ্চার হয় তাঁরা। তবে এ বার ধরা পড়ল অন্য ছবি। পাকিস্তান-নেদারল্যান্ডস ম্যাচের জন্য নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা স্টেডিয়াম চত্বর। এই স্টেডিয়ামে ৩৯ হাজার দর্শক আসন রয়েছে। দর্শক ও প্লেয়ারদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

‘সোনায় মোড়ানো’ পারফরম্যান্সে অলিম্পিকের টিকিট হরমনপ্রীতদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: মধুর বদলা? নিশ্চিত ভাবেই! জাকার্তা এশিয়ান গেমসে যে টিমের কাছে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল, সেই জাপানকে হারিয়েই হানঝাউ গেমসে হকিতে সোনা জিতলেন হরমনপ্রীত সিং, ললিত উপাধ্যায়, অমিত রোহিদাসরা। জাকার্তা থেকেই টোকিও অলিম্পিকের উড়ান শুরু হয়েছিল। ৪০ বছরের খরা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত হকিতে এসেছিল পদক। এ বারের সোনা প্যারিস অলিম্পিকের স্বপ্ন কয়েক পারা চড়িয়ে দেবে, সন্দেহ নেই। জাপানকে ৫-১ গোলে হারিয়ে সোনার মঞ্চে উঠে পড়ল ভারত। গত কয়েক বছর ভারতের হকির পুনর্জন্ম হয়েছে আবার। ফিরে এসেছে হকির হারিয়ে যাওয়া মহিমা। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পর এশিয়ান গেমসে সোনা। একই সঙ্গে হানঝাউ থেকেই প্যারিস অলিম্পিকের টিকিটও জোগাড় করে ফেললেন হরমনপ্রীতরা।

১৯৬৬ সালে প্রথমবার এশিয়ান গেমসের হকি থেকে সোনা জিতেছিল ভারত। আবার সোনার দেখা মিলেছিল ১৯৯৮ সালে। তার পর অপেক্ষা করতে হয়েছে ২০১৪ সাল পর্যন্ত। চতুর্থ সোনা এল হানঝাউয়ে। একটা সময় ভারতীয় হকি টিম একের পর এক ইতিহাস তৈরি করেছে অলিম্পিকে। অপ্রতিরোধ্য ছিল হকি দুনিয়ায়। সেই প্রাধান্য যেন আবার ফিরছে হরমনপ্রীতদের হাত ধরে। এ বারের এশিয়ান গেমস দাপটের সঙ্গে শুরু করেছিল ভারত। উজবেকিস্তান ও সিঙ্গাপুরকে ১৬ গোল করে দিয়েছিলেন মনদীপ-মনপ্রীতরা। সেই ছন্দের একবার পতন দেখা যায়নি। জাপানের বিরুদ্ধে শুধু ফাইনাল নয়, গ্রুপ লিগের ম্যাচেও জিতেছিল ভারত। ফাইনালে তারই অ্যাকশন রিপ্লে দেখা গেল।

জাপানিদের গতি, স্কিল, কাউন্টার অ্যাটাক আর উইং প্লে-র বিরুদ্ধে শুরু থেকেই ভারত সহজসরল ছক নিয়ে নেমেছিল। বল নিজেদের দখলে রাখা। আর বিপক্ষের স্টিকে বল থাকলে, ডি-বক্সে প্রচীর তৈরি করা। সফল স্ট্র্যাটেজি। জাপান ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার সুযোগই পেল না ভারতীয়দের আগ্রাসনের সামনে। জাপানের গোলে বল রাখা শুরু করেছিলেন প্রাক্তন ক্যাপ্টেন মনপ্রীত সিং। শেষ করলেন বর্তমান ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত সিং। প্রথম কোয়ার্টার ছিল গোলশূন্য। কিন্তু দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ১-০ করে ফেলে ভারত। জাপানের বক্সে মুভ তৈরি করেন ললিত। সেখান থেকে বল ঘুরে পৌঁছে যায় বক্সের বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে থাকা মনপ্রীতের কাছে। ভারতের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন ব্যাকহ্যান্ডে গোল করার জন্য বিখ্যাত। তিনি কোনও ভুল করেননি। ১-০ করেন। সেই ধাক্কাটাই আর সামলাতে পারেননি জাপানিরা। জাপান মাথা তোলার আগেই ৪-০ করে ফেলে ভারত। এই এশিয়ান গেমসে আগ্রাসী ভারত যেমন প্রাপ্তি, তেমনই নয়া অবতারে দেখা দিয়েছেন অমিত রুইদাস। ভারতীয় ডিফেন্ডার গোল এতদিন করতেন। কিন্তু ড্রাগ ফ্লিকে যে ধারালো হয়ে উঠেছেন, তা জানা ছিল না। শুরু থেকেই এই অমিত চাপে ফেলে দিচ্ছেন। ফাইনালেও সেই ঝলক দেখিয়ে দিলেন। পেনাল্টি কর্নার থেকে অমিত ২-০ করেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ম্যাচের দুরন্ত গোল করেন অভিষেক। ডান ডিক থেকে কোনাকুনি শটে করা তাঁর গোলটা নিয়ে আলোচনা থাকবে। পরের দুটো গোল পেনাল্টি কর্নার থেকে হরমনপ্রীতের। হানঝাউ গেমসে চারটে হ্যাটট্রিক করেছেন হরমনপ্রীত। বিশ্বের সেরা ড্রাগ ফ্লিকার ফর্মে থাকলে কী হয়, আরও একবার দেখতে হল জাপানকে। মাঝে একটা গোল করে পাল্টা ফেরার চেষ্টা করেছিল ঠিকই, কিন্তু জাপানকে আর মাথা তুলতে দেননি ভারতীয়রা।

আর্চারি রিকার্ভে ভারতে এল জোড়া পদক রুপো অতনুদের, ব্রোঞ্জ অঙ্কিতাদের

হানঝাউ: ভারতের তিরন্দাজরা এ বারের এশিয়ান গেমস থেকে একের পর এক পদক এনে দিচ্ছেন দেশকে। কমপাউন্ড আর্চারিতে চলতি হানঝাউ গেমসে এর আগে সাফল্য পেয়েছেন ভারতের তিরন্দাজরা। এ বার রিকার্ভ থেকে একদিনে এল জোড়া পদক। হানঝাউতে শুক্রবার প্রথমে ব্রোঞ্জ পান ভারতের মেয়েদের রিকার্ভ টিম। চিড়িয়ামোড়ের মেয়ে অঙ্কিতা ভকত, ভজন কৌর ও সিমরনজিৎ কৌরের হাত ধরে আর্চারি রিকার্ভে প্রথম পদক আসে ভারতে। তারপর আর্চারি রিকার্ভে রুপো পেয়েছে ভারতের পুরুষ টিম। অতনু দাস-ধীরজ বোমাদেবারা-তুষার শেলকের হাত ধরে আর্চারি রিকার্ভে রুপো এসেছে ভারতে।

রিকার্ভে পুরুষদের টিম ফাইনালে কোরিয়ার বিরুদ্ধে নেমেছিল। প্রথম সেটটা জিতেছিল কোরিয়া। সেকেন্ড সেটের দ্বিতীয় সিরিজে ভারত ৩০ মারে। দ্বিতীয় সেট ড্র করায় ৩-১ হয় স্কোর। তুষারকে ফাইনালে একটু নড়বড়ে দেখাচ্ছিল। তৃতীয় সিরিজে ৭ মারেন তুষার। ৫৬-৫৫তে তৃতীয় সেট জিতে যায় কোরিয়া। যার ফলে সোনার ম্যাচে রুপোতেই থামতে হল ভারতকে। পুরুষ টিমের রুপোর আগে রিকার্ভে ভারতের মেয়েরা ব্রোঞ্জ পেয়েছে। কোরিয়ার কাছে সেমিফাইনালে হারার পর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে ব্রোঞ্জ পদক ম্যাচে খেলে ভারতের মেয়েরা। তাতে অঙ্কিতা ভকত, ভজন কৌর ও সিমরনজিৎ কৌর ৬-২ ব্যবধানে হারান ভিয়েতনাম টিমকে এবং ভারতকে রিকার্ভ থেকে প্রথম পদক এনে দেন। পুরুষদের কমপাউন্ড আর্চারিতে এর আগে সোনা জিতেছিলেন অভিষেক-প্রবীণ -প্রথমেশরা। আর মেয়েদের আর্চারির কমপাউন্ড থেকে সোনা জেতেন জ্যোতি-অদিতি-পরনীতরা। এ ছাড়াও প্রবীণ-জ্যোতি জুটি মিক্সড ডাবলসে সোনা জিতেছে। এরপরও ভারতের তিরন্দাজদের জন্য বলতেই হয় ‘পিকচার অভি বাকি হ্যায় মেরে দোস্ত’খ কারণ, আগামিকাল আর্চারিতে কমপাউন্ড ইভেন্টের ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনালে দেখা যাবে ভারতের তিন তিরন্দাজকে। যেখান থেকে ১টি সোনা আসছেই। তা দুটিও হতে পারে। আর ১টি রুপোও নিশ্চিত। কারণ, কমপাউন্ড আর্চারিতে ছেলেদের ব্যক্তিগত ইভেন্টের ফাইনালে দেখা যাবে অভিষেক ভার্মা ও ওজেশ প্রবীণ দেওতলেকে। আর মেয়েদের ব্যক্তিগত ইভেন্টের ফাইনালে দেখা যাবে জ্যোতি সুরেখা।

দুই ভারতীয় কিংবদন্তি মিশে রয়েছেন কিউয়ি তারকা রবীন্দ্রর নামের সঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই নজর কাড়েন নিউজিল্যান্ডের রাচীন রবীন্দ্র। এবারের বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে রাচীন রবীন্দ্র ও ডেভন কনওয়ের সেঞ্চুরিতে ইংল্যান্ডকে দুরমুশ করে কিউয়িরা। এই দুই ব্যাটারের সেঞ্চুরি দেখার পরে অনেকেই বলছেন, রবীন্দ্র ও কনওয়ে ২০১১ সালের বীরেন্দ্র শেহওয়াগ ও বিরাট কোহলিকে মনে করিয়ে দিলেন। উল্লেখ্য, বীরু ও কোহলি ২০১১ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন।

আহমেদাবাদে রবীন্দ্রর জমাটি ব্যাটিংয়ের কোনও উত্তর ছিল না ইংল্যান্ডের বোলারদের কাছে। রাচীন রবীন্দ্রর ব্যাটিংয়ে যেন রাহুল দ্রাবিড় ও শচীন তেণ্ডুলকরের ছোঁয়া। তেমনই ভারতীয় বংশোদ্ভূত রাচীনের নামের সঙ্গে মিশে রয়েছেন ভারতের দুই কিংবদন্তি, রাহুল দ্রাবিড় ও শচীন তেণ্ডুলকর। রাহুলের ‘রা’ এবং শচীন-এর ‘চীন’ মিলিয়েই রাচীন। তাঁর বাবা এই দুই ভারতীয় কিংবদন্তি ক্রিকেটারকে পছন্দ করতেন। সেই কারণেই ছেলের নাম রাখেন রাচীন।

রাচীন রবীন্দ্রর বাবা-মা বেঙ্গালুরুতে থাকতেন। বেঙ্গালুরু থেকে নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটনে চলে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রর বাবা রবি কৃষ্ণমূর্তি ও মা দীপা। বাবা পেশায় সফ্টওয়্যার আর্কিটেক্ট। ক্রিকেট তিনি ভালোবাসতেন। একসময়ে নিজেও ক্লাব ক্রিকেট খেলেছেন।

২০১৯ সালের গ্রীষ্মে ভারতে এসেছিলেন রাচীন। বেঙ্গালুরুর একটি পানশালাতে বসে সেবারের বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখেছিলেন তিনি।

‘নারীত্ব’ নিয়ে তোলপাড় করা মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন স্বপ্না বর্মন

হানঝাউ: গেমসে অল্পের জন্য ব্রোঞ্জ হাতছাড়া হয়েছিল ভারতের অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনের। ১৯তম এশিয়াডে হেপ্টাথলনে ভারতেরই অ্যাথলিট নন্দিনী আগাসারা ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। মেয়েদের হেপ্টাথলনে নন্দিনী ৫৭১২ পয়েন্ট স্কোর করে ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন। আর নন্দিনীর থেকে মাত্র ৪ পয়েন্ট পিছনে শেষ করেন স্বপ্না। ফলে তিনি চতুর্থ হন। অল্পের জন্য পদক না পাওয়ার বিরাট হতাশ হয়েছিলেন স্বপ্না বর্মন। যার ফলে হতাশা প্রকাশ করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে তিনি লিখেছিলেন, ‘একজন ট্রান্সজেন্ডার অ্যাথলিটের কাছে আমি আমার এশিয়ান গেমসের ব্রোঞ্জ পদক খুইয়েছি। আমি আমার ওই পদক ফেরত চাই। এটা আমাদের অ্যাথলেটিক্স নিয়মের বিরুদ্ধে। আপনারা আমাকে সাহায্য ও সমর্থন করুন।’ এই টুইটে অবশ্য নন্দিনীর নাম করেননি স্বপ্না। পরবর্তীতে এই টুইটটি তিনি ডিলিটও করে ফেলেন। কিন্তু ততক্ষণে স্বপ্নার টুইটের ছবি ছড়িয়ে পড়ে নেট দুনিয়ায়। স্বপ্নার এই মন্তব্যের পর মুখ খুলেছিলেন নন্দিনীও। এ বার ভারতীয় অ্যাথলিটের বিরুদ্ধে তোলপাড় করা মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন স্বপ্না বর্মন।

সোশ্যাল মিডিয়া সাইট ড-এ স্বপ্না লিখেছেন, ‘আমি সে দিন যে টুইট করেছিলাম তার জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করছি। বিশেষত আমার সহ-অ্যাথলিটের কাছে। নিছক হতাশা এবং মানসিক স্থিতি ঠিক না থাকার ফলে আমি খেলাধুলার নীতির বিরুদ্ধে এইভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ফেলেছিলাম। এবং ওই ভাবে আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার জন্য প্রত্যেকের কাছে গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।’

হানঝাউ গেমসে দুই ভারতীয় অ্যাথলিটের পদক নিয়ে বিতর্ক এ বার থামল। জাকার্তা গেমসে সোনাজয়ী স্বপ্না বর্মন নাম না করে এ বার হানঝাউয়ে ব্রোঞ্জ পাওয়া নন্দিনী আগাসরার কাছে ক্ষমা চেয়ে টুইট করেছেন। যা দেখে অনেকেই বলছেন, নিশ্চিতভাবে অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার হস্তক্ষেপ করার পরই জলপাইগুড়ির অ্যাথলিট নিজের ভুল স্বীকার করলেন। এর আগে স্বপ্নার বিস্ফোরক মন্তব্যের পর হানঝাউ থেকে নন্দিনী আগাসারা বলেছিলেন, ‘আমি জানি আমি কী। প্রয়োজন হলে ওকে প্রমাণ দেখাতে বলুন। আমি ভারতের হয়ে পদক জিতেছি, সেটা দেখাব। দেশের হয়ে ভালো পারফর্ম করতে চাই আমি। পদক জিতেছি বলে অনেকেই অনেক কথা বলা শুরু করেছে। আমি নিশ্চিতভাবে এই সমস্যাটি নিয়ে এএফআইয়ের সঙ্গে কথা বলব। আপাতত আমি এই পদক জয়ের মুহূর্তটা সেলিব্রেট করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দেশে ফিরে যেতে হচ্ছে, কারণ আমার মায়ের শরীর ভালো নেই।’

NARSINGHA
একদিন দশভূজা
শারদ সম্মান ২০২৩
EKDIN Puja Registration Form
(Please fill the form in Capital Letter)

1. Name of Puja Committee & Address:.....
.....
2. Name of the President: ..... Mobile: .....
3. Name of the Secretary: ..... Mobile: .....
4. Name of the Other Contact Persons: ..... Mobile:.....
5. (a) Puja: Theme or Traditional (Tick one) :
(b) Puja theme & Artist: .....
6. Puja Budget: .....
7. Any Social activities done between last One Year:.....

Terms & Conditions: (i) All Judgments will be selected by online system. After 100 puja selection committee We will add one person's mobile no. to our whatsApp group. Puja Committee will send 2 minutes video on puja theme. (ii) Only Baroari Puja will come under the jurisdiction of the competition. (iii) Last date of submission of application is 11/09/2023. (iv) Entries which are completed in all respect shall be eligible for the competitions. (v) Puja Committee should display Banner (6ft x 4ft) in prominent position in puja pandels. (vi) The event officials' decisions must be granted.

We agree to abide by the terms & Conditions.

Date & Place:
Event Organiser wide angle
Signature on behalf of Puja Committee with Seal

Form Submission Centre: 'PHOENIX', 6/16A, Podder Nagar, Kol-700068, Near South City Mall. 'EKDIN' 1, Old Court House Corner, Tobacco House, 3rd Floor, Room No. 306, Kolkata-700001 || Contact: 8420444073, 8697722990
Time: 12noon to 5PM

SUPPORTED BY BBIT B.B.I.T Public School JIMS Hospital
MEDIA PARTNER খবর এখন সা|ন্ধ্য|দৈ|নি|ক
PR Partner LIVERAGE
Event Management partner PHOENIX Panacea For Your Brand
YouTube Channel Partner বাংলা বলছে

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**